আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ

নবম খণ্ড

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আৰ্য্য-প্ৰাতিমোক্ষ

নবম খণ্ড

শ্ৰীশ্ৰীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ৰ

প্রকাশক
শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাব্‌লিশিং হাউস্‌
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

প্রথম প্রকাশ—২২০০
৺বিজয়া দশমী, ১৩৮৬

প্রুফরীডার :
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রাকর :
শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
সৎসঙ্গ প্রেস
পোঃ সৎসঙ্গ, দেওঘর
সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

ভূমিকা

জগতের সমস্ত দুঃখের কারণ প্রবৃত্তিপ্রীতি। প্রবৃত্তিপথে আছে অবৈধ, অনিয়ন্ত্রিত, মাত্রাহারা চলন। আর, দুঃখ হ'তে নিবৃত্তির উপায় হ'ল বিধির পথে চলা অর্থাৎ বিধিমত চলা। ঈশ্বরই পরম বিধি। তাই, বিধির পথে চলতে হ'লে ঈশ্বরের পথে চলা চাই। কিন্তু 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌' ঈশ্বরকে ধারণায় আনা ও তাঁর বিধান জেনে সেইমত চলা সীমায়িত জীবের পক্ষে অসাধ্য। তাই, তিনি সৃষ্টিরক্ষাকল্পে মাঝে-মাঝে ব্যক্তশরীরী হ'য়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তখন মানুষ চিনতে পারে তাঁকে, জানতে পারে তাঁর বিধিকে।

এমনতর এক আবির্ভাবের দোলায় দোলায়িত পূর্ব্বভারতের প্রত্যন্ত প্রদেশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সদাপ্রভু ব্যক্ত হ'য়ে উঠেছেন সেখানে পরম দয়াল শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্ররূপে। তাঁরই অমিয় বাণীরাজি আজ লোকলোচনের সমক্ষে ঐশী বিধান-রূপে পরিব্যক্ত। এই বিধানের মধ্যেই আছে মানুষের প্রবৃত্তিগ্রন্থি থেকে মুক্তিলাভের পথ।

পাবনা থেকে দেওঘরে আগমনের পর শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত সহস্র-সহস্র বাণী সময় ও তারিখের পারম্পর্য্যানুক্রমে সাজিয়ে 'আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ' নামে খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশ করবার নির্দ্দেশ শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং দিয়েছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আর্য্য-প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থমালিকার নবম খণ্ড।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের দুটি আশীর্ব্বাণী সন্নিবেশিত হয়েছে। তা' ছাড়া আছে পূর্ব্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত

'শাসন-সংস্থা' ও 'সত্তায়নী' নামক বিরাট বাণী দুটি। ঐ চারটি বাণী এবং ধর্ম্ম, ঈশ্বর, শিক্ষা, দীক্ষা, ভালবাসা, মোক্ষ, সেবা, কৃতি-সম্বেগ, পারিবারিক সুব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মোট ৩০৫টি বাণী আছে এই পুস্তকে, যেগুলির ক্রমিক সংখ্যা ৩৯৮০ থেকে ৪২৮৫। প্রথমটির অবতরণকাল ইং ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী সকাল ৮টা ৪০মিঃ এবং সর্ব্বশেষটি আবির্ভূত হয় ঐ বছরেরই ২৪শে মার্চ তারিখে রাত সাড়ে আটটায়।

বিশ্বের জীবকুল এই ঐশী নির্দ্দেশনা জীবনে গ্রহণ ও পরিপালন ক'রে দুঃখপীড়াকে অতিক্রম করুক এবং চিদানন্দধারায় সপরিবেশ পরিস্নাত হ'য়ে এগিয়ে চলুক ব্রাহ্মীস্থিতির পথে,—এই আমাদের কামনা।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

সৎসঙ্গ, দেওঘর
ইং ১৫।৯।১৯৭৯

৫৫তম ঋত্বিক্‌-অধিবেশনোপলক্ষে পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

আমরা উদ্গতির ক্রম-পদবিক্ষেপে
আবার আরো এক নবীন বৎসরে পদার্পণ করলাম,
এই বৎসরের নতুন দিনে
নতুন আবেগ নিয়ে
আমার শীর্ণ সম্বেগের আকুল আহ্বানে
তোমাদিগকে আবার বলছি—
তোমরা অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণ হও,
তোমাদের অন্তরের কানায় কানায়
শরীরের প্রত্যেকটি কোষে
ঐ ইষ্টার্থী অভিদীপনা
উৎফুল্ল আবেগে
আরো আরোর তালে তাল মিলিয়ে নেচে উঠুক ;
সূর্য্যের মত প্রচণ্ড হ'য়ে
চাঁদের মত স্নিগ্ধ হাসি নিয়ে
তারার মত জ্যোতিষ্মান ভাগবতী মালার সৃষ্টি ক'রে
তোমাদের বাক্য
তোমাদের সুসঙ্গত ব্যবহার
হৃদ্য কর্ম্মঠ অভিদীপনা
প্রত্যেক অন্তরকে উজ্জ্বল ক'রে তুলুক ;
সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ বিভূতি
তোমাদিগকে বিস্তীর্ণ ক'রে তুলুক,
তোমরা তাঁ'র দিকে আরো হও,

আরোতে আরো হ'য়ে
দীপন প্লাবনে চ'লতে থাক,
দীপ্ত ভবিষ্যৎ তোমাদিগকে 'স্বাগতম্'-অভিনন্দনে
বাস্তব ইষ্টার্থী অনুশাসন-অনুবর্ত্তিতায় উদ্ভিন্ন ক'রে
সুসঙ্গত ক'রে তুলুক ;
তোমরা সতের উপাসক,
এই সৎ-অনুপ্রেরণা-দীপনা
প্রতিটি ব্যষ্টিতে সঞ্চারিত ক'রে তোল,
প্রতিটি ব্যষ্টি নিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠে—
অচ্ছেদ্য অনুকম্পী ভ্রাতৃবন্ধনে ;
নির্ব্বাক বিধান
নির্ব্বাক অনুশাসন
স্বতঃপ্রভ হ'য়ে
তোমাদের চরিত্রে যেন জাজ্জ্বল্যমান হ'য়ে ওঠে ;
বিশ্বেশ্বরকে কেন্দ্র ক'রে
তোমাদের পরিষৎ, শাসন-সংস্থা,
বিধান ও বিনায়ন যেন স্বতঃ হ'য়ে ওঠে ;
তোমরা সতের উপাসক,
তাই তোমরা সৎসঙ্গী,
এই সৎসঙ্গের সঙ্গলাভ ক'রতে
জীবনে অভিদীপ্ত হ'তে
কেউ যেন বঞ্চিত না হয় ;
প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
মত্ত সম্বেগে
সবাইকে যেন ঐ সৎসঙ্গে সুসঙ্গত ক'রে তোলে,
কোথাও যেন দ্রোহ না থাকে,

কোথাও যেন বিক্ষেপ না থাকে,
বিক্ষুব্ধ কেউ যেন না হয় ;

তোমাদের অসৎ-নিরোধী-অনুশাসন
প্রত্যেককে সুসঙ্গত ক'রে তুলুক,
অনুপ্রাণিত ক'রে তুলুক,
অভিদীপ্ত ক'রে তুলুক,
বিবর্দ্ধনে সঞ্চরণশীল ক'রে তুলুক ;

তোমাদের বোধি জ্যোতিষ্মান হ'য়ে উঠুক,
মন অমৃতময় হ'য়ে উঠুক,
সুসঙ্গত বিধি-অনুচর্য্যায়
তোমাদের সন্তান-সন্ততি
যেন আরো আরোতে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
তোমরা জীবনে জীয়ন্ত হ'য়ে ওঠ,
আয়ুষ্মান হ'য়ে ওঠ,

শরীর ও মনে স্বস্তির মলয় হাওয়া
প্রাণদ পরিবেষণে শান্তিগীতি গেয়ে উঠুক ;
জীবন, যশ ও বৃদ্ধিতে
সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠ তোমরা সবাই,
ঐ ইষ্টানুগ আলোকবিভা আহরণ ক'রে
পৃথিবীর সবাই যেন তা'ই হয় ;

আমার একান্ত যিনি,
আমার প্রিয়পরম যিনি,
তাঁ'রই চলৎশীল চরণপ্রান্তে
এই-ই আমার একান্ত প্রার্থনা। ৩৯৮০।

১।১।১৯৫২, সকাল ৮-৪০

সত্তার পূজা বা নন্দনা ইষ্টার্থ-অবদানে
একেকেন্দ্রিক উদ্দীপ্ত ইষ্টার্থ-পরায়ণতায়
মানুষের বৃত্তি ও বোধগুলিকে সার্থক সুসঙ্গত ক'রে
যোগ্যতায় সুসম্বদ্ধ ক'রে তোলে,
আর, এই যোগতাই হ'চ্ছে পূজার পুষ্পপাত্র,
আবার, ঐ পুষ্পপাত্র-সুসজ্জিত কর্ম্মঠ বিনীত বোধ
যা' উপচয়ী হ'য়ে ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে,
তা'ই হ'চ্ছে সত্তার পূজার অর্ঘ্য ;
তোমার অন্তরের অন্তরতম স্থলে
যে জীবন-উদ্দীপনা
সমস্ত বিধানকে পরিপ্লাবিত ক'রে
জীয়ন্ত ক'রে রেখেছে,—
তা'কে সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে
সার্থক সংহতিতে যোগ্যতায় জীয়ন্ত ক'রে তোল,
দক্ষ ক'রে তোল—
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যকে অধিগত ক'রে ;
আর, ঐ যোগ্যতার অবদান নিয়ে
ইষ্টার্থকে উপচয়ী ক'রে তোল,
তবেই তা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনী পরাক্রমে
সপরিবেশ তোমাকে বিভামণ্ডিত ক'রে তুলবে,
সার্থক হবে তুমি । ৩৯৮।
২।১।১৯৫২, দুপুর ১২টা

কোন বিষয়ের ধারণাকে সুদৃঢ় ক'রতে যেয়ে
অযথা অমীমাংসিত উৎক্ষিপ্ত প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রে
বাস্তবতাকে ব্যাহত ক'রতে যেও না,
তা'তে যে-ধারণাকে অবধারিত ক'রতে যাচ্ছ,

সে-প্রচেষ্টা তোমার ব্যতিক্রান্ত হ'য়ে উঠবে ;
বরং সুবিন্যাস-অনুচর্য্যায়
ঐ ধারণাকে এমনভাবে বিন্যস্ত ক'রে তোল,—
যা'তে অমীমাংসিত যা'
তা' মীমাংসিত হ'য়ে ওঠে। ৩৯৮২।
২।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

তোমার অনুচর্য্যা, বাক্য, কর্ম্ম
ও ব্যবহারের সুসঙ্গতি
যতই ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে—
কুশলকৌশলী দক্ষতা নিয়ে,—
তোমার জীবনে সুযোগ ও সুবিধার ক্ষেত্রও
তেমনতরই উন্মুক্ত হ'তে থাকবে। ৩৯৮৩।
৩।১।১৯৫২, দুপুর ১২টা

যা'রা উপচয়ী অনুচর্য্যাবিহীন গ্রহণপটু,
দেবার ভয়ে 'নাই, পাব কোথায় ?'—
এমনতর শব্দই যোজনা ক'রে,
নিজের যা'-কিছু সম্পদকে
দেবার নৈতিক অনুশাসনকে এড়াবার জন্য
গোপন ক'রে চলে,
তা'দের অন্তরে চৌর্য্য-প্রভাবই প্রতিষ্ঠিত হয়,
চলন-চরিত্র, আচার-ব্যবহারও
তা'দের ধাপ্পাকুশল রকমারিকে ব্যাহত ক'রে
মানুষকে সন্দিগ্ধ ক'রে তোলে ;
চৌর্য্যমনা প্রবৃত্তি
সরিসৃপী গোপন তৎপরতা নিয়ে

তা'রই সুবিধা যেখানে পায়,
সেই সব ব্যাপারে ছোঁয়াচে সন্দিগ্ধতার সহিত
নিজেকে নিয়োজিত করে—
ধরা-পড়ার ভীতিবিহ্বল সৌজন্য নিয়ে;
ফলে, ইতরচেতা কাপট্যানুরঞ্জিত হীনতা নিয়ে
জীবন গোঁয়াতে বাধ্য হয়। ৩৯৮৪।

৩.১।১৯৫২, দুপুর ১টা

তোমার সঙ্ঘে, সম্প্রদায়ে, সমাজে
ভেদ বা ব্যতিক্রম হ'তে পারে,—
এমনতর রেখাপাতও ক'রো না;
অত্যন্ত শক্ত দ্রব্যেও
ঐ ভেদ বা ব্যতিক্রম-রেখাকে অবলম্বন ক'রে
ফাটল সৃষ্টি হয়,
তা' দ্বিধা-ভঙ্গুর হ'য়ে ওঠে—
দুরত্যয় দুরদৃষ্টের চাপে,
অতি সাবধান শ্যেনদৃষ্টি-সম্পন্ন হ'য়ে থেকো,
আর, সঙ্ঘই বল, সম্প্রদায়ই বল,
সমাজই বল, বা যে-কোন সংহতিই বল না কেন,—
তা' যেন সৎ ও সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে;
ঐ কেন্দ্রে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে
তা' যেন লোকহিত-অনুচর্য্যী পদক্ষেপে চলে,
প্রতিটি ব্যষ্টি ব্যক্তিগতভাবে
ঐ কেন্দ্রনিবদ্ধ থাকে যেন,
ঐ কেন্দ্র-নিবন্ধনই যেন
পরস্পরের ভিতর অনুবন্ধ সৃষ্টি করে;
মনে রেখো, এককুলও ভেদ বা ব্যতিক্রমের রেখা

ভবিষ্যের দুরন্ত আঘাতে
তোমাদের ঐ সঙ্ঘসত্তায় ফাটল সৃষ্টি ক'রে
তা'কে বিচ্ছিন্ন ক'রবেই কি ক'রবে—
তা' আপাতদৃষ্টিতে শুভ ও সুন্দর হ'লেও। ৩৯৮৫।
৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২৫

নিজের স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
যা'রা ঈশ্বরকে সেবা করে,—
ঈশ্বরে ভক্তি তা'দের নেই,
আছে ঐ স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতায়,
ঐ জাতীয় ভক্তি যে-কোন মুহূর্ত্তে
খান-খান হ'য়ে যেতে পারে,
তা' সুকেন্দ্রিক নয় ;
আর, নিজের যা'-কিছুকে
যা'রা ঈশ্বর-সেবায় নিয়োজিত ক'রে চলে,
ঈশ্বরই যা'দের স্বার্থ,
ভক্তি তা'দের অদম্য, অচ্যুত, উর্জ্জী,
তদনুবর্ত্তী অভিধ্যায়িতা নিয়েই চলে তা'রা,
তাই, সপার্থিব অধ্যাত্মজীবন তা'দের সার্থক হ'য়ে ওঠে—
উপচয়ী প্রাপ্তিতে। ৩৯৮৬।
৫।১।১৯৫২, বেলা ১২-৩০

কিছু করার পূর্ব্বে বরং হাজার বার ভেবে নিও—
একটা সুসঙ্গত ভালিমী অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে,—
তা' কতখানি তোমার শ্রেয়ার্থপোষণী,
এবং তা' অন্য কী পরিণতি লাভ ক'রতে পারে,
এতে যদি করণীয় মনে কর, তা' ক'রো,

আর, ধ'রলে তা' ছেড়ো না,
যতক্ষণ তা' সুসিদ্ধ না হ'য়ে ওঠে—
ঐ শ্রেয়ার্থপোষণী হ'য়ে ;
তবে দেখো, উল্টো কিছু না ঘটে,
আর, ফল যদি উল্টো অর্থাৎ শ্রেয়ার্থ-অপচয়ী হয়—
তোমার ঐ মনের বাঁকের খাতিরে
তা' কিছুতেই ক'রতে যেও না। ৩৯৮৭ ।

৫।১।১৯৫২, দুপুর ১২-৫৫

পরস্পর-বিরুদ্ধ যা'-কিছু—
তা'দের নিয়ন্ত্রণী নিরাকরণে
সার্থক সর্ব্বসঙ্গতিশীল হ'য়ে ওঠে যা',
তাই-ই পূর্ণীকৃত বা পূর্ণ। ৩৯৮৮ ।

৫।১।১৯৫২, দুপুর ১টা

যা'রা জীয়ন্ত মহতের দোষদর্শী,
তা'রা কেন্দ্রায়িত হ'তে পারে না,
তাই, বিগত বা মৃতদের প্রতি
অনুরাগের বাহানা নিয়ে চলে প্রায়শঃ,
কারণ, সেখানে কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত নেই ব'লে
স্বেচ্ছাচারী চলনকে বজায় রাখতে পারে সহজে ;
মরণপন্থীদের হালই এমনতর। ৩৯৮৯ ।

৫।১।১৯৫২, দুপুর ১-১০

যে ঈশ্বরের জন্য নিজের জীবনকে খরচ করে,
সে নিজের জীবনকে শক্তিশালী ক'রে তোলে,
আর, যে নিজের জন্য ঈশ্বরকে খরচ ক'রে—
সে ঐ শক্তিকে হারায়। ৩৯৯০ ।

৬।১।১৯৫২, সকাল ৮-৫০

যিনি তথ্যের ভিতর গমন ক'রে
তত্ত্ব আহরণ করেছেন,
তিনিই ঋষি। ৩৯৯১।
৬।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

শ্রেয়নিষ্ঠ পিতার অবদান—
সুষ্ঠু বোধতান্ত্রিক স্বভাব,
অর্থাৎ, সত্তানুস্যূত স্বতঃসিদ্ধ ভাব,
স্বামী-কেন্দ্রিক জননীর অবদান তদনুগ প্রকৃতি ;
ব্যত্যয়ে বিপর্য্যয়ই হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ। ৩৯৯২।
৭।১।১৯৫২, সকাল ৮-৫০

সার্থক-সুসংযত বৃত্তি,
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ,
বোধি ও কর্ম্ম-তৎপর,
অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগসম্পন্ন বেত্তা ব্যক্তিতে
সুনিষ্ঠ অনুরাগমুখর হ'য়ে
তাঁ'তে শ্রদ্ধাসমন্বিত যা'রা,
তাঁ'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য নিয়ে
যা'রা তপশ্চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ
ও দৃঢ় অনুবর্ত্তী আবেগ-সমন্বিত—
কর্ম্মঠ, তৎপর, অনুচর্য্যী ক্লেশসুখপ্রিয়তায়,—
তা'রাই প্রকৃত শিক্ষার্থী
বা শিষ্য হওয়ার উপযুক্ত,
আর, তা'দেরই তপশ্চারী বোধিসঙ্গত জীবন-অনুক্রমণ
গণ ও পরিস্থিতির অন্তরে

সুকেন্দ্রিক দীপ্তি সঞ্চারিত ক'রে তুলতে পারে,
আর, তা'রাই ধন্য। ৩৯৯৩।
৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

তোমাকে যদি কেউ উপেক্ষাও করে,
লক্ষ্যও না রাখে তোমার প্রতি,
তাহ'লেও যখন তুমি অস্বস্তি বোধ ক'রবে না,
বা বীতরাগী হ'য়ে উঠবে না—
অচ্যুত ইষ্টার্থী চলনে অব্যাহত থেকে,—
তখনই বুঝবে—
মনুষ্যত্ব লাভের দাঁড়ায় দাঁড়িয়েছ তুমি। ৩৯৯৪।
৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫০

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পরম লক্ষণই হ'চ্ছে—
তাঁ'রা কোন অবস্থায় কখনই ধর্ম্মকে ত্যাগ করেন না,
কুশলানুধ্যায়ী তাঁ'রা সব সময়ই,
এমন-কি, বিক্ষুব্ধির ভিতরও
কুশলানুগত্য হ'তে তাঁ'রা কখনই বিচ্ছিন্ন হন না,
তাঁ'রা সাধারণতঃই স্বল্পভাষী,
ধীরবাচী, কর্ম্মঠ উদ্যমী,
প্রতিটি জীবনচলনায় সৎসঙ্গতি ও সৎপ্রয়াস-শীল তাঁ'রা,
বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের আপূরণ-প্রয়াসী সর্ব্বদাই। ৩৯৯৫।
৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫৫

যাঁ'রা কোন বিষয়ে অবস্থামাফিক
মাত্রাকে উল্লঙ্ঘন করেন না,
সুস্থ চলন ও ভাবভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে

নিজেকে অভিব্যক্ত ক'রে থাকেন—
বিহিত সংযমের সহিত—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ অনুচর্য্যা নিয়ে,
তাঁ'রাই চরিত্রবান। ৩৯৯৬।

৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫৮

ঈশ্বরের নিকট হ'তে যা' আমরা পেয়েছি,
আমাদের উদ্গতির সাথে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে যা',
তা'ই-ই আমাদের স্বভাব ও প্রকৃতি,
আর, এই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সত্তাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করাই হ'চ্ছে
কর্ত্তব্যের পথ,
আর, ঐ চলনার বিহিত বিধিনির্দ্দেশই হ'চ্ছে
উপদেশ বা দীক্ষা। ৩৯৯৭।

৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

যা'রা নিজে ব্যক্তিগতভাবে
ন্যায়ের মর্য্যাদা-পরিপালন-নিরত নয়কো,—
তা'রা অন্যকে শাসন করবার অধিকারী
কিছুতেই হ'তে পারে না;
কারণ, যা'দের সৎ-নিষ্ঠা ও সংযম নেই,—
তা'রা প্রবৃত্তি-অভিভূতই হ'য়ে থাকে,
আর, ঐ প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত শাসক
মানুষকে সর্ব্বনাশেই পরিচালিত ক'রে থাকে,
আর, ঐ চরিত্র মানুষে সংক্রামিত হ'য়ে
তা'দিগকে কুশাসন-তৎপর ক'রে তোলে। ৩৯৯৮।

৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-১০

যাঁ'র সুকেন্দ্রিক শিশুসুলভ সরলতা
বোধিদীপনার ভিতর-দিয়েও
আজীবন ফুটন্ত হ'য়ে চলে—
তিনিই মহান। ৬৯৯৯।
৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-১৫

সুকেন্দ্রিক রাগসন্দীপ্ত ভক্তি—
তা' যতই জঞ্জালাকীর্ণ হো'ক না কেন,
তা' যা'দের একটুও ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে—
প্রিয়-পরিচর্য্যী উন্মাদনা নিয়ে,
লাখো সংঘাতেও তা' ভাঙ্গে না,
বরং ক্রমশঃই পরিচ্ছন্ন হ'য়ে ফুটতে থাকে তা',
তা'র স্বার্থ প্রিয়,
তাই, সে-স্বার্থ নিষ্কাম,
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য নয়কো;
আর, যা' প্রিয়-পরিচর্য্যার বাহানা নিয়ে
তথাকথিত ভক্তির অছিলায়
স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতায় প্রলুব্ধ হ'য়ে
প্রিয়কে ভাঙ্গিয়ে
নিজের স্বার্থ, সুখ ও প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যার পোষণ-ক্ষুধাতুর,—
তা' সকাম,
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি, পুষ্টি ও প্রভাবই তা'র লক্ষ্য,
সে প্রিয়কে জলাঞ্জলি দিয়েও
প্রবৃত্তিপরতারই পুষ্টি আহরণ ক'রতে চায়,
সে-ভক্তি যেমনই হো'ক,
আর যতদিনেরই হো'ক,
মুহূর্ত্তে খান-খান হ'য়ে যেতে পারে;

তাই, তা'
সুসঙ্গত বোধি ও প্রীতিতপার কিছুই নয়কো—
যতক্ষণ তা' নিছক প্রিয়ার্থানুধ্যায়ী না হ'য়ে উঠছে। ৪০০০।
৭।১।১৯৫২, রাত ৮-৩৫

প্রিয়-অনুবর্ত্তিতা ও অনুচর্য্যা-বিহীন তাত্ত্বিকতা
যতই তুখোড় হো'ক না কেন,—
তা'তে বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যই
নিখোঁজ হ'য়ে থাকে,
কারণ, ভক্তিই সেখানে নেইকো। ৪০০১।
৭।১।১৯৫২, রাত ৮-৪০

প্রিয়-কর্ত্তৃক পালন, পরিচর্য্যা বা তোয়াজের দরুন
যে প্রিয়োন্মুখতার উদ্‌গম হ'য়ে থাকে,
তা' যদি অচ্যুত প্রিয়কেন্দ্রিক না হ'য়ে ওঠে
অবাধ্যভাবে,—
সে সাময়িক লুব্ধতা মাত্র,
ভক্তি সেখানে নেই। ৪০০২।
৭।১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

ভক্তি যা'র ভঙ্গুর, অশ্রেয়পন্থী,—
তপও তা'র স্তেয়-তাৎপর্য্যশীল,
বোধ ও ব্রহ্মজ্ঞান তা'র মিথ্যা,
অমনতর ভক্তি
ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বেপ্সার বাহানা মাত্র। ৪০০৩।
৭।১।১৯৫২, রাত ৯-১৫

প্রয়োজন যেখানে সুকেন্দ্রিক ও প্রখর হ'য়ে ওঠে,
শক্তিও সেখানে তুখোড় অভিব্যক্তিতে
আত্মপ্রকাশ করে। ৪০০৪।
৮।১।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

যখনই উপকরণের বিন্যাস হয়,—
তখনই গুণের আবির্ভাব হয়,
ঐ বিন্যস্ত উপকরণই হ'চ্ছে ভূত,
আর, যা'র উপর ঐ ভূত অর্থাৎ ঔপকরণিক সংস্থিতি
দাঁড়িয়ে আছে,—
সেই যা' বা যিনিই হ'চ্ছেন ভূতমহেশ্বর ;
তিনি গুণের পাল্লার বাইরে,
সৃষ্টি নির্গুণেরই সগুণ পরিণতি,
আবার, সগুণই উদ্গতিতে নির্গুণ হ'য়ে পড়ে। ৪০০৫।
৮।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

যেমন পিতৃত্ব বা মাতৃত্বকে
অস্বীকার করার উপায় নেই,
তেমনি পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, ভ্রাতৃত্ব
ও পরিবেশ-পরিস্থিতির সত্ত্ব যা'
তা'কেও অস্বীকার করার উপায় নেই—
তা' ব্যষ্টিগতভাবেও যেমন, সমষ্টিগতভাবেও তেমন ;
তাহ'লে, যে আধিপত্যের অনুশাসনে
এগুলি সত্ত্ববান
তা'কেও অস্বীকার করবার উপায় নেই,
নিজেকে যদি জানতে চাই উদ্গতির মরকোচ-সহ—
তবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে

জানতে হবে সেই আধিপত্যকে
যা'র বিধায়নে
সমস্ত সংস্থিতি সত্ত্ববান হ'য়ে উঠেছে,
আর, তা'ই-ই ঈশিত্ব,
আবার, ঐ ঈশিত্বের অভিব্যক্তি যেখানে
তিনিই ঈশ্বর। ৪০০৬।
৮।১।১৯৫২, রাত ৭টা

কাম, ক্রোধ, ভয় বা লোভ ইত্যাদির সম্বেগ
বিহিতভাবে আত্মপ্রকাশ না ক'রে
যদি নিরুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
ঐ আবেগ বৈধানিক যন্ত্রগুলিকে
উত্তেজিত ও উদ্বেলিত ক'রে
সেই সব যন্ত্রের একটা অস্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়ে
ব্যাধিতেই স্বভাবতঃ উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
সেই সব যন্ত্রকে আশ্রয় ক'রে,—
যদি তা' সমুচিত সুমীমাংসায়
ক্ষোভরহিত সার্থকতায় তৃপ্তিপ্রদ না হ'য়ে ওঠে;
আবার, যে-সব গ্রন্থিগুলি
অবিহিতভাবে উত্তেজিত হয়,—
সেই গ্রন্থিরসগুলিরও ব্যতিক্রম ঘ'টে ওঠে,
তা'র নিঃসরণ কোথাও অল্প,
কোথাও অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে,
তা'র ফলে, বিধানগুলি বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে—
কোথাও অন্ত্রক্ষত, কোথাও দন্তরোগ,
কোথাও হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসের নানাবিধ বিকার নিয়ে;
ঐগুলি উপযুক্ত অভিব্যক্তি না পেলে পরেই

বিধানে সেইগুলি জমা হ'য়ে
অনাসৃষ্টির সৃষ্টি ক'রে থাকে,
শঙ্কা, আতঙ্ক, দ্বেষ ও শোক
ইত্যাদির চাপা আবেগ
মানুষের অন্তরস্নায়ু ও বিধানের
বিহিত তাৎপর্য্যকে ব্যাহত ক'রে
বিকারই এনে দেয় ;
চাপা কষ্ট, চাপা আক্রোশ, চাপা অভিমান
চাপা অপমান, চাপা ঘৃণা ইত্যাদি
ভবিষ্যতে কী বিপদের স্রষ্টা হ'য়ে ওঠে—
তা' ভাবলেও শিউরে উঠতে হয় ;
তাই, তোমার বাক্য, ব্যবহার
ও লোকপরিচর্য্যী সম্বেগের দ্বারা
কুশলকৌশলী সৎনিয়ন্ত্রণে
ঐ অপাহত বিক্ষুব্ধদের ভিতর মিলন এনে
যতই সৌহার্দ্দের সৃষ্টি ক'রে তুলতে পারবে,
অন্তর-দেবতার আশীর্ব্বাদ
তোমাকে শান্তির অধিকারী ক'রে তুলবে ততই ;
আর, এ ক'রতে হ'লেই
নিজেকে সুকেন্দ্রিক শ্রেয়পরায়ণ ক'রে রাখ,
আর, ঐ শ্রেয়-নিবদ্ধ হ'য়ে
তদনুগ চলনায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে থাক—
তা' এমনতরভাবে
যা'তে ঐ সমস্ত বিক্ষোভ তোমার উপর পতিত হ'লেও
তা'র সুমীমাংসা ক'রে
তোমাকে ও অপরকে
ঐ আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই দিতে পার ;

মানুষের অন্তঃশায়ী ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
আত্মপ্রসাদ-অভিনন্দনায়
তোমাকে প্রীতিপ্রদীপ্ত ক'রে তুলবে। ৪০০৭।
৯।১।১৯৫২, সকাল ৯টা

তোমার ইষ্টার্থ-অনুপোষণী করণীয় যা'
তা'তে ইষ্টানুগ কুশলকৌশলী সুশোভন-তৎপরতায়
হৃদ্য কঠোর সমীচীন নিয়ন্ত্রণে
সার্থক সুবিন্যাস-তৎপর হ'য়ে চ'লো,
তা' নিজের বেলায়ও যেমন,
পরিবার ও পরিস্থিতির সম্পর্কেও তেমনি—
যেখানে যেমনতর প্রয়োজন তেমনি ক'রেই—
একটা বিহিত পরিবীক্ষণী সমাধান নিয়ে;
মমত্ব-দুর্ব্বল হ'য়ো না এতটুকুও,
ঐ দুর্ব্বলতা তোমাকে দ্বিধাদীর্ণ ক'রে
অসৌষ্ঠব পরিবেষণে
পরিবেশকেও অমনতর ক'রে চ'লবে,
তাই, অমনতর স্থলে ঐ জাতীয় নির্ম্মমতা
তোমার ও প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ জীবনকে
প্রবুদ্ধ মমত্বে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে—
কৃতিদীপ্ত সম্বেগশালী ক'রে। ৪০০৮।
৯।১।১৯৫২, বেলা ১০-৩৫

যাঁ'রাই তথাগত, অবতার-পুরুষ বা প্রেরিতপুরুষ,—
তাঁ'রা প্রত্যেকেই
সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই প্রেরণাপ্রবুদ্ধ,

দেশকালপাত্রানুপাতিক
তাঁ'রা সেই এক অদ্বিতীয়েরই বৈধী বাণীবাহী,
তাই, তাঁ'দের বাণীগুলিও
পারস্পরিকভাবে ও পারম্পর্য্যানুপাতিক
সেই একেরই রঙে রঙ্গিল ;
আবার তাই, তাঁ'রা বিভিন্ন হ'লেও এক,
ভেদ বা দ্বন্দ্ব-বিহীন,
এবং পারম্পর্য্যানুপাতিক প্রত্যেকটি পূর্ব্ববতন
পরবর্ত্তীতে আরো-আরো হ'য়ে উদ্ভিন্ন হ'য়ে থাকেন—
দেশকালপাত্রানুপাতিক অভিব্যক্তিতে ;
তাই, অধুনাতন যিনি
তাঁ'র ভিতর পূর্ব্ববতন প্রত্যেকেই
শুভসঙ্গত অন্বয়ে অধিষ্ঠিত,
ঐ জীয়ন্ত বেদীমূলে সক্রিয় আত্মনিবেদনই
প্রশান্তির প্রকৃষ্ট ভিত্তি,
আর, ধর্ম্মের তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই আত্মনিবেদন,
অনুবর্ত্তন ও শান্তি। ৪০০৯।

৯।১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

১। ঈশ্বর, প্রেরিত-পুরুষোত্তম বা শ্রেয়-আচার্য্যগণের নিন্দা,
বা তাঁ'দের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করা ;
২। বিশ্বস্ততার বাহানায় বিশ্বাসঘাতকতা,
যে-কোন কারণে বিশ্বাসঘাতকতা,
বা কৃতঘ্নতা ;
৩। ব্যভিচার করা - তা' যে-কোন প্রকারেই হোক,
অথবা ধাপ্পাবাজী ক'রে
অন্যকে অন্যায় ও অবৈধভাবে শোষণ করা ;

৪। দায়িত্ব গ্রহণ ক'রে
অকপটভাবে তা'কে সম্পাদন না করা;

৫। কা'রো অনিচ্ছায় বা গোপনভাবে
তা'র মর্য্যাদা ও সম্পদকে বিধ্বস্ত করা
বা অপহরণ করা;

৬। স্বার্থসিদ্ধি বা আত্মপ্রতিষ্ঠার অছিলায়
অন্যকে বিধ্বস্ত বা হত্যা করা;

৭। সন্দেহজনক আচরণ না দেখেও
শুধুমাত্র সন্দিগ্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
সাধ্বী রমণীদের সতীত্বের উপর দোষারোপ করা;

৮। আশ্রিতজনের প্রতি অযথা অত্যাচার করা;
বা কাউকে আশ্রয় দিয়ে
সাধ্যমত তা'র নিরাপত্তা-বিধান না করা;

৯। সুদের প্রলোভনে অন্যের পরিবর্দ্ধনাকে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলা;

১০। অশ্রেয় বা অবৈধপাত্রে আত্মদান করা,
অসৎ বা অবৈধভাবে বাক্‌দান করা,
বা বৈধ বাক্‌দান ক'রে তা'কে আপূরণ না করা;

১১। বিশদ বিবেচনা ও পরখ না ক'রে
ব্যতিক্রমদুষ্টির অভিযোগে
কাউকে বিব্রত করা;—

এগুলি সাধারণতঃ গুরু অপরাধ,
ব্যষ্টিজীবনেই হো'ক,
সমাজেই হো'ক,
রাষ্ট্রেই হো'ক,
এই অপরাধগুলি যদি যথাসময়ে
উপযুক্তভাবে দমিত বা প্রশমিত না হয়,—

তবে দণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে
রুদ্র আবেষ্টনীতে
সাংঘাতিকভাবে অভিব্যক্ত হ'য়ে
শাস্তির সমারোহ সৃষ্টি ক'রেই থাকে। ৪০১০।
৯।১।১৯৫২, রাত ৮-২০

তুমি যা'র শরণ না নিচ্ছ,
জীবনে যা'কে পেলে না-চ'লছ,
যা'কে রক্ষা না ক'রছ—
জীবন দিয়ে জীবনী অনুচর্য্যায়,—
লাখ চেষ্টা ক'রেও
সে তোমার জীবনে
কোনই পরিবর্ত্তন সৃষ্টি ক'রতে পারবে না। ৪০১১।
১০।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫৫

শোনো আবার বলি,
যাঁ'র অনুগ্রহ-অনুচর্য্যায় তোমার গ্রাসাচ্ছাদন চ'লছে,
তোমার নিজের ও নিজ পরিবারের
স্বার্থ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি
অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়েও বা দৃক্‌পাত না ক'রেও
তাঁ'র পোষণ-প্রবর্দ্ধনায়
সজাগ ও সক্রিয় থেকোই;
নিজের প্রয়োজনের উদ্বেলন নিয়ে
তাঁ'কে সঙ্কুচিত বা পীড়িত ক'রে তুলো না,
তাঁ'র সাধ্য ও সহানুভূতিকে দুর্ব্বল ক'রে তুলো না,
তাঁ'র দেওয়া গ্রাসাচ্ছাদনের 'পর দাঁড়িয়ে
সুসন্ধিৎসু অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে

নিজের যোগতাকে বাড়িয়ে তোল,
যা'তে ঐ যোগ্যতার আহরণ হ'তে
নিজে চলৎশীল হ'য়েও
তোমার মতন আর দু'চার-জনের
ঐ অমনতর গ্রাসাচ্ছাদনের ভার নিয়ে
তা'দিগকেও যোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পার ;
আর, তোমার মতন সহানুভব-অনুকম্পী ক'রে তোল
তা'দিগকে,
যা'তে তা'রাও আবার অমনি ক'রে
অন্যকে পরিপালন ক'রতে পারে—
তা'দের যোগ্যতাকে জীয়ন্ত ক'রে তুলে,—
যা'র ফলে, কৃতজ্ঞ আনত অনুচর্য্যায়
তুমিও আত্মপ্রসাদে উল্লসিত হও,
অন্যেও কৃতার্থ হ'তে পারে ;
নয়তো, তোমার প্রতি অপাত্র-অনুগ্রহ
তোমার পরিপালককেও নষ্ট ক'রবে,
আর, সঙ্গে-সঙ্গে তুমিও জাহান্নমে যাবে। ৪০১২।
১০।১।১৯৫২, রাত ৮-১৪

যদি কেউ সৎ-সাত্ত্বিকভাবেই হো'ক
বা স্বচাহিদার দরুনই হো'ক
তোমাকে কিছু দেয় বা দিতে স্বীকার করে,
ঐ দেওয়া বা স্বীকারকে অবলম্বন ক'রে
প্রথমেই তা'কে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদে
ফুল্ল অভিব্যক্তিতে
প্রসাদ-উদ্দীপ্ত ক'রে তোল—
বাক্যে, ব্যবহারে ও সম্ভ্রান্ত অনুচর্য্যায়,—

যা'তে তোমার ঐ উৎফুল্ল আবেগ
তা'কে তোমার প্রতি অন্তরাসী ক'রে
সম্বেগোদ্দীপ্ত ক'রে তোলে,
আর, এই করার ভিতর-দিয়ে
আপ্যায়িত উদ্বুদ্ধ অনুপ্রেরণায়
অনুপ্রাণিত ক'রে তোল তা'কে,
যা'তে তোমাকে দিয়েও
মানুষ সশ্রদ্ধ আত্মপ্রসাদে ফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ৪০১৩।
১১।১।১৯৫২, সকাল ৯-১০

তোমার জীবনক্ষুধা—
যা' প্রীতির ভিতর-দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে,
তা' যেন সর্ব্বতোভাবে
সুষ্ঠু শ্রেয়কেন্দ্রিকই হ'য়ে থাকে,
কারণ, ঐ ক্ষুধার বিকেন্দ্রিকতায়
জাহান্নম বিকট ব্যাদানে
তোমাকে আগলে ধরবেই কি ধরবে,
নচেৎ ঐ জীবনক্ষুধা বিচ্ছিন্ন সংঘাতে
বোধিপ্রণালীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে
ছন্নতায় শীর্ণ ক'রে তুলবে ;
যদিও শারীরক্ষুধার পরিপোষণী আহরণ
পরিবেশ ও পরিস্থিতি হ'তে ক'রতে হয়,
তা'কেও সুকেন্দ্রিক বিন্যাসে
বিধৃত ক'রতে না পারলে
তা'ও সর্ব্বনাশা হ'য়ে ওঠে,
জীবনদীপনার আহরণ
সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যায় সংন্যস্ত না হ'লে

সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য ;
সমীচীন পুষ্টি সংগ্রহ ক'রতে পার সব দিক থেকে,
কিন্তু সুকেন্দ্রিক অনুচর্য্যায় তা'কে সমাহিত কর—
সুসঙ্গত বিন্যাস-তাৎপর্য্যে
জীবনে কেন্দ্রায়িত ক'রে সুবুদ্ধ সংহিতিতে। ৪০১৪।
১১।১।১৯৫২, সকাল ৯-৩৫

শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণী অনুবেদন ও ধৃতিকে
উল্লঙ্ঘন ক'রে
লোকমত-নমনীয় যে যত,
ব্যক্তিত্বও তা'দের তেমনি শ্লথ ও অসঙ্গত। ৪০১৫।
১১।১।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

যে-সমস্ত জনপদ বা রাজ্য
আত্মঘাতী বিদ্রোহ-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে
দ্বিধাদীর্ণ হ'য়ে প'ড়েছে,
তা'দিগকে আগে সংযোজিত ও সংহত ক'রে তোল,
সুবর্দ্ধন ও শান্তি-তান্ত্রিকতার স্বস্তিবচনই ঐখানে ;
কারণ, সুকেন্দ্রিক একতাই শক্তি,
শ্রেয়ার্থী ত্যাগই জীবনদীপ্তি,
অচ্ছেদ্য বান্ধব-নিবন্ধনই সংহতি,
পারস্পরিক যোগ্যতাপ্রসূ পরিচর্য্যাই সমৃদ্ধি,
তাই, পূর্ত্তনীতির পুতস্বস্তিলই ঐ। ৪০১৬।
১১।১।১৯৫২, বেলা ১০-৪০

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ অনুক্রমিক পুরুষোত্তম যাঁ'রা
সদ্‌গুরু যাঁ'রা,
ঋষি যাঁ'রা,

তাঁ'দের অন্বয়ী সার্থক সুসঙ্গত
বোধিবীক্ষিত বাণীই শ্রুতি ;
ঋত্বিকই হউন,
আচার্য্য বা পুরোহিতই হউন,
বা অন্য যে-কেউই হউন না কেন,
তাঁ'দের বলাগুলিতে
ঐ বাণীর সাথে অসঙ্গতি যেখানে,
এমন-কি, তাৎপর্য্যেও যদি অসঙ্গতি দেখা যায়,
তা' কিন্তু অপরিপালনীয় ;
যদি কেউ, এমন-কি কোন সৎলোকই যদি বলেন
"পুরুষোত্তমও এই-ই বলেছেন",
এমন-কি, তাঁ'রা যদি স্মৃতিগত ব'লে কোন কথা
জোরগলায়ও বলেন,
আর, তা' যদি ঐ বাণী ও বাণীর তাৎপর্য্যে
ব্যতিক্রমবাহী হয়,
তা'ও কিন্তু অপরিপালনীয় ;
অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যদি
ঐ পুরুষোত্তম, সদ্‌গুরু বা ঋষির
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যশীল বাণীগুলির
ব্যতিক্রমী নিদেশ-অনুযায়ী
জীবন ও কর্ম্মকে পরিচালিত করেন
তা' সাধারণতঃ জীবনকে বিকেন্দ্রিক ও বিক্ষুব্ধ ক'রে
সর্ব্বনাশের দিকেই পরিচালিত ক'রে থাকে ;
তাই সাবধান—
বিশেষ বিবেচনার সহিত
ঐগুলির তাৎপর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতঃ
যা'তে ঐ ভাগবতশ্রুতিকে লঙ্ঘন ক'রে

সত্তাপোষণী প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ বাণী অনুসরণ ক'রতে না হয়,
তা'ই কর ;
ঐ শ্রুতিবাণীর সঙ্গতির তালে তাল মিলিয়ে
যা' তাৎপর্য্যে সার্থক হ'য়ে ওঠে
তা'রই অনুসরণ ক'রো—
ভ্রান্ত হ'বে কমই,
নষ্টও পাবে তুমি কমই,
তাই, শাস্ত্রের নির্দেশই হ'চ্ছে—
'শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু
শ্রুতিরেব গরীয়সী'। ৪০১৭।
১৩।১।১৯৫২, বেলা ১০টা

শিক্ষা, যোগ্যতা ও জীবনের মান
যদি বাড়াতে চাও,
তাহ'লে তখনই নজর দাও—
সুপ্রজননের মান যা'তে যথোপযুক্তভাবে
উৎকর্ষ-অনুশ্রয়ী প্রবৃদ্ধির দিকে চলে,
নয়তো, তা' ব্যর্থতার প্রভাবকে এড়াতে পারবে না,
আর, ঐ ব্যর্থতার সাথে দ্বন্দ্বে
ব্যর্থতারই জয়লাভের সম্ভাব্যতা বেশী। ৪০১৮।
১৩।১।১৯৫২, বেলা ১০-২০

ইষ্টার্থ-সঙ্গতিহারা অবিবাহিত মঠাধ্যক্ষ যেখানে—
মঠে ব্যভিচার-বিলোল হ'য়ে চলার সম্ভাব্যতা
সেখানে বেশী। ৪০১৯।
১৩।১।১৯৫২, দুপুর ১২-১৫

প্রার্থনা বা তপ-উপাসনার পক্ষে
উষা বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত,
মধ্যাহ্ন বা সায়ংকাল—
এই তিনই শ্রেষ্ঠ,
তা'র ভিতর আবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ;
মানসিক জপ সর্ব্বকালেই শ্রেয়,
আবার, প্রসন্ন নির্দ্বন্দ্ব হৃদ্য প্রীতিপ্রবুদ্ধ যাজন
যা' চিন্তন ও কথনের ভিতর-দিয়ে
উভয়কেই উদ্যোগী উৎফুল্ল করে তোলে,—
তা' কিন্তু সর্ব্বকালেই শ্রেষ্ঠ। ৪০২০।

১৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২

বিশেষ অবস্থা ব্যতিরেকে
পাঁচজনের মধ্যে থেকে
তোমরা দুইজনে
ফিসফাস ক'রে কথা ব'লতে যেও না,
তা'তে হয়তো তা'রা সন্দেহ ক'রতে পারে
বা হৃদয়ে ব্যথা পেতে পারে। ৪০২১।

১৪।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

শোন আবার বলি,
এই পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে যা'ই থাক্ না কেন,
তুমি যা'তে যেমন অন্তরাসী হ'য়ে উঠবে,
মনোনিবেশের সহিত অনুধ্যায়ী হ'য়ে উঠবে—
পরিবেশ হ'তে বেছে নিয়ে,—
ঐ বৈশিষ্ট্যানুপাতিক অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বিচক্ষণ বহুদর্শিতার অধিকারীও হবে তেমনি ;—

আর, এই বেছে নেওয়ার
ক্রম বা বিষয়ও নিয়মিত হয়
বংশানুগ ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দিয়ে,
ঐ অমনতর বহুদর্শিতার ভিতর-দিয়ে
যে বোধিতাৎপর্য্য লাভ ক'রবে—
তা'রই যৌগিক সার্থক সুসঙ্গতি-সম্পন্ন যে-বোধি
তোমার সত্তায় বিকশিত হ'য়ে উঠবে,
শুধু তা'ই মাত্র
তোমার সত্তায় সঙ্গত হ'য়ে ওঠা সম্ভব ;
তা' ছাড়া, পরিবেশ তোমার
যেমনই হো'ক, যা'ই হো'ক,
তা' শুধু তোমাকে
তোমার অন্তরাস-অনুযায়ী আহরণে
সাহায্য ক'রতে পারে মাত্র—
ঐ অন্তরাসকে প্রেরণায় উস্‌কে দিয়ে—
তা' বিকৃতভাবেই হো'ক বা সুকৃতভাবেই হো'ক ;
যা' হো'ক, সত্তাসঙ্গত হ'য়ে ওঠেনি যা'
তেমনতর কিছু তোমার বংশানুক্রমিকতার ভিতর
সংস্থিতি লাভ ক'রবে—
তা' কিন্তু একেবারেই নয়কো,
ফল কথা, সক্রিয়, সুকেন্দ্রিক সার্থকতায় অন্বিত ক'রে
বোধিভাণ্ডারে সুতৎপরতায় সংগ্রহ ক'রে চ'লেছ যা'—
ঐ কেন্দ্রার্থকে সার্থক ক'রে তুলে
সুসঙ্গত বোধিদীপনায়,
তোমার কুলসংস্কৃতির ভিতর সেইগুলি
বোধিদীপ্ত আচারে, ব্যবহারে,
বাক্যে, চলন-চরিত্রে

ফুটন্ত হ'য়ে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চ'লতে থাকবে নানারকমে
তপশ্চারী পারম্পর্য্যানুপাতিক ;
এমন-কি, আয়ু, বল, গঠন, মেধা পর্য্যন্ত
এইভাবে সংক্রামিত হয়,
আর, তোমাদের বিবর্ত্তনও হয় অমনি ক'রেই,
কৃষ্টির ঐ জাতীয় অনুপ্রেরণা-উদ্বুদ্ধ
যৌগিক বোধিমর্ম্মের ক্রমান্বয়ী উদ্‌গতি থেকেই
বংশে এক-এক জন প্রবর
অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ নারী
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে থাকেন ;
তবে, যদি কোন-কিছুতে অন্তরাসী না হও,
মনোযোগী না হও,
তা' না বোঝ, না কর,
সেই পথে না চল,
এক-কথায়, সর্ব্বতোভাবে অভ্যস্ত না হ'য়ে ওঠ,
তা' তোমাতে অনুস্যূত থেকে
বংশের ভিতর চারিয়ে গিয়ে
সম্পদ হ'য়ে থাকবে—
তা' কিন্তু নয়ই মোটে,
যেমন চাও, বুঝে চল। ৪০২২।
১৪।১।১৯৫২, রাত ৮-১৫

আমার কথা বিহিতভাবে যা' অবগত হ'য়েছ,
বোধে ফুটন্ত হ'য়ে উঠেছে যা',—
তা'ই-ই অন্যকে ব'লো,
যা' বোঝনি,

বলার লালসা থেকে তা' ব'লতে গিয়ে
ব্যতিক্রম সৃষ্টি ক'রে
মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে তুলো না,
নিজেও হ'য়ো না। ৪০২৩।
১৪।১।১৯৫২, রাত ৮-৩০

লোক-সংগ্রহ কর,
সংহত কর তা'দিগকে,
বিন্যাস ক'রে তোল এমনভাবে—
যা'তে ইষ্টার্থ-প্রবুদ্ধ হ'য়ে
পরস্পর পরস্পরকে নিয়ে এমন সংহিত হ'য়ে ওঠে,
যা'র ফলে, শক্তি স্বতঃ-উচ্ছলতায়
যোগ্যতায় দৃঢ়ভাবে স্ফুরিত হ'য়ে চলে,
আর, ঐ যোগ্যতা যেন এমন বিভার সৃষ্টি করে
যা'তে হীনযোগ্য বা অযোগ্য যা'রা
ঐ আদর্শ-অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
তা'রাও ক্রমপদক্ষেপে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় হ'য়ে চ'লতে থাকে,
আর, সম্পদ ও সমৃদ্ধি উদাত্ত সুরে
শক্তিমান প্রবুদ্ধ তোমাদের যেন জয় ঘোষণা করে,—
ঈশ্বরের সলীল আশীর্ব্বাদে
অভিষিক্ত ক'রে তোলে তোমাদিগকে। ৪০২৪।
১৪।১।১৯৫২, রাত ৮-৩৮

শোন পথিক!
বৈশিষ্ট্যপালী আপুরয়মাণ একে
অনুধ্যায়ী অচ্যুত সম্বেগে

ভক্তির পাত্রে
রাগ-অনুস্যূত সলিতায়
স্নেহল প্রীতি-তৈলে
সন্ধিৎসাপূর্ণ বিজ্ঞানালোক জ্বেলে
দেখেশুনে চ'লতে থাক—
তদর্থী যা' তা' সংগ্রহ ক'রে
ব্যতিক্রমের আবহাওয়াকে এড়িয়ে ;
দেখবে, মন্দির অনতিদূরেই
নাদ-লীলায়িত আলোকসজ্জায়
তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। ৪০২৫ ।
১৪।১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

মনকে যদি একাগ্র ক'রতে চাও,
বা যে-কোন বিষয় বা বস্তুতে একাগ্র হ'তে চাও,
তা'র বিভিন্ন দিকে মনকে বিচরণশীল
ক'রে তুলতে হবে,
এবং বিভিন্ন দিকের বোধিগুলিকে সুসঙ্গত ক'রে
বিষয়-সম্বন্ধীয় বোধকে সুসঙ্গত ক'রে তুলতে হবে
সব দিক দিয়ে, সর্ব্বতোভাবে ;—
এই হ'চ্ছে মনকে একাগ্র করার মরকোচ ;
নতুবা গোটা বিষয় বা বস্তুতে নিরেটভাবে
মনকে যদি এঁটেই রাখতে চাও—
তা'র অর্থ, গঠন ও গুণতাৎপর্য্যে
বিচরণশীল না হ'য়ে
বিহিত সক্রিয় সম্বেগে,—
একলহমাও একাগ্র থাকতে পারবে না,
ঐ লাগোয়া নিবদ্ধতার প্রচেষ্টা

বোধিমর্ম্মকে দুর্ব্বলই ক'রে তুলবে,
বোধের সজাগ বিভা
বিকিরণ-তাৎপর্য্য নিয়ে চ'লতে পারবে না তা'তে,
বরং অস্তমিতই হ'তে থাকবে ;
তাই, যদি একাগ্রই হ'তে চাও—
বিষয় বা বস্তুর সংগঠনী তাৎপর্য্যের উপর
পর্য্যালোচনাশীল হ'য়ে
সন্ধিৎসু অন্বয়ে
তা'কে সুসঙ্গতিতে সংস্থাপিত ক'রে
একসূত্রসঙ্গত ক'রে তোল এক-তাৎপর্য্যে,—
এমনতরই এককতা
তোমার বোধকে বিচক্ষণ ক'রে তুলতে পারবে। ৪০২৬।
১৫।১।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

তুমি লাখ জাহান্নমে যাও না কেন,
তোমার প্রেয়ই হউন, শ্রেয়ই হউন,
ইষ্টই হউন,
যাঁ' হ'তে স্খলিত হ'য়ে
তুমি জাহান্নমের সাথীয়ার পাণিগ্রহণ ক'রেছ,
তা'র সাথে দোস্তি স্থাপন ক'রেছ,—
তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশেও
যদি তাঁ'র প্রতি ক্ষীণসূত্রসম্বেগও থাকে,—
একদিন না একদিন
সুযোগ ও সুবিধার আওতায় যখনই প'ড়বে,—
মুক্তমল হ'য়ে আবার সেই শৌর্য্যদীপিকায়
অনুরাগ-আরতি নিয়ে
তুমি স্বস্থ হ'য়ে উঠতে পারবেই কি পারবে,

ঐ ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গই একদিন
বর্দ্ধনার পথে দীপ্ত ক'রে তুলবে তোমাকে,
ভয় ক'রো না,
আশাও ছেড়ো না। ৪০২৭।
১৫।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

প্রবৃত্তি-চোঁয়ান অনুরাগ নিয়ে
কা'রও অনুচর্য্যী অনুগ্রহে
তুমি যদি স্বচ্ছন্দে দিন যাপন ক'রে চল,—
তুমি কিন্তু সুখী নও মোটেই,
আবার, প্রীতি-প্রবুদ্ধ অনুরাগ নিয়ে
শ্রেয়পন্থী আপ্যায়নে
স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে
দুঃখকষ্ট সহ্য ক'রেও
যদি আত্মপ্রসাদে তৃপ্ত থাক,—
ভরা বুকে নানা জঞ্জালের সহিত লড়াই ক'রেও
তুমি যে সুখী,
আর, সে-সুখ যে তোমার স্বতঃ,
তা'র কোন ভুল নেইকো। ৪০২৮।
১৫।১।১৯৫২, রাত ৮-৩০

যা'রা পবিত্র আগ্রহের সহিত
নিখুঁত আবেগ নিয়ে
দৈনন্দিন ইষ্টভৃতি, শ্রেয়ভরণ বা পূত-অর্ঘ্য নিবেদন করে—
নিরন্তর সম্বেগে,
তা'দের মধ্যে কেউ যদি

বাহ্যতঃ খারাপও বিবেচিত হয়
বুঝতে হবে, তা'দের সত্তে প্রচেষ্টা আবেগময়ী,
অন্তরে তা'রা সৎ-লোকই ;
আবার, যা'রা ইষ্টভৃতি করে
কিন্তু একটু অসুবিধা হ'লেই ছেড়ে দেয়,
আবার ধরে, আবার করে,
তা'রাই সাধারণতঃ অব্যবস্থ,
ব্যক্তিত্বও তা'দের দোদুল্যমান ;
কিন্তু যা'রা বুঝে, আগ্রহশীল হ'য়ে
ইষ্টভৃতি বা শ্রেয়ভরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেও
তা' করে না,
বলে, 'না ক'রে তো ভালই আছি,
ক'রবই বা কেন' ?
তা'রা যতই জমকাল মানুষ হো'ক না কেন,
প্রবৃত্তিই তা'দের প্রভু,
অসৎ-দীপনায় অভিভূত তা'রা,
প্রবৃত্তি-নন্দনাই ভাল লাগে তা'দের,
লোক হিসাবে তা'রা শুভপ্রয়াসী নয়কো,
এক কথায়, ভাল নয়কো ;
আবার, সুসিদ্ধান্ত যা'দের অটুট হ'য়ে দাঁড়ায়,
যেমনই হো'ক
ব্যতিক্রম আনতে পারে না কেউ বা কিছু,
জীবনদাঁড়া তা'দের শক্ত,
তাদের আলম্বনও দৃঢ়,
নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও
শুভ অদূরেই তা'দের জন্য অপেক্ষা করে ;

কে দোষপ্রতুল, কে গুণপ্রতুল, কে অব্যবস্থ—
তা'র টোটকা পরখই ঐখানে। ৪০২৯।
১৫।১।১৯৫২, রাত ৮-৪০

তোমার পরিহাস, মস্‌কারী বা ঠাট্টাতেও
যদি লোক প্রবুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আনন্দদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
তখনই বুঝবে
তোমার অন্তঃকরণে যা'ই থাক না কেন
তা প্রীতিপ্রদীপ্ত, সৎ;
আবার, তোমার ঐ পরিহাস
শুভসন্দীপী প্রয়োজন ছাড়া
মানুষকে যদি প্রবুদ্ধ না ক'রে
অযথা দুঃখিত ক'রে তোলে,
বুঝতে হবে তোমার অন্তঃকরণের চাপা প্রবৃত্তি
বিষাক্তফণা মেলে ফোঁস-ফোঁস ক'রছে,—
এটা ধর্ত্তব্য না হ'লেও কিন্তু বাস্তবে তা'ই। ৪০৩০।
১৫।১।১৯৫২, রাত ৯টা

যা'রা প্রবৃত্তি-প্ররোচিত সক্রিয় অসৎ-রাগলুব্ধ হ'য়ে
ঐ সম্বেগ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে
রেহাই প্রার্থনা ক'রে থাকে—
শুধু মানসিক বা মৌখিক-ভাবে,
ঐ সম্বেগ-অনুসৃত প্রবৃত্তির ভিতর-দিয়ে
শাতন-দীপনা তা'দিগকে
পূতিশ্রীর অধিকারী ক'রে তোলে;
আর, যতদিন আর্ত্ত-সম্বেগী হ'য়ে

ঈশ্বরমুখতা প্রবল হ'য়ে না ওঠে,—
ঐ পূতি-শ্রী আধিপত্য করে তা'দের উপর ততদিনই ;
আবার, প্রবৃত্তি-প্ররোচিত হ'য়েও
ঈশ্বরক্ষুধ সম্বেগে
ঐদিকেই অগ্রসর হ'তে চায় যা'রা—
ঈশ্বর তা'দিগকে জয়শ্রীমণ্ডিতই ক'রে তোলেন। ৪০৩১।

১৬।১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

যা'রা আত্মপ্রশংসালোলুপ,
কথাবার্ত্তা, চালচলনে কেরামতি দেখিয়ে
অন্যকে অপদস্থ ক'রেও
নিজের প্রতিষ্ঠা-পরিপালনে আগ্রহশীল,
যা'রা নিজের সম্মুখে অন্যের সুখ্যাতিতে
অপমানিত বোধ করে,
তা'রা নেহাৎই দৈন্যপীড়িত,
ইতর তা'রা অন্তরে,
তা'রা স্বভাবতঃই গর্ব্বেপ্সু,—পরশ্রীকাতর,
সাধারণতঃ তারাই অন্যের ঘাড়ে
অযথা দোষ চাপিয়ে
নিজেরা ভাল মানুষ সাজতে চায় ;
বিশ্বস্ততা ও সৎসন্দীপ্ত অচ্যুত আবেগ
তমসা-গহ্বরে তা'দের। ৪০৩২।

১৬।১।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

যা'রা সংরক্ষণশীল হ'য়ে
তোমার স্বার্থ-সম্বর্দ্ধনার দিকে দৃকপাত করে না—
দুঃখকষ্টে স্বতঃ-সহযোগী হ'য়ে,

সাধ্যকে সহস্রদীপী ক'রে,
নিজে শ্রমকাতর না হ'য়ে,—
পরিচর্য্যা-নিরত থেকে
তোমায় সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে না যা'রা—
সক্রিয় অনুকম্পী সহানুভবতায়,—
তা'রা তোমার শোষক হ'তে পারে,
পোষণীয় বান্ধবধর্ম্মী কেউ নয় তা'রা ;
তাই ব'লে, তুমি কিন্তু ব্যর্থশ্রম ভেবে
নিথর হয়ে ব'সে থেকো না ;
বরং সাধ্যমত তা'দের যা' ক'রতে পার
তা' হ'তে বিরত হ'য়ো না—
প্রত্যাশারহিত বিচক্ষণ ধী নিয়ে ;
বুঝে-সুঝে
যা' করা সমীচীন তা'ই ক'রো। ৪০৩৩।
১৬।১।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

এমন অনেক অপকৃষ্ট ও অসৎচরিত্র লোক দেখা যায়
যা'দের ভিতরে উদ্দীপ্ত এমন অনেক সদ্‌গুণ আছে—
সক্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে,
যা' হয়তো অনেক সুধীদের ভিতরও দেখা যায় না ;
এর মানেই হ'চ্ছে—
তা'রা
যে বৈশিষ্ট্যশীল কৌলিক চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
পিতামাতার বোধি ও প্রকৃতি-নিঃসৃত হ'য়ে
জন্মগ্রহণ ক'রেছে,—
তা'তে কোথাও বা পিতৃকুল প্রবল আছে,

কোথাও বা মাতৃপ্রকৃতি প্রবল আছে,
কিন্তু তা' অস্বাভাবিক সঙ্গতিসম্পন্ন হওয়ায়
ঐ কুলবৈশিষ্ট্যের যে অপচয় ঘটেছে—
তা'র ভিতরেও ঐ সদ্‌গুণ দেদীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে
তা'দের চরিত্রে ;

ক্রমবিপর্য্যয়ী চলনে যদি চ'লতে থাকে তা'রা
দুই-এক পুরুষের পরই
ঐ সৎপ্রভা বিলীন হ'য়ে উঠতে পারে—

যদি তা'রা
বৈশিষ্ট্যপোষণী, শ্রেয়সন্দীপী,
ধর্ম্মদ বৈধী বিবাহপালী
ও সৎ-তপা না হ'য়ে চলে ;

সুষ্ঠু বিবাহ-সংস্কার ও তপঃপরায়ণতায়
বংশানুগ ক্রমানুশীলনে
বিহিতভাবে ঐ দোষগুলি ক্ষীণতর হ'তে-হ'তে
সদ্‌গুণেরই প্রাবল্য হ'য়ে উঠতে থাকবে ;

এই হ'চ্ছে
শ্রেয়সন্দীপী সুযোগ্য কুল ও প্রকৃতিগত
অনুপোষণী পবিত্র যৌন-সম্মিলনের শ্রেয়ব্যঞ্জক ফল,—
যা' নাকি প্রতিটি জীবনের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়,
প্রবৃত্তি-বিভ্রান্ত হেলাফেলায়
অসৌষ্ঠবেরই আমদানী হ'য়ে থাকে ;

শ্রেয় যদি চাও,
সব দিক দিয়ে শ্রেয়চর্য্যানিরত হ'য়ে চল—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতা নিয়ে। ৪০৩৪।

১৬।১।১৯৫২, রাত ৮-২০

কেউ দুষ্ট ব'লে,
অন্যায়কারী ব'লে, অপরাধী ব'লে
তা'কে ত্যাগ ক'রতে যেও না,
বরং প্রীতি-পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
পালন-পোষণের ভিতর-দিয়ে
সংশোধন-প্রয়াসী হ'য়েই চ'লো ;
অবশ্য সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে
তা'র পরিশুদ্ধিতে লাগোয়া থাকতে গিয়ে
নিজে শ্রেয়ার্থপরায়ণ সৎতপা হ'য়ে চ'লতে
কসুর ক'রো না ;
ভালকে সবাই ভালবাসে, পছন্দ করে,
কিন্তু দুষ্টকে যা'রা সংশোধন করে—
তা'র জন্য যথোপযুক্ত কষ্ট স্বীকার ক'রে
তা'র ভাল যা'-কিছুকে পোষণপুষ্ট ক'রে
দুঃশীলতার অপনোদন ক'রে,—
আত্মীয়তার লক্ষণ কিন্তু সেখানে ;
মনে রেখো, তুমি যদি অমনতর হ'তে
কী পরিচর্য্যায়, কেমন ব্যবহারে
কেমন শাসনে বা তোষণে
তুমি শ্রেয়লুব্ধ হ'য়ে উঠতে পারতে,
সেই পথে তেমনি ক'রে তা'ই ক'রো ;
সে যতই স্বস্থচেতা হ'য়ে উঠবে,
ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার ভিতর-দিয়েও
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ
তোমাকে প্রদীপ্ত ক'রে তুলবে ততই । ৪০৩৫ ।

১৬।১।১৯৫২, রাত ৯-২০

তুমি অন্যের ব্যবস্থাকে বিবেচনা না ক'রে
তোমার খেয়ালমত কোন-কিছুর ব্যবস্থা ক'রে
বা তাচ্ছিল্য ক'রে যদি চল,—
তুমি নিজেই ঐ অবস্থাকে বিবেচনা না ক'রতে
বা তদনুপাতিক ব্যবস্থা না ক'রতে
মানুষকে প্রণোদিত ক'রবে,
তাই, যা'র প্রতি যা'ই কর,
তা' তা'র অবস্থার প্রতি নজর রেখেই ক'রো;
মানুষও তোমার প্রতি তেমনিই হ'তে থাকবে
অনেকটা। ৪০৩৬।
১৭।১।১৯৫২, সকাল ৮-৫০

মেয়েরা যদি উপযুক্ত শ্রেয় পাত্রে
পাত্রস্থ না হয়—
সশ্রদ্ধ অচ্যুত অনুচর্য্যা-আনতি নিয়ে
তা'দের প্রকৃতি ও কুলকৃষ্টির অনুপোষণী তাৎপর্য্যে,—
তাহ'লে, মেয়ের মানসিক ও বৈধানিক
অপলাপ তো হবেই,
তা' ছাড়া, প্রসূত জাতকের মধ্যে
মানসিক দুর্ব্বলতা, মানসিক পঙ্গুতা,
মানসিক বিকার বা উন্মত্ততা,
জন্মগত বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য,
অপকর্ষপ্রবণতা, অপকমনা বয়োবৃদ্ধতা
উচ্ছল আধিক্যে আত্মপ্রকাশ ক'রবেই কি ক'রবে,
আর, ভ্রষ্টা ও নষ্টা নারীর নিবাহ-নিবন্ধন
ও প্রতিলোমাদি অবৈধ অসঙ্গত বিবাহে
জাতি, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র

ব্যতিক্রান্ত সন্ততির আবির্ভাবে
কদাচার, কুসংস্কৃতি ও অপজনন-বাহুল্যে
স্বাস্থ্য, বোধি, আয়ু ও সম্পদ-হীনতায়
নানারূপ ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও দুর্দ্দশায়
আক্রান্ত হ'য়ে
বিকেন্দ্রিকতায় বিনাশের দিকেই
অগ্রসর হ'য়ে চ'লবে ;

আবার, লোক বাড়লেও
উপযুক্ত বিবাহপ্রথার প্রবর্ত্তনে
সুপ্রজনন যদি না হয়—
অনুলোম-নিয়মতান্ত্রিকতায়,—
তবে দুর্ব্বল-স্নায়ু ও ক্ষীণমস্তিষ্কের সংখ্যাবৃদ্ধিতে
এমন-কি, শ্রমিক ও চমূবাহিনী পাওয়াও
দুষ্কর হ'য়ে উঠবে দিন-দিন ;

আর, এই দুর্দ্দৈবের করাল বিকৃতি
অনতিবিলম্বেই চারিয়ে গিয়ে
কী সাংঘাতিক রূপ ধারণ ক'রবে—
একটু নীরব অপেক্ষায়, ধীর বিবেচনায়
তা' প্রতীয়মান হ'তে দেরী হবে না ;
যদি ভাল চাও তো, বুঝে চল। ৪০৩৭।

১৭।১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

করণীয় যা'
তা' যদি না ক'রে-থাক,
তা'র মানে, তা'র জন্য যে দুর্ভোগ আসবে
তা' তোমায় সহ্য ক'রতেই হবে—
যদি নিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে

তা'কে প্রতিরোধ ক'রতে না পার ;
আর, করণীয় যা'
তা' যদি যথাবিহিত পরিপালন কর,
সৌভাগ্য যা'
তা' তোমাতে অর্পিত হবেই,—
তা' তুমি গ্রহণ কর,
আর না-ই কর। ৪০৩৮।
১৭।১।১৯৫২, সকাল ৯-২০

ব্যষ্টি-সমাহারী বৈশিষ্ট্যের সহিত
সমষ্টি-তাৎপর্য্যকে
সুসঙ্গত সার্থকতায় বোধিগত করাই হ'চ্ছে—
ব্রহ্মজ্ঞানের মৌলিক সূত্র। ৪০৩৯।
১৭।১।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

প্রিয়র স্বার্থসংরক্ষণ-প্ররোচনা
যতক্ষণ তোমাকে পেয়ে না ব'সছে,
ততক্ষণ প্রীতিই প্রতিষ্ঠিত হয়নি তোমাতে,
মনে রেখো। ৪০৪০।
১৭।১।১৯৫২, বেলা ১২টা

কা'রও নুন, রুটি বা অন্ন খেয়ে
তা'র কাছে প্রতিপালিত হ'য়ে,
তা'র প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে
বিশ্বস্ত হওয়ার পরিচর্য্যা নিয়ে

কেউ যদি তোমার কাছে এসে থাকে,
এমন-কি, তোমার শত্রুর প্রতিও
অমন আচরণ ক'রে
কেউ যদি এসে থাকে তোমার কাছে,
খুব সাবধান!
তা'র প্রবৃত্তির ঘাট একটু বদলালেই
বা একটু সুবিধা পেলেই
তোমার প্রতি সে ঐ-রকম আচরণ ক'রতে পারে
নির্দ্বৈধ অন্তঃকরণে;
তাই, অমনতর সংসর্গ এড়িয়ে
যতই চ'লতে পার, ততই ভাল,
অবস্থাবিশেষে
তা'কে যদি তোমার আওতায় রাখতেই হয়,—
সব সময় তোমার নিরাপত্তায়
বিশেষভাবে হুঁশিয়ার থেকে
তা' ক'রো,
নইলে ঠ'কবে,
আঘাতও পাবে। ৪০৪১।
১৭।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫৫

তোমার সম্প্রদায়, তোমার সমাজ,
তোমার জনপদ বা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য
বিদ্যা ও গবেষণা-মন্দিরগুলি
বিহিত সুব্যবস্থ পরিচালনে চ'লতে পারে,—
এমনতর ক'রে তা'র প্রসার ক'রতে
এতটুকুও ত্রুটি ক'রো না;

জীবনের সমস্যা-আপূরণী ধর্ম্ম ও কৃষ্টির প্রতিষ্ঠায়
ওগুলি যেন বোধায়নী সন্ধিৎসা নিয়ে
সুকেন্দ্রিক, স্থির, সুপরিবীক্ষু নজরে
সর্ব্বসঙ্গত সার্থক প্রতিভায়
তথ্য ও তত্ত্ব আহরণ ক'রে,
সব জীবনকেই
সংরক্ষণী, পোষণী, ও নিয়ন্ত্রণী কুশল তৎপরতায়
সুদীপ্ত ক'রে তোলে—
পথপ্রদর্শক হ'য়ে জীবনকে আরোতে সুগম ক'রতে ;
জীবনের সব দিকের সব সমস্যার
তীর্থ হ'য়ে উঠে
যেন ঐ বিদ্যা ও গবেষণা-মন্দিরগুলি
উদ্বর্দ্ধনী অমর পন্থায়
সন্দেশ বিতরণ করে সবাইকে। ৪০৪২।
১৭।১।১৯৫২, রাত ৭টা

কোন-কিছুর দাবী ক'রতে হ'লেই
প্রথমেই বিবেচনা ক'রো—
সেই দাবী যা'তে অন্যকে অযথা বঞ্চিত না করে
বা ব্যাহত না করে সৎপন্থায়,—
অবশ্য যেখানে ইষ্ট, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও গণ
অবদলিত হয়,
সেখানে ছাড়া ;
তোমার স্বার্থসন্ধিক্ষুতা
যেন অন্যের স্বার্থকে অযথা ছিনিয়ে না নেয়,
বা এমনতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না করে,

যা'র ফলে, সে বাস্তবভাবে পীড়িত হয়,
দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় ;
চারিদিক ভেবেচিন্তে
যথাসম্ভব অন্যের ক্ষতির কারণ না হ'য়ে
এমনতর ক'রে তোমার দাবী রুজু ক'রো—
বিহিত ব্যবস্থার সহিত,
যা'তে তোমার স্বার্থ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে
অন্যের স্বার্থকে অযথা ক্ষুণ্ণ না ক'রে,
আর, তোমার স্বার্থে যেন সবাই স্বার্থবান হয়,
এমনতর খোলসা পথে দাঁড়িয়ে
যতখানি পার, ততখানি কর,
চ'লতেও থাক তেমনতর ক'রে,
জঞ্জালাকীর্ণ হবে কমই ;
কা'রও প্রতি অন্যায় ক'রতে যেও না,
বা অন্যায়ের প্রশ্রয়ও দিও না,
দুই-ই গর্হিত,
দুই-ই পাপ। ৪০৪৩।
১৭।১।১৯৫২, রাত ৮-৩০

ফাঁকিবাজী মানেই
ফাঁকিতে পড়বার জাল বিছিয়ে রাখা। ৪০৪৪।
১৭।১।১৯৫২, রাত ৯-৩০

ধর্ম্ম মানুষকে অন্ধ করে না,
বরং আলোর পথে বিস্ফারিতচক্ষু ক'রে তোলে,
কুনিষ্ঠ তথাকথিত ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়কো,
টেকীপনা ধর্ম্মের শাতনী বাহানা ছাড়া

আর কিছুই নয় ;
পার তো, ধর্ম্ম বনামী জঞ্জালগুলিকে দূর কর,
সত্তাপোষণী ধর্ম্ম যা' তা'রই প্রতিষ্ঠা কর,
দেখো, সে-ধর্ম্ম বোধি-বিকিরণে
তোমাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রাঞ্জল ক'রে তুলবে ;
যে-ধর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তীকে স্বীকার করে না,
অব্যবহিত পূর্ব্বতন বা বর্ত্তমানকে গ্রহণ করে না,
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে না,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি
তাঁ'তে আনত আত্মনিবেদন করে না,
সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলে না,—
তা' অভিভূতিমাত্র—
ধর্ম্মের বাহানার 'পর দাঁড়িয়ে,
তা' সত্তার ক্রমবর্দ্ধনাকে ব্যাহত ক'রে তোলে,
তাই, তা' অবৈধ। ৪০৪৫।
১৮।১।১৯৫২, সকাল ৯-৩৬

যিনি বর্ত্তমান প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
তিনি ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পূর্ব্বতনদিগের
কোহিনূর-স্বরূপ,
আবার, তিনিই তাঁ'র ভবিষ্যের
'স্বাগতম্'-প্রেরণা। ৪০৪৬।
১৮।১।১৯৫২, সকাল ৯-৫০

সুকেন্দ্রিক বীর্য্যবান বোধায়নী ব্যক্তিত্বের
যতই আবির্ভাব হয়,
জন্ম-প্রাদুর্ভাবও ততই ক'মে আসে ;

আর, ব্যক্তিত্ব যতই কমতে থাকে,
জনন-সংখ্যাও ততই বেড়ে চলে,—
এটা প্রকৃতির আপূরণী তৌল-নিয়ন্ত্রণ। ৪০৪৭।
১৮।১।১৯৫২, বেলা ১০-৫০

জীবন চাও তো, জমাট বাঁধ—
শ্রেয়সন্দীপী একসূত্রসঙ্গত হ'য়ে,
আর, মরণ চাও তো বিচ্ছিন্ন হও—
বিকেন্দ্রিক বিচ্ছুরণে। ৪০৪৮।
১৮।১।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

বৈধী কাম ও কামনা
যা' ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ,
ঈশ্বরের আশিস্‌ধারা অনাবিল সেখানে। ৪০৪৯।
১৮।১।১৯৫২, বিকাল ৪টা

সতর্ক সন্ধিৎসাপূর্ণ সাবধান হও,
তাই ব'লে, শঙ্কিত হ'য়ো না,
ভীরু হ'য়ো না,
প্রস্তুতি ও ব্যবস্থিতিহারা গোঁয়াড়ে গোঁও
কিন্তু দুর্ব্বল-বোধিরই লক্ষণ,
মস্তিষ্ক, হৃদয়, স্নায়ু ও মাংসপেশীর
অন্বিত চলনও সেখানে দুর্ব্বল ও সঙ্গতিহারা। ৪০৫০।
১৮।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫

তুমি ঈশ্বর-প্রীতিপরায়ণ,
তাঁ'র উপাসনা তোমার ভালও লাগে,
অথচ আপসোস করছ
তোমার উন্নতি হ'লো না,
তা'র মানেই হ'লো—
তোমার ঈশ্বরপ্রীতি বা উপাসনা ঈশ্বরের জন্য নয়,
অন্য কিছুর জন্য ;
তাই, ঈশ্বর-উপাসনা কর,
অথচ স্বস্থ চরিত্রবান হ'য়ে উঠতে পারলে না—
সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় নিয়ে—
প্রীতি-অনুচর্য্যায়,
বোধায়নী বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের
সুসঙ্গত সন্ধিৎসু পরিপ্রেক্ষায়,—
তা'র মানেই
ঈশ্বরকে মৌখিকভাবে ভালবাস তুমি,
আর, উপাসনাও কর তেমনি,
তাই, তাঁ'র অনুগ্রহ দীপ্ত হ'য়ে ফুটে উঠলো না
তোমার চরিত্রে,
আর, চরিত্রও তোমার
অমনতর সুসঙ্গত সৌকর্য্যে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠলো না,
তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠার বেচাল চালে চ'লেছ—
ঈশ্বরপ্রীতির বাহানা নিয়ে,
তাই, তুমি লোকসত্তাপোষণী হ'য়ে উঠতে পারলে না
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থ-অভিদীপনায় ;
আবার, ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা করছ,

অথচ মানুষের সানুকম্পী বান্ধব হ'য়ে উঠতে পারলে না,
মানুষের স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারলে না,—
সত্তাস্বার্থ-পরিপোষণের জন্য
মানুষ যেমন স্বতঃস্বেচ্ছ অনুপ্রেরণায়
প্রিয়জনকে তা'র কর্ম্মমুখর আহরণ উপঢৌকন দিয়ে
তৃপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে,
তেমনি ক'রে দিয়ে ক'রে কাউকে আগলে ধ'রলে না—
ঐ স্বার্থসঙ্গত চরিত্র নিয়ে,
মানুষ-সম্পদকে অবজ্ঞা ক'রে
টাকাকড়ি, বিষয়-আশয়, ঘরবাড়ীকে
সম্পদ ব'লে আঁকড়ে ধ'রলে,
তা'র ফলে কিন্তু
মানুষ-সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হ'লে তুমি,
মানুষের সমবায়ী অনুচর্য্যা
তোমা হ'তে বিরত হ'য়ে উঠলো,
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠলে তুমি—
ঈশ্বরোপাসনার বাহানায়,
আত্মিক, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক
সুসঙ্গত অভ্যুত্থান তোমার হ'য়ে উঠলো না;
যা'র উপর দাঁড়িয়ে
অবিরল আলিঙ্গন-অনুচর্য্যায়
শ্রমীর শ্রান্তি দূর ক'রতে পার,
কাতরকে আশায় উদ্দীপ্ত ক'রতে পার,
দরিদ্রকে যোগ্যতায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পার,
শোকার্ত্ত আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিয়ে

অবলম্বন হ'য়ে উঠতে পার,—
তা'র কিছুই ক'রলে না তুমি,
কিছুই হ'লো না তোমার ;
তাই, ঈশ্বর-বাহানায় যদিও চল,—
ইষ্টার্থ-অভিদীপনা নিয়ে
ইষ্টবেদীমূলে ঈশ্বরপরায়ণ হ'য়ে
তোমার উপাসনা তাঁ'কে স্পর্শ করেনি,
'নই কেউ', হ'ল না কিছু'—ইত্যাদি রব তোলা
তোমার জপমালা হ'য়ে উঠেছে,
'হা হতোঽস্মি'র কাতর ক্রন্দন
তোমার একমাত্র অবলম্বন হ'য়েছে,
যা' দিয়ে মানুষের হৃদয়কে
এখনও আঁকড়ে ধ'রতে চেষ্টা করছ ;
ঈশ্বর-বাহানার ফাঁকিবাজী ক'রে
ঈশ্বরের নামে
তোমাকে এতদিন ফাঁকি দিয়েছ,
তাই, সসম্মানে ফাঁকিকেই পেয়েছ ;

যদি এখনও ফের,
তোমার জীবনের পূর্ব্বাকাশে
সূর্য্যোদয় হয়তো দেখতে পাবে অবিলম্বে,—
আত্মনিয়ন্ত্রণে চলার বেগ যেমনতর—
তত সকালে বা দেরীতে ;

মনে রেখো,
ঈশ্বরকে ভালবেসে
তাঁ'র জন্য তুমি যেমন হবে
তাঁ'কে যেমন দেবে—

সক্রিয় আত্মনিবেদনে,
ঐ বেগবতী ভক্তি
তোমাকে তা'র হাজারগুণ উপঢৌকন দেবেই,—
যদি সে-দান প্রত্যাশারহিত হয়,
স্বতঃস্বেচ্ছ হয়,
আর, আত্মপ্রতিষ্ঠা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য না হয়। ৪০৫১।
১৮।১।১৯৫২, রাত ৮টা

প্রবৃত্তি
ছদ্মবেশে অনেক সময়
নারায়ণের মূর্ত্তি ধারণ ক'রতে পারে বটে,
কিন্তু সেই ছদ্মবেশী নারায়ণ
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হ'তে পারেন না,
অর্থাৎ, সুদর্শনপ্রবুদ্ধ শান্তিবাণী
ও প্রগতিমুখর স্থৈর্য্য নিয়ে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ হ'য়ে ওঠেন না,—
যা' কিনা মূর্ত্ত নারায়ণের চরিত্রগত লক্ষণ;
আসল-নকলের পরখই ঐখানে। ৪০৫২।
১৯।১।১৯৫২, বেলা ১১টা

যদি কা'রো সহযোগ চাও,
বা সহানুচর্য্যা চাও,
তবে তোমার ভাবভঙ্গী, আদব-কায়দার
এমনতর হৃদ্য সঙ্গতি নিয়ে বাক্যালাপ কর,
যা'তে তোমাতে সে অন্তরাসী হ'য়ে ওঠে;
পরিহাস ক'রে
বা ঠাট্টায় খোঁচা মেরে

বা দোষারোপ ক'রে
কিংবা উত্ত্যক্ত বা সঙ্কুচিত ক'রে
তা'র হৃদয়খানা তুমি পাবে না—
তা'তে সে বরং
দ্রোহভাবাপন্ন, বিরক্ত হ'য়ে উঠবে,
জব্দ ক'রে কাজ হাসিল ক'রতে যাওয়া
জব্দ হওয়াকেই ডেকে আনা ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
সুশাসন-শিষ্ট সত্তাপোষণী চর্য্যাই
তোমার সম্পদ,
অধ্যবসায়ী সহ্য-ধৈর্য্যের সহিত
হৃদ্য সৌজন্যপূর্ণ বাক্ ও ব্যবহার
মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট ক'রে তোলে ;
নয়তো, চালবাজী ক'রে
আধিপত্যের অহৈতুকী দাবী
মানুষের হৃদয়কে আকর্ষণ ক'রতে পারে না,
শ্রেয়ই যদি চাও,
বুঝে চ'লো। ৪০৫৩।
১৯।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-২৫

সাধুতার বাহানায় কাপুরুষ হ'য়ে উঠো না,
এমন-কি, ছোট্ট-ছোট্ট ব্যাপারেও
যখন দেখছ—
কেউ কা'রো প্রতি
অন্যায় অসৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রছে—
যেখানে যেমন প্রয়োজন
তেমনতর হৃদ্য আপ্যায়নার ব্যতিক্রম ক'রে,—

তখনই তা'কে শোভন সৌজন্যে
ওজঃদীপ্ত সম্বেগে
নিরোধ ক'রতে অভ্যাস কর ;
অবশ্য যেখানে শাসন করা উচিত,
সেখানেও যদি তোষণসুর না থাকে
তা' কিন্তু ভাল না ;
এমনতর ছোট্টখাট্ট ব্যাপারেও যদি
তুমি নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র হ'য়ে থাক—
অকুণ্ঠিতভাবে ন্যায্য নিরোধ না ক'রে,—
তোমার মনোদীপ্তি
ক্রমশঃই ঝিমিয়ে প'ড়তে থাকবে ;
আর, সৌজন্যপূর্ণ নিরোধ
যদি ক'রতে অভ্যাস কর,
কর্ম্ম ও মনঃশক্তি
ক্রমশঃই দীপ্ত হ'য়ে চ'লবে। ৪০৫৪ ।
১৯।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৩০

মানুষ যে অলৌকিকে আগ্রহশীল,
তা'র মানেই
সে লৌকিকের ভিতর-দিয়ে
লোকোত্তর সম্ভাব্যতাকে ফুটন্ত ক'রে তুলতে চায়
বিবর্ত্তিত হ'তে চায়। ৪০৫৫ ।
১৯।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৫

সময়ানুপাতিক যদি অবস্থা পাও,
অবস্থানুপাতিক যদি সুযোগ পাও,
বলায়, করায়, চলায়

তদনুগ হ'য়েই চ'লো শ্রেয়কেন্দ্রিকতা নিয়ে—
স্ববিধি-সঙ্গতিতে,
নিরর্থক হবে কমই। ৪০৫৬।
২০।১।১৯৫২, বেলা ১১-৫০

অর্থের জন্য প্রীতি ক'রতে যেও না,
বরং যা' পার দিয়ে
প্রিয়সেবায় সার্থক হ'য়ে ওঠ,
প্রিয়র স্বতঃস্বেচ্ছ অবদান
প্রিয়তে মুগ্ধ ক'রে তুলুক তোমাকে,
তাই ব'লে, প্রত্যাশা রেখো না,
বঞ্চিত হবে। ৪০৫৭।
২০।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

যা'রা আপনার কৃষ্টিতে
তা'র যা'-কিছু ঐতিহ্য নিয়ে
ধীর গবেষণাদীক্ষু প্রতিভায়
বোধায়নী তাৎপর্য্যকে উন্মুক্ত ক'রে
সঙ্গতিসূত্রদর্শী হ'য়ে
অন্য যা'-কিছুর সার্থক অন্বয়ে
সুসঙ্গত হ'য়ে উঠতে পারেনি,
বা পারার ঔৎসুক্যও নাই—
না-পারার ব্যঙ্গ ছাড়া,—
বেদই বল, বিজ্ঞানই বল,
আর সাহিত্য-দর্শনই বল
বা, যে-কোন বিদ্যাই বল,
তত্তৎ-বিষয়ে পল্লবগ্রাহী বোধি ছাড়া

তাৎপর্য্যদীপনা তা'দের কাছে ভেকনাদ মাত্র,
কারণ, তা'দের সংস্থিতিই
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি,
আর, সুকেন্দ্রিক নয় ব'লেই
অন্তরাসী শ্রদ্ধাচক্ষুও তা'দের অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন,
তাই, যা'-কিছুর সঙ্গতি-তাৎপর্য্যও
তা'দের কাছে তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিকভাবে ;
দফাওয়ারী বোধ তা'দের থাকতে পারে,
কিন্তু দফা-সঙ্গতি তা'দের নেই
তা'দের পাণ্ডিত্যও বিকেন্দ্রিক পণ্ডবুদ্ধি, ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৪০৫৮।
২০।১।১৯৫২, রাত ৭-৪৫

তুমি প্রীতিপ্রবুদ্ধ হ'য়ে
কাউকে যদি কিছু দাও,
তা' পুনরায় অপহরণ ক'রতে যেও না,
মনে রেখো, তোমার ঐ অন্তরস্থ প্রীতিপ্রেরণা
কৃতী-অর্জ্জনে আহরণ ক'রে
প্রীতি-ঔৎসুক্যের অবদানস্বরূপ
কাউকে যদি কিছু দিয়ে থাকে—
সত্ত্ব ত্যাগ ক'রেই তা' দিয়েছ,
তা' হ'লেও ঐ অর্জ্জনী অভিসার
যে-সম্বেগ নিয়ে তা' ক'রেছে,
তা'র সংরক্ষণী দায়িত্বও তোমার তদনুপাতিক ;
যা'কে দিয়েছ,
তা'র রক্ষণাবেক্ষণে সে যদি অপারগও হয়,

তোমার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের
উপযুক্ত অভিদীপনাই হ'চ্ছে
তা'কে তা'র সংরক্ষায় যথাসাধ্য সাহায্য করা,
তাই, দত্তাপহারীরা ঐ অভিদীপনা হ'তেই
বঞ্চিত হ'য়ে থাকে,
আবার, সেই বঞ্চনা
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ হ'তেও
তা'দিগকে বঞ্চিত ক'রে তোলে ;
তোমার পবিত্র আকূতির সত্তাপোষণী অবদান
মানুষকে সৎ-সন্দীপনাতেই
স্বর্গপথিক ক'রে তুলুক,
তুমি আত্মপ্রসাদে ঐ দান-স্মৃতিকেই
স্নাত ক'রে রাখ,
মনে রেখো, দত্তাপহারী হওয়া কত পাপের,
তেমনি অন্যের বিত্তকে অপহরণ করাও
মহাপাপের। ৪০৫৯।
২১।১।১৯৫২, বেলা ১০-১০

তোমার গুণদীপনা যদি
অশ্রেয় বা অসৎ-সেবায় নিরত থাকে,
তুমি অসৎ-সংবিদ্ধ, হ'য়ে উঠবে,
তা'র কোনরকম ব্যত্যয়ই কিন্তু হবে না,
তোমার এই কুশলকৌশলী তৎপরতা
তোমাকেই প্রবঞ্চিত ক'রে চ'লবে ;
কিন্তু ঐ গুণদীপনাকে
যদি শ্রেয়ার্থপরায়ণ শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তোল
তা' গুণিত হ'য়েই চ'লবে,

তোমার ব্যক্তিত্বকে গুণে জমাট ক'রে ফেলবে,
বিজ্ঞ বিভায় দীপ্ত হ'য়ে উঠবে তুমি—
সুকেন্দ্রিক তৎপরতায় ;
তোমার জৈবী-বৈশিষ্ট্যকে
যদি সুষ্ঠু-সম্বর্দ্ধনদৃপ্ত ক'রে তুলতে চাও,—
জীবনকে অচ্যুত শ্রেয়কেন্দ্রিক ক'রে তোল ;
নয়তো, তা' অসৎসেবায়
প্রবৃত্তির আবর্ত্তনে
অপলাপেই নিবর্ত্তিত হবে। ৪০৬০।
২১।১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক আত্মপ্রসাদ
অন্তঃকরণের হীনত্বকেই সূচিত করে। ৪০৬১।
২১।১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

যিনি যা'-কিছুতে বিশেষভাবে বিকীর্ণ হ'য়েও
বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষ তাৎপর্য্যে অধিষ্ঠিত—
চিরন্তন তৎপরতায়,—
তিনিই ঈশ্বর,
তিনিই এক,
তিনিই অদ্বিতীয়। ৪০৬২।
২১।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫

ঈশ্বরে কোন-কিছু নেই—
তা' যেমন অচিন্তনীয়,
আবার, সব যা'-কিছুই ঈশ্বর—

তা'ও তেমনি অচিন্ত্য,—
যদিও ঈশ্বর ছাড়া কোন-কিছুর অস্তিত্ব নাই। ৪০৬৩।
২১।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১৫

বৈশিষ্ট্য-আপূরণী নির্ব্বিশেষ বৈশিষ্ট্যই
ঈশ্বরের বিশেষত্ব। ৪০৬৪।
২১।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-১৬

ঈশ্বর বিশেষে বিশেষ গুণান্বিত হ'য়েও
বিশিষ্ট গুণঘন, গুণাতীত নির্ব্বিশেষ। ৪০৬৫।
২১।১।১৯৫২, রাত ৭টা

প্রবৃত্তি-বিড়ম্বিত, ক্লেশত্রস্ত অন্তঃকরণই
জীবনাবেগ-উৎকণ্ঠ হ'য়ে
ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সন্ধিৎসু হ'য়ে ওঠে। ৪০৬৬।
২১।১।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

সৎপ্রথা বা সংস্কার
যে-দেশে যেমনই থাক্ না কেন,—
তা' যদি জঞ্জালাকীর্ণ হ'য়ে থাকে,
তা'র উপর দাঁড়িয়েই
তা'কে জঞ্জালমুক্ত ক'রতে চেষ্টা কর ;
তা'কে ভেঙ্গো না,
বরং শুভসন্দীপী ক'রো,
ভাঙ্গলে সঙ্গে-সঙ্গে প্রথাগত যে-তাৎপর্য্য
যা' দেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে

বিশেষ অনুপ্রেরণায়
পারস্পরিকভাবে অনুবদ্ধ ক'রে রেখেছে
সেটাও ভেঙ্গে যাবে,
আর, তা'র ভিতর-দিয়েই
অশুভও স্থান লাভ ক'রবে,
বুঝে
যা' গণ-সংহতি ও গণ-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষক
তা'ই করাই শ্রেয় ;
আর, অশ্রেয় যা'
তা'কে আবার তেমনি তৎপরতায়
নিরোধ ক'রো। ৪০৬৭।
২১।১।১৯৫২, রাত ৮টা

অনুকম্পার সহিত
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী তাৎপর্য্য নিয়ে
সমবায়ী সার্থকতায়
যা'রা বন্ধুত্ব বা বান্ধবতাকে
সম্বুদ্ধ ও সক্রিয় রাখতে পারে না—
শ্রেয়সম্বেগী হ'য়ে,—
উদ্ধত হীনম্মন্যতায় প্রভাবান্বিত হ'য়ে
সহজেই যা'রা বন্ধুত্বকে খারিজ করে
বা নষ্ট করে
তা'রা প্রায়ই সাঙ্কর্য্যদুষ্ট জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন—
ছন্ন, অব্যবস্থ—
বিনীত-প্রেক্ষণী তাৎপর্য্য-হারা। ৪০৬৮।
২২।১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

শাসনে যা'রা সংশুদ্ধ হ'তে চায় না,
বরং ছিন্নপ্রীতি হ'য়ে ওঠে,
তোষণ-পোষণে তা'রা নষ্টই পেয়ে থাকে প্রায়শঃ ;
মুখর অথচ অচ্যুত সক্রিয় নয়—
অনুচর্য্যাবিহীন এমনতর প্রীতি
প্রবৃত্তি-প্রত্যাশারই নিষ্ফল দামামাধ্বনি মাত্র। ৪০৬৯।
২২।১।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

আগে ভেবে দেখ, এঁচে নাও,
কী বা কা'কে সমর্থন ক'রবে,
তা'ই বা কতখানি,
আবার, কা'কেই বা সর্ব্বতোভাবে
সমর্থন করা উচিত তোমার—
বাক্যে ও কর্ম্মে ;
তা' প্রত্যয়ে এনে
বাক্যেই হো'ক,
কর্ম্মেই হো'ক,
বা বাক্য-কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই হো'ক,
তোমার কওয়া ও করাকে
তদনুরূপই নিয়ন্ত্রণ ক'রবে,
আর, তোমার পক্ষে ন্যায্য তা'ই হবে ;
যা'কে সমর্থন করা উচিত তোমার,
যে-স্থলে যেমন প্রয়োজন—
বাক্য ও কর্ম্মে তা'ই ক'রে যাবে—
শ্রেয়বুদ্ধির অনুশীলনে ;
শ্রেয় যিনি,
আর, শ্রেয় যা' তোমার,

তোমার পক্ষে সেইটিই ন্যায়-কেন্দ্র,
কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যে
তা'তে যেমন সার্থক হ'য়ে উঠবে,
কৃতকার্য্যও হ'য়ে উঠবে তুমি তেমনি,
ন্যায়মণ্ডিত হ'য়ে উঠবে ততখানি,
ন্যায্য সম্বর্দ্ধনাও পাবে তেমনি ;
ন্যায় মানেই নিয়ে যাওয়া,
শ্রেয়তে যা' নিয়ে যায়—
সত্তাপোষণী সম্বর্দ্ধনার কৃতী অনুচর্য্যায়,
অসৎ যা' তা'কে সৎ-এ এনে,
সৎ-এ সম্বর্দ্ধিত ক'রে
সৎ যা' তা'কে স্বতঃ ক'রে তুলে,—
তা'ই-ই ন্যায় তোমার কাছে,
এ হ'তে যতই তুমি
যে-বিবেচনায়ই হো'ক
ভ্রান্ত হ'য়ে উঠবে,
বিভ্রান্তিও ব্যতিক্রম-তৎপরতায়
তোমাকে সেই-পন্থী ক'রে তুলবে,
আর, এই হ'চ্ছে ন্যায়ের নৈতিক মরকোচ। ৪০৭০।
২২।১।১৯৫২, দুপুর ১২-৩৫

উদ্ধত ছদ্মপ্রীতি স্বার্থসম্বেগদৃপ্ত হ'য়ে
আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য বহু কিছুই ক'রতে পারে—
যা' অননুমেয়,
শুধু পারে না
অচ্যুত অনুরাগ-সম্বেগ নিয়ে
কুশলকৌশলী বিচক্ষণ-তাৎপর্য্যে

সম্বিৎসু প্রীতি-অনুচর্য্যায়
বাক্য ও কর্ম্মের হৃদ্য মিলনে
নিঃস্বার্থ প্রিয়বর্দ্ধন। ৪০৭১।
২২।১।১৯৫২, দুপুর ১-৫

অন্তরাস
মানুষকে বুঝপ্রবৃত্ত ক'রে তোলে,
সেই বুঝ মানুষকে
তদনুগ কর্ম্মপন্থায় নিয়োগ করে,
ঐ কর্ম্মানুচর্য্যী বহুদর্শিতা থেকে
আসে জ্ঞান,
আর, জ্ঞানের সমন্বয়ী সুসঙ্গত তাৎপর্য্য থেকেই
আসে প্রজ্ঞা,
এমনি ক'রেই মানুষ প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে। ৪০৭২।
২২।১।১৯৫২, দুপুর ১-১০

যদি সুন্দর হ'তে ইচ্ছা থাকে,—
তবে বিশ্রীকেও সুন্দর ক'রে তোল,
কিন্তু বিশ্রীকে সুশ্রী ব'লে চালিয়ে দিতে
চেষ্টা ক'রো না। ৪০৭৩।
২২।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪

মূঢ় ব্যক্তিরা অপকর্ম্ম ক'রেও ভাবে
'বেশ আছি',
তা'দের বোধিচক্ষু এতই দুর্ব্বল যে,
তা'রা জানে না—
সেই ভাল থাকাটা

ভবিষ্যতের অঙ্কে কী সৃষ্টি ক'রছে ;
তাই, বোধিবীক্ষণ-তাৎপর্য্যে যা' ভাল—
তা'ই গ্রহণ ক'রে
তন্নিয়মনে চলাই সুধী-র চিহ্ন। ৪০৭৪।
২২।১।১৯৫২, রাত ৭টা

প্রীতির মোক্ষম লক্ষণই হ'চ্ছে—
নিঃস্বার্থভাবে প্রিয়স্বার্থ-সংরক্ষণ-প্রবণতা,
প্রিয়পোষণী কর্ম্মানুচর্য্যা,
সাধ্যসম্ভূত-অনুক্রমী স্বতঃস্বেচ্ছ-অবদান-উৎসৃজী আবেগ,
তাঁ'র সঙ্গ, সাহচর্য্য ও সমর্থন-তৎপরতা,
প্রিয়স্বার্থপ্রতিষ্ঠার ব্যতিক্রমী যা'
তা'র পরাক্রমী নিরোধ,
অচ্যুত অনুরাগ-সম্বুদ্ধ প্রীণন-প্রচেষ্টা,
প্রিয়-শুভ-সম্বর্দ্ধনী মন্ত্রণ,
সুনিষ্পাদনী আত্মপ্রসাদ ;
এর অভাব যেখানে
সেখানে প্রত্যাশা থাকতে পারে,
কিন্তু প্রীতি নেই,
আর, প্রীতি না থাকলে
ওগুলি এতটুকুও ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে না,
কখনও হ'লেও তা' বুঝ-প্রসূত
অসংলগ্ন সাময়িক অভিব্যক্তি মাত্র,
কারণ, সে-সম্বেগ নিরন্তরতা নিয়ে
সন্ধিৎসু বোধবীক্ষু কর্ম্মপ্রসূ হ'য়ে ওঠে না,

অন্তর থাকে না ব'লেই
অন্তরাসীও হয় না। ৪০৭৫।
২২।১।১৯৫২, রাত ৮-৩০

অবিন্যস্ত প্রবৃত্তি ও মন যা'দের,
তা'দের আচার, ব্যবহার ও কর্ম্মসঙ্গতিও
অবিন্যস্ত ও অব্যবস্থ ;
তাই, মানুষের কাজকর্ম্মের রকমই
তা'র মানসিকতাকে ইঙ্গিত করে। ৪০৭৬।
২৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫০

তোমার উৎসারণী প্রশস্তিবাদ
ও সততা-সন্দীপ্ত কর্ম্মের সুযোগ নিয়ে
যদিও অনেকে তোমাকে
প্রতারিত ও অপদস্থ ক'রতে পারে,
তথাপি ঐ প্রশস্তিবাদ ও সততাসন্দীপ্ত কর্ম্মকে
তুমি পরিত্যাগ ক'রো না,
বরং সুনিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য্যে
যা'তে তুমি বিপন্ন না হও,
বা কেউ তোমাকে বিপন্ন না ক'রতে পারে—
এমনতর কুশলকৌশলী তৎপরতায়
সব দিকে নজর রেখে
উপযুক্ত নিরোধের ব্যবস্থিতির সহিত
সাবধানে চ'লো,—
যদিও মহৎ-হৃদয় প্রায়শঃই
নিজ ও নিজজনের পক্ষে
বেপরোয়াই হ'য়ে চলেন। ৪০৭৭।
২৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-১৫

মানুষ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
প্রায়শঃ দেখে, শোনে, করে—
বাস্তব মূর্ত্তিকে অনেকখানিই গায়েব ক'রে,—
দীর্ঘদৃষ্টি সাধারণতঃ অমনই কম তা'দের ;
তাই, মানুষের কথার উপর পুরোপুরি দাঁড়িয়েই
কিছু ক'রতে যেও না,
বা ব'লতে যেও না,
যতক্ষণ না বাস্তব যা'
তা'র সাক্ষাৎকার লাভ করছ—
খোলা মনে—
অদূরদর্শী ধারণার বশবর্ত্তী না হ'য়ে । ৪০৭৮ ।
২৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২৫

যেখানে কা'রও অভিভাবক বা শুভানুধ্যায়ী
তা'র সংশোধন-ব্যাপারে
তোমার সাথে
সরল ও সাধু সহযোগিতা না করে,
তুমি যত বড়ই মহাপ্রাণ হও না কেন,—
তা'র কুৎসিত চরিত্রকে সংযত ও সংহত ক'রে
শ্রেয়পন্থী ক'রে তোলা
সুদূরপরাহতই হ'য়ে উঠবে তোমার পক্ষে,
তোমার মহৎপ্রাণতা সেখানে
বিপদ ও বিধ্বস্তির আঘাতে
বিক্ষত ও বিপন্ন হওয়াই সম্ভব । ৪০৭৯ ।
২৩।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

ব্রহ্মদর্শিতা বা ঈশ্বরসান্নিধ্যের মূল ভিত্তিই হ'চ্ছে
অচ্যুত ইষ্টার্থপরায়ণতা—
তা' চিন্তায়, বাক্যে, অনুচর্য্যী কর্ম্মসন্দীপনায়,
সুসঙ্গত তাল-সমন্বয়ে,
আর, মানুষ ওতে যতই সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে—
অমনতর অচ্যুত আনতি নিয়ে,
ব্রহ্মানুভূতির সম্ভাব্যতা সেখানে তত বেশী,
যত বড় তুরীয় অনুভূতিই তা'র হো'ক না কেন,
ঐ ইষ্টার্থনিবদ্ধতার ভিত্তি
তা'তে অটুট ও অচ্ছেদ্য দীপনায় রইবেই,
যেখানে তা' নাই,—
খেয়ালের ব্রহ্ম
খেয়ালেই বিলীন হ'য়ে ওঠে,
বাস্তব সুসঙ্গত বোধিতাৎপর্য্য হৃতভঙ্গ হ'য়ে
আত্মপ্রতারণাশীল, লোকপ্রতারণী
উদ্ধত গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ মিথ্যা জ্ঞানাভিমানই
সেখানে কায়েম হ'য়ে ওঠে
ইষ্টার্থ-বিচ্যুতি তা'র স্বতঃ ও স্বাভাবিক,
বিশেষতঃ যখনই তা'র প্রবৃত্তি-প্রীতি
সংঘাতপ্রাপ্ত হয় ;

আর, ইষ্টার্থপরায়ণতা যে-কোন রকমে
যেখানে ব্যাহত,—
সাত্বিক সৌরত-সন্দীপনাও সেখানে
প্রবৃত্তির দ্বারা অপহৃত। ৪০৮০।

২৩।১।১৯৫২, রাত ৬-৫০

মানুষ যেখানে প্রবৃত্তিপ্ররোচিত, লুব্ধ,—
ধর্ম্ম বা ধার্ম্মিক তা'দের কাছে
হেয় ব'লে
প্রতারক ব'লে
অবজ্ঞার পাত্র ব'লে গণিত হ'য়ে থাকে সাধারণতঃ ;
ঐ ধার্ম্মিকের সুকেন্দ্রিক সততা, সাধু স্বভাব
ও গণপরিচর্য্যী অনুদীপনা
সন্দেহেরই হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে,
প্রবৃত্তি-সমর্থনী, প্যাঁচোয়া, অলীক, উচ্ছৃঙ্খল যুক্তিই
তা'দের পরিচালক—
বাস্তবতা ব্যাখ্যাত হয় না যা' দিয়ে,
তা'রা শাসন-সংবুদ্ধ হয় না,
তোষণের সুযোগ নিয়ে
প্রবৃত্তির ইন্ধন জোগানই উপভোগ করে,
কারণ, তা'দের প্রবৃত্তিকে যা' সমর্থন করে
তাই-ই ন্যায় ও সুবিচার তা'দের কাছে,
কোন কথা বা আলোচনা
সুদূরভাবেও যদি
ঐ প্রবৃত্তিলুব্ধতায় সংঘাত আনে
তা'তেও ক্রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
এমনই স্পর্শকাতর ত্রস্ত হৃদয়ে
দিন যাপন করে তা'রা ;
তা'দের দেখে বা তা'দের কথা শুনে
তুমি ঘাবড়ে যেও না,
অমৃত ব'লে
গরলকে গলাধঃকরণ ক'রতে যেও না। ৪০৮১ ।

২৩।১।১৯৫২, রাত ৭-১৫

যেখানে
সুকেন্দ্রিক সুসঙ্গত বোধি ও ব্যবস্থিতিবান
সুযোগ্য কর্ম্মসন্দীপী লোকের
বহুল আবির্ভাব না হ'য়ে
উচ্ছৃঙ্খল, অযোগ্য গণসংখ্যা
বর্দ্ধিত হ'য়ে চলে,
তা' কিন্তু সে-দেশের পক্ষে ভীতিপ্রদ অবস্থা;
শ্রেয়নিবদ্ধ সুজনননীতি বাস্তব বিধায়নে
উচ্ছল সম্বেগে পরিপ্রবণ হ'য়ে না উঠলে
এই দুরপনেয় ভীতিসঙ্কুল অবস্থাকে
অতিক্রম করা দুরূহ;
আর, তা' না ক'রতে পারলেও
জাহান্নমের চুম্বক আকর্ষণ হ'তে
রেহাই পাওয়া কিছুতেই যাবে না;
মনে রেখো—
সুজৈবী-সংস্থিতিই সুযোগ্যতায় অভিদীপ্ত হয়। ৪০৮২।
২৩।১।১৯৫২, রাত ৮-৪০

যেখানে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ
অধস্তনদিগের প্রস্তাবগুলিকে
আগ্রহ-আকূতি নিয়ে
সমীচীন বিবেচনায়
তা'র মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম ক'রে
গ্রহণ করেন না,
বরং ঐ প্রস্তাবে খুশি না হ'য়ে
সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠে
কূটদৃষ্টিতে দণ্ডের ব্যবস্থাই ক'রে থাকেন,

বা অসঙ্গত যা' তা' ত্যাগ ক'রতে নারাজ হন,
বা "বালকোচিত ভাষণ যদি বিজ্ঞোচিত হয়,
তা'ও গ্রহণীয়, ত্যাজ্য নয়কো কিছুতেই"—
এই নীতিকে অবজ্ঞা ক'রে চ'লে
বৈধী উপচর্য়া নীতি ও বিধিগুলিকে
শ্রেয়চর্য্যী বিন্যাসে সঞ্চারিত করেন না,
বা অধস্তনদিগের বাস্তব দর্শনগুলিকে
সম্যক পরীক্ষায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে নিয়মন করেন না—
ব্যভিচারী, স্বার্থপর প্রবৃত্তির
প্রতারণাশীল প্ররোচনায়,
সেই শাসন বা নিয়মন
তৃপ্তিকর বা সংহত না হ'য়ে
ভূতুড়ে বেতাল বিচ্ছিন্নতায়
আত্মবিলোপ ক'রবে—
তা'তে সন্দেহ ক'রবার অবসর কোথায়? ৪০৮৩।
২৩।১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

তুমি যেই হও না কেন,
যে-বিষয়ে যেই যা' বলুক,
অবস্থা ও সঙ্গতিতে যতখানি অনুমোদন করে—
খোলা মনে বিবেচনার চশমায়
তা' দেখ ও শোন—
বড়-ছোট নির্ব্বিশেষে,
আর, মানসচক্ষুতে দেখতে চেষ্টা কর—
তা' তোমার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও অনুচলনের
সহায়ক কিনা,

বুঝে, তোমার কর্ম্মপদবিক্ষেপের পথ
নির্দ্ধারণ কর,
কিংবা কখন কোথায় তা' কাজে লাগে
সেটাও বিবেচনায় রাখ—
বাস্তবতার সাথে বেশ ক'রে খতিয়ে নিয়ে,
যথাসম্ভব কাউকে
তোমার কাছে তা'র কথা
প্রাণ খুলে বলার স্পৃহা হ'তে
বঞ্চিত না ক'রতে চেষ্টা ক'রো ;
বিশেষ ও বিহিত স্থল ব্যতিরেকে
কাউকে নিরঙ্কুশ কথা দিও না,
ভাল হ'লে ধন্যবাদ দিও,
আবার, অপছন্দ হ'লে
ব'লো—'বেশ ! শুনে রাখলাম,'
আর, অসৎ বা নিন্দার্হ হ'লে
পারতো সৌজন্যের সহিত প্রতিবাদ ক'রো,
তা'তেও মানুষের অসৎ প্রবৃত্তির
খানিকটা নিরোধই হবে ;
দেখবে, তোমার এই অভ্যাস
তোমাকে অনেকেরই কাছে তৃপ্তিপ্রদ ক'রে তুলবে,
আর, তুমিও
অনেকস্থলে লাভবান হ'য়ে উঠবে। ৪০৮৪ ।
২৩।১।১৯৫২, রাত ৯টা

তা'দের বরাত ভাল,
যা'দের চাইতে উচ্চ কুল ও সংস্কৃতির কন্যা
সেই বংশে বধূত্ব লাভ করেনি। ৪০৮৫ ।
২৩।১।১৯৫২, রাত ৯-২৫

তাঁ'কেই তুমি আপনার জন ব'লে
মনে ক'রতে পার—
নিঃস্বার্থ অনুকম্পায়
তোমার স্বার্থকে যিনি
আপনার স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করেন,
তোমার স্বার্থ-সংরক্ষণাকেই
যিনি স্বতঃ-অনুপ্রেরণায়
নিজের দায়িত্ব ব'লে মনে করেন—
করেনও,
আর, ক'রেও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন,
তোমার পক্ষে শ্রেয় যা'-কিছুর
সুসঙ্গত সক্রিয় সমর্থনে
বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠেন যিনি,
তোমার প্রীতি-অনুচর্য্যায় আহরণ-তৎপর হ'য়ে
যিনি তোমার পোষণ-বর্দ্ধনী উপকরণ জুগিয়ে
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করেন,
তোমার সুখ্যাতিকে
যিনি স্বখ্যাতি ব'লে উপভোগ করেন,
তোমার শত্রুকে যিনি
নিজের শত্রু-বিবেচনায়
নিরোধ-তৎপর হ'য়ে ওঠেন
স্বাভাবিকভাবে ;—
এমনতর পারস্পরিক প্রীতি-সহযোগিতা যেখানে
স্বর্গ সহাস্য সেখানে। ৪০৮৬।

২৩।১।:৯৫২, রাত ১০টা

সাধারণ মানুষের প্রীতি
যে-প্রত্যাশার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে

আত্মবিকাশ করে
মানুষের চলন-চরিত্রও
তেমনি হ'য়ে ওঠে,
তাই, প্রত্যাশার অবসানে
প্রীতিরও অবসান হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
কিন্তু কোন ব্যক্তিত্বই
যদি তা'র প্রীতির ভিত্তি হ'য়ে দাঁড়ায়—
সত্তাসম্ভূত জীবনকে উপলক্ষ্য ক'রে,—
সে তা'তেই কেন্দ্রায়িত হ'য়ে ওঠে,
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে তা'তেই,
আর, চালচলন, বাক্য, আচার-ব্যবহারও
হয় তেমনি—
একটা প্রীতিসংক্ষুব্ধ তৎপরতায়
চকিত সন্ধিৎসা নিয়ে;
তুমি প্রীতির রূপ দেখেই বুঝতে পারবে—
সে-প্রীতি কিসের উপর দাঁড়িয়ে
অভিব্যক্তি লাভ করেছে। ৪০৮৭।
২৪।১।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

তোমার বৈধানিক বিধানের
পারস্পরিক স্বার্থান্বিত
অনুকম্পী পরিচর্য্যার ভিতর-দিয়ে,
পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে,
যেমন তোমার সত্তা
অস্মিতায় সজাগ হ'য়ে রয়েছে,—
সুকেন্দ্রিক আদর্শদীপনায়
তেমনি পরিবেশের প্রতিপ্রত্যেকে

পারস্পরিক অনুকম্পী সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
যতই নিবিড়ভাবে সংহত হ'য়ে উঠবে—
পারস্পরিক প্রীতিসম্বদ্ধতায়
সমষ্টি-ব্যক্তিত্বের উৎসারণায়,
প্রত্যেকের ভিতর তেমনি ক'রে
সমষ্টিসত্তা সজাগ হ'য়ে চ'লবে—
তদনুকম্পী অস্মিতা নিয়ে,
পারস্পরিক স্বার্থ-সম্বোধনার
সক্রিয় অভিদীপনায়। ৪০৮৮।
২৪।১।১৯৫২, বিকাল ৪-১৫

পারিবারিক পরিবিধান-পরিচর্য্যায়
দক্ষ যা'তে হ'তে পারে,—
স্ত্রীদিগকে এমনতর বিদ্যা ও ব্যবস্থিতিতে
পারদর্শী ক'রে তোল—
বাস্তব বিদ্যোৎসাহী সৌকর্য্যে;
আর, এই হ'চ্ছে পারিবারিক সংস্থিতির
মৌলিক দাঁড়া। ৪০৮৯।
২৫।১।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

বোধিপ্রবুদ্ধ হ'য়ে কুশল অনুচর্য্যায়
ইষ্টার্থনিবদ্ধ হও,
ব্যক্তিত্ব আপনিই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ৪০৯০।
২৫।১।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

অচ্যুত অনুরাগ-দীপনার বাস্তব লক্ষণই হ'চ্ছে—
তুমি যাঁ'তে অনুরাগী,

তিনি যা' চান,
তোমাকে যেমন দেখতে পছন্দ করেন,
তিনি যা' বলেন,—
বাক্যে, ব্যবহারে, চালচলনে
অনুচর্য্যী কর্ম্মদীপনায়
শ্রেয়-অভিব্যক্তি নিয়ে
শ্রেয়ার্থ-সৌকর্য্যে
স্বতঃপ্রণোদিত অভিব্যক্তিতে
তুমি তা' না ক'রেই পারবে না,
এমন-কি, তোমার চাউনি, বাক্য, ব্যবহার, চলন
পরিবার ও পরিবেশের অনুচর্য্যা
তোমার চাহিদামাফিক চরিত্র, ভঙ্গী বা রকম
তদর্থপরায়ণ তপশ্চর্য্যী জলুসে
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবেই কি উঠবে ;
যতক্ষণ বাস্তবতায় তা' মক্স ক'রে
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠতে না পারছ,—
তোমার জীবনে আয়েসই থাকবে না,
অক্লান্ত অনুশীলনে
হৃদ্য অনুদীপনায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তা নিয়ে
তা' করবেই কি করবে,
তা' না ক'রে তুমি তোমাকে রেহাই-ই দেবে না,
আর, তা' অচ্যুত অধিষ্ঠানে
তোমাতে ফুটন্ত হ'য়ে রইবে ;
তাই, অনুরাগ মানুষের জীবনে অমোঘ সম্পদ,
যোগ্যতার পরম দীপ্তি,

সাধনার সিদ্ধ সাথীয়া,
ভোগের স্বর্গ-পরিমল ;
আর, এর বৃত্তিই হ'চ্ছে—
যা'তে অনুরাগী হ'তে চায়,
তা'তে আগ্রহ-উন্মাদ অন্তরাস ;
কিন্তু লালসা-সন্দীপ্ত প্রীতি
প্রিয়ের সঙ্গ ও সাহচর্য্য-অভিলাষী
যতই হো'ক না কেন,
প্রেমাস্পদের ইচ্ছা ও চাহিদাকে
চরিত্রে প্রদীপ্তই ক'রে তুলতে চায় না—
সর্ব্ববৃত্তির একার্থী সুসংহত সমাহারে ;
এই হ'চ্ছে অনুরাগদীপনা
ও লালসা-সন্দীপ্ত প্রীতির পার্থক্য। ৪০৯১।
২৫।১।১৯৫২, বেলা ১১-৪০

যা'রা হীনম্মন্য গর্ব্বেপ্সাপূর্ণ হ'য়ে
আত্মম্ভরী প্রচেষ্টা নিয়ে চলে,
স্বীয় প্রতিষ্ঠার ক্রূর আবেগে
অন্যকে অপদস্থ ও বঞ্চিত করে,
তা'দের কাছে
হৃদয়খোলা নৈকট্য নিয়ে যতই চ'লবে,
সংঘাতবিদ্ধ হবে ততই ;
সম্যক গাম্ভীর্য্যে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে
দৃঢ়, অকাট্য, যুক্তিপূর্ণ অল্পভাষী কর্ম্মঠ সম্বেগ নিয়ে
তা'দের অন্তরকে যতই ধাঁধিয়ে দিতে পারবে,—
সশ্রদ্ধ সম্ভ্রমাত্মক পদক্ষেপে

তা'রা তোমার সাহচর্য্যে
প্রলুব্ধ হ'য়ে উঠবে তেমনি,
অবশ্য অযথা আঘাত বা অবজ্ঞায়
তা'দের আহত ক'রতে যেয়ো না,
তাই ব'লে, অন্যায্য যা'
তা'রও প্রশ্রয় দিও না। ৪০৯২।
২৫।১।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

তুমি যা'দের জীবন-পোষণী প্রত্যাশা
আপূরণ ক'রে চ'লেছ,
ঐ আপূরিত-প্রত্যাশা যা'রা
সাধারণতঃ তা'রাই দেখবে—
প্রত্যাশাপীড়িত হ'য়ে উঠেছে বেশী,
কারণ, মানুষের কিছু প্রত্যাশা পূরিত হ'লে পরেই,
দুরাগ্রহ আবেগ নিয়ে
নতুন নতুন প্রত্যাশা
তা'র অন্তরে আবির্ভূত হয়,
তখন তা'র আপূরণ খুঁজে বেড়ায় সে,
যেখানে তা' পায়,
সেখানেই আনতি স্বীকার করে তখনকার মত,
তুমি যে তা'দের জীবনপোষণী উপকরণ-সংগ্রাহী,
অর্থ দিয়ে বা অধ্যবসায়ী পরিচর্য্যায়
তা'দের জীবনকাঠামোকে
পুষ্ট ও বর্দ্ধনমুখর ক'রে রেখেছ,—
তা'রা সেই উপকার-অনুচর্য্যাকে অবজ্ঞা ক'রে,—
তা'দের অন্তর্নিহিত যে-প্রত্যাশা

উদগ্র উদ্গতিতে আবির্ভূত হ'য়েছে,
তা'রই আপূরণ-সন্ধানে আত্মনিয়োগ করে ;
আর, তোমার অস্তিত্ব যদি
তা'রই পরিপন্থী হয়,
কিংবা তুমি যদি তখন তা'
সরবরাহ ক'রতে না পার,—

তুমিই হ'য়ে প'ড়বে তা'দের আক্রোশের ক্ষেত্র,
তখন তোমাকেই তা'রা
ছেঁড়া-ফুলের মত পদদলিত ক'রে চ'লে যাবে—

তোমার সত্তাপোষণী অনুচর্য্যাকে
কৃতঘ্ন অভিযানে বিদলিত ক'রে—
বড় জোর একটা প্রতিপোষণহারা
অবাস্তব অনুকম্পা দেখিয়ে ;

এই হ'চ্ছে, সুকেন্দ্রিক আনতি যা'দের নাই,—
স্বার্থ ও জীবন-অভিযান যা'দের
সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠেনি—
তা'দের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ;

সব চেয়ে ভাল তা'ই—
যদি তা'দিগকে সর্ব্ববিধ নিবদ্ধতায়
সুকেন্দ্রিকভাবে সংহত ক'রে
আত্মনিয়ন্ত্রণী যোগ্যতায়
অভিদীপ্ত ক'রে তুলতে পার,—

যা'র ফলে, নিজের জীবন-অনুচর্য্যায়
তা'রা স্বাভাবিকভাবে স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠবে ;

তা'দের অন্তরে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত না ক'রে
ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শকে

প্রতিষ্ঠা ক'রে তুলতে হবে,—
যা'তে শঙ্কাযুক্ত প্রীতি নিয়ে
তা'রা তাঁতে অনুবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
সুসংহত তাৎপর্য্যে ;

আর, তা'দের স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে
ঐ ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার প্রদীপ্ত যাজক
হ'য়ে উঠতে হবে তোমাকেই,

—এমনতরভাবে
যা'তে তোমার স্বার্থ
ঐ ব্যষ্টিবৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শ যিনি
তিনিই হ'য়ে ওঠেন,

আর, তোমার যাজন-উন্মাদনায়
সম্ভ্রান্ত সহযোগী হয়ে
তা'রাও তেমনি হ'য়ে ওঠে—

বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, কর্ম্মানুপ্রেরণায়,
তোমার সহচর্য্যী ও সহানুধ্যায়ী হয়ে ;

এমনতর ক'রে তুলতে যদি না পার—
ঐ অভিযান-বর্দ্ধনা অনিশ্চিত,
এখন ভাল, তখন মন্দ হ'তে
এক লহমাও লাগবে না,
ঐ অভিদীপনী ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠাই যেন
তোমার প্রতিষ্ঠা হ'য়ে ওঠে ;—
পাবেও অনেক,
হবেও অনেক। ৪০৯৩।
২৬।১।১৯৫২, বেলা ১০টা

শাসন-সংস্থা

তোমরা
শাসন-সংস্থায় পদক্ষেপ ক'রবার সাথে-সাথেই
কী দায়িত্বের কর্ণধার হ'য়ে পদক্ষেপ করছ—
বোধিদীপনা নিয়ে
কুশলকৌশলী সমীক্ষ অনুচর্য্যার সম্বেগ-সহ
তা' স্মৃতিপটে জাগরূক রাখতে যত্নবান হ'য়ো,
আর, শ্রেয়নিষ্ঠায় অচ্যুত থেকে
স্বস্থ বৈধী ব্যক্তিত্বে
অটুট হ'য়ে যা'তে থাকতে পার,
তা'ই ক'রে চ'লো—
সমস্ত প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থ-সংহত ক'রে ;

১। প্রথমেই নজর রেখো
বিবাহ ও সুজনন-সংস্কারের উপর,
শ্রেয়কুলসংস্কৃতি-সম্ভূত কন্যা
যা'তে অশ্রেয় বা অপকৃষ্ট-সংস্কৃতিসম্পন্ন কুলে
অর্পিত না হয়—
তা'র সুব্যবস্থা ক'রো ;
কন্যার কুলসংস্কৃতি ও চারিত্রিক সঙ্গতি
যেন বর বা পুরুষের
কুলসংস্কৃতি ও চরিত্রের অনুপোষণী হয় ;
পণ বা যৌতুক-লালসার অপসারণে লক্ষ্য রেখো,
পুরুষের সুকেন্দ্রিকতা
ও নারীর সতীত্বের উপর ভিত্তি ক'রে

তোমাদের গৃহ, সমাজ ও গণ যেন
উদ্বর্দ্ধনমুখর হ'য়ে চলে ;
প্রথমেই এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই—
সুজনন যদি না হয়,
যে-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জাতক
শ্রেয় জৈবী-সংস্থিতি পেয়ে
আয়ু, মেধা, বল,
সুসঙ্গত চরিত্র এবং গুণবৈশিষ্ট্য নিয়ে
কর্ম্মানুপ্রেরণায় যোগ্য হ'য়ে ওঠে,—
তা' যদি না ক'রতে পার,
রাষ্ট্রসংহতি ও রাষ্ট্রসত্তার সম্বৰ্দ্ধনা
দিন-দিনই ঘোর তমসাবৃত
ও নিথর হ'য়ে উঠতে থাকবেই কি থাকবে ;
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবহেলা ক'রে
যে-বিজ্ঞানেরই অবতারণা কর না কেন,
তা' কখনও সহজ, সলীল, শুভসন্দীপী
হ'য়ে উঠতে পারবেই না,
অমনতর অবান্তর কল্পনাও একটা মূঢ়তা মাত্র,
তাই, শুধুমাত্র বর্ণাশ্রমের নীতিবিধিকে
দক্ষচক্ষুতে সুনিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লতে পারলেই
রাষ্ট্রসংস্থা সৎ-সম্বদ্ধ হ'য়ে চ'লতে পারে,
প্রাচীন শাস্ত্রে এ-কথা বহুল কীর্ত্তিত হ'য়ে আছে,
তাই, রাষ্ট্রসংস্থার প্রধান করণীয়ই হ'চ্ছে
বর্ণাশ্রমের ধারণ ও সংরক্ষণ ;

২। কৃষি-ব্যাপারে
বীজ ও ভূমির সুসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রেখো,
যে-ভূমিতে যে-বীজের ফলন

পুষ্ট ও অধিক হ'য়ে ওঠে,
তা'র সুব্যবস্থা ক'রো,
কৃষি-সম্বন্ধীয় চলনসই তত্ত্বগুলিতে
মানুষ যা'তে শিক্ষা লাভ করে
তা'র ব্যবস্থা
ও যথাসম্ভব তা'তে প্রেরণাসম্বুদ্ধ ক'রে
কৃষি-ব্যাপারে লোককে এমনতর ব্যাপৃত রাখ,
যা'তে ক্রমশঃই নানা জাতীয় ফসলের
প্রাচুর্য্য ঘ'টে ওঠে,
আর, শাসন-সংস্থার সুব্যবস্থ পরিচালনে
পূর্ত্তবিভাগ, নদী-সংস্কার, সেচ
ও বনব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণে
তা'দিগকে কৃষিকর্ম্মে যথাসম্ভব সব দিক দিয়ে
সাহায্য ক'রো,
যা'তে খাদ্যবিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না থেকে
দেশ স্বাবলম্বী তো হ'য়ে ওঠেই,
বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যবন্টনে
অন্যের অভাবকেও দূরীভূত ক'রতে পারে ;

৩। মানুষের সম্বেগকে এমন উদ্দীপ্ত ক'রে তোল,—
যা'তে তা'রা যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,
এবং পারদর্শিতা, বোধ ও শ্রমনিয়োজনে
দেশ ও বিদেশের প্রয়োজনে
শিল্পের উন্নতি ক'রতে পারে—
কুটীরশিল্পের সম্প্রসারণে সবিশেষ লক্ষ্য রেখে—
যা'তে অধিকাংশ পরিবারই শিল্পপরিচর্য্যায়
ব্যাপৃত হ'য়ে ওঠে,
আর, ঐ জাতীয় সমস্ত ব্যাপারের জন্য

যে-যে উপকরণের প্রয়োজন
তা' বিহিত ত্বরিতভাবে সরবরাহ কর—
শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও শক্তি-সরবরাহকে
সহজ, সুগম ও ব্যাপক ক'রে তুলে ;
সঙ্গে-সঙ্গে যানবাহন ও যোগাযোগের
বিহিত ব্যবস্থা কর,
যা'তে কেউ
জীবনচর্য্যার যোগ্যতর পরিচর্য্যায়
কোন দিক দিয়ে কোনরকমে ব্যাহত না হয় ;
বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে—
শ্রমিকরা যা'তে ধনিকের উপচয়ী হয়,
এবং ধনিকরা যা'তে
শ্রমিকদের সত্তাপোষণী হয়,
আর, যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে
শ্রমিকরা যা'তে স্বাবলম্বী হ'য়ে ওঠে—
নিজের পরিবারকে শ্রমনিকেতন ক'রে
সম্পদে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ;

৪। ব্যবসা-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ
এমনই শুভ, সহজ, অনুচর্য্যাদীপক হওয়া উচিত,
যা'র ফলে বা যে-নিয়ন্ত্রণে
মানুষ এতটুকুও অভাব বোধ না করে,
বরং যোগ্যতা ও প্রাচুর্য্যে উচ্ছল হ'য়ে ওঠে ;
দেশে যা' জন্মে, তা'র সহজ পরিবেষণ
ও জীবনচলনার পক্ষে যা' নিতান্তই প্রয়োজনীয়,
অথচ দেশে পাওয়া যায় না,

বিদেশ হ'তে এমনতর দ্রব্যাদির
শীঘ্র ও সহজ আমদানী—
এমনতরভাবে
যা'তে মূল্যবাহুল্যে মানুষ পীড়িত না হ'য়ে ওঠে,
বা কেউ তা'র অভাবে সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে
জীবন না হারায়,—
অতীব তৎপরতা নিয়ে
তীক্ষ্ণ চক্ষুর দিব্য বিবেচনায়
তা'র সমাধান হওয়া একান্তই সমীচীন—
অবান্তর গণবিক্ষোভের অবসরই যা'তে না থাকে
এমনতরভাবে ;
কৃষি ও শিল্পের উপচয়ী উৎপাদন ও বন্টন
এবং বাণিজ্য ও বৈদেশিক অর্থ বিনিময়ের
লাভজনক সুপ্রসারই হ'চ্ছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি,
আবার, কৃষিই এ-সবের মেরুদণ্ড,
যা'দের কৃষি অব্যবস্থ,—
অনটনও তা'দের অপরিহার্য্য,
তা'দের পরশোষী না হ'য়ে উপায়ই থাকে না ;
৫। শিক্ষাকে একানুধ্যায়ী আদর্শে
অনুচর্য্যী ধর্ম্মের ভিত্তিতে
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী ক'রে তোল,
যা'তে কোন শিক্ষাই
অন্য যা'-কিছুর সাথে
সঙ্গতির তাল রেখে
সম্বুদ্ধ সম্বর্দ্ধনায়
বাস্তব যোগ্যতার উৎক্রমণে
উদ্গতি লাভ ক'রতে না পেরে

বৃথা ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে না ওঠে;
শ্রদ্ধোষিত অন্তরাসী হ'য়ে
প্রতিপ্রত্যেকে যা'তে শিক্ষানুবর্ত্তনায়
উচ্ছল চলনে চ'লতে পারে,—
তা'র জন্য যথাবিহিত পরিবেশ সৃষ্টি কর;
শিক্ষকদিগকে ঐ অমনতর শিক্ষার
মূর্ত্তপ্রতীক হ'য়ে উঠতে হবে,
তাঁ'রা যদি সুকেন্দ্রিক, একানুধ্যায়ী
সশ্রদ্ধ না হ'য়ে ওঠেন—
অন্তরাসী সম্বেগ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
ছাত্রেরাও সুসঙ্গত হ'য়ে উঠবে না তাঁ'তে,
অন্তরাসী হবে না,
যা'র ফলে, শিক্ষা
একটা শাতনী পটভূমিতে আবর্ত্তিত হ'য়ে উঠবে;
শিক্ষার সাথে বৈধানিক দক্ষতা ও শক্তি
এমনতর সূক্ষ্ম, সবেগ ও কর্ম্মঠ হ'য়ে ওঠা চাই,
যা'র ফলে, মানুষ
কোন ব্যাপারের সম্মুখীন হ'লেই
মুহূর্ত্তে সেগুলি উপলব্ধি ক'রতে পারে,
ন্যায়, অন্যায়, ভালমন্দ, সৎ-অসৎকে
দেশকালপাত্র ও অবস্থার ভিতরেও
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সঙ্গতি নিয়ে
লহমায় বেছে নিতে পারে;

৬। গবেষণা-কেন্দ্রগুলিকে
দেশের দীপালী-বীক্ষণাগার ক'রে তুলতে হবে,
সুসঙ্গত সত্তাপোষণী সমাচার
যা'তে সুদূরপ্রসারী পরীক্ষায়

স্থনিশ্চয়ী তাৎপর্য্যে
সবার কাছে উপস্থিত হয়,
যা'র পরিপালনে তা'রা জীবন ও সম্বৃদ্ধিতে
আরো হ'তে আরোতর উদ্বর্দ্ধনায়
নিয়ত চলৎশীল থাকতে পারে—
আদর্শ ও ধর্ম্মের ভিত্তিতে নিটোলভাবে দাঁড়িয়ে,—
তা'র ব্যবস্থা ক'রতে হবে;

৭। তোমাদের স্বাস্থ্য-অভিযান যেন
গ্রামের কানায়-কানায় উপস্থিত হয়,
সদাচার ও স্বাস্থ্য-নীতিগুলিতে
প্রতিটি ব্যষ্টি যেন পারদর্শী হ'য়ে ওঠে,
ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা ও বৈদ্যের
যেন এতটুকু অভাব না ঘটে,
তোমাদের গণজীবন স্বাস্থ্যে, বীর্য্যে
অযুত-আয়ু হ'য়ে
বীর্য্যবান যোগ্যতা নিয়ে
তা'দের অস্তিকে স্বস্তি-বিকিরণে
যেন বিকীর্ণ ক'রে তোলে,—
হৃষ্ট হ'য়ে, তৃপ্তিপ্রদ হ'য়ে
মধুদীপনার রশ্মিজাল বিচ্ছুরণে
অস্তিত্বের সামগানে সম্বৃদ্ধ ক'রতে পারে সবাইকে;

৮। শান্তিরক্ষক-বিভাগ ও সৈন্য-বিভাগ
সুষ্ঠু সন্দীপনায়
আদর্শপ্রাণ ধর্ম্মানুগ ভিত্তিতে
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে
যা'তে প্রতিপ্রত্যেকের আশ্রয় হ'য়ে উঠতে পারে,
সে-বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো,

ব্যতিক্রমে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রো;
নিরাপত্তা যেখানে সন্দেহের
নিরোধও সেখানে অব্যর্থভাবে প্রয়োজন—
ক্ষিপ্র তৎপরতায়;
আর, শান্তিরক্ষক ও সৈন্য-বিভাগের প্রতিপ্রত্যেকে যেন
একানুধ্যায়ী, ধর্ম্মপ্রদীপ্ত
সৌকর্য্য-সমন্বিত ঐ শাসন-সংস্থার
স্বভাব-যাজী হ'য়ে ওঠে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গতির তালে,—
যা'র ফলে, প্রত্যেকটি মানুষ
উপলব্ধি ও উপভোগ ক'রতে পারে
ঐ শাসন-সংস্থা তা'দের কাছে
কতখানি শ্রেয় বা প্রিয়,
সবাই যেন একটা আসান ও আশা পায়,
শাস্তিকেও তা'রা যেন স্বস্তি ব'লে
আলিঙ্গন ক'রতে পারে;

৯। গুপ্তচর-বিভাগকে
এমনতর ক্ষিপ্র, দক্ষ, নিপুণ, বিশ্বস্ত ও তৎপর
ক'রে তুলতে হবে—
আপ্রাণ শ্রেয়ার্থ-অভিদীপনা-নিবদ্ধ ক'রে,—
যেন তা'রা যা'ই করুক না কেন
শ্রেয়ার্থকে কিছুতেই বিসর্জ্জন দিতে না পারে,
তা'দের জীবনমূল
যেন এতই ধর্ম্মভিত্তিতে প্রোথিত থাকে—
যে, তা'কে উল্লঙ্ঘন করা তা'দের পক্ষে
দুর্ভাবনীয় ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়;
তা'দের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্ ইত্যাদিকে

এতই তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল বোধপ্রবণ ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে তা'রা স্বতঃই বিচক্ষণ বোধ-তাৎপর্য্যশীল
হ'য়ে ওঠে,
তা'দের উপস্থিতবুদ্ধি, বাক্য-বিন্যাস
এমনতর ক'রে তুলতে হবে
যা'তে কোন বিষয়ে তা'দের বিবরণ
বাস্তবতারই বাক্-ছবি হ'য়ে ওঠে,
তা'দের ধারণাগুলিকে
এমনতর সুস্থ ধৃতি-প্রবণ ক'রে তুলতে হবে
যা'তে বিবরণে কোনমাত্র ব্যতিক্রম না হয়,
অযথা অপকৃষ্ট-ধারণাদুষ্ট হ'য়ে
বা বাস্তব বিষয়ের অসাক্ষাৎকারে
তা'দের প্রদত্ত কোন বিবরণের দ্বারা
কেউ যেন অযথাভাবে
আক্রান্ত বা বিমর্দ্দিত না হয়,
আবার, আলস্য বা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হ'য়ে
তা'দের ক্ষিপ্র-নৈপুণ্য
এতটুকুও যেন বিকম্পিত না হ'য়ে ওঠে,
দুষ্ট পরিবেশ-বেষ্টিত হ'য়েও
তা'দের এমনতর উপস্থিতবুদ্ধির
তালিমসম্পন্ন হওয়া উচিত
যা'তে তা'রা যে-কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন—
সে-ব্যূহ ভেদ ক'রে ফিরে আসা
তা'দের পক্ষে হস্তামলকবৎ হ'য়ে ওঠে,
তা'রা যেন
সাহস ও প্রত্যয়ে অভিদীপ্ত হ'য়ে চলে,
দেবপ্রভ চরিত্র,

শাতন-ভেদী ইন্দ্রিয় ও বোধি-সমন্বিত যে যত,—
সেই তত শ্রেয়, দক্ষ, পারদর্শী, কর্ম্মপটু হ'য়ে থাকে,
নিষ্ঠা, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও কর্ম্মপটু তীব্রবীর্য্যী
বোধায়নী সন্ধিৎসাই হ'চ্ছে
তা'দের প্রিয় সম্পদ ;
গুপ্তচর-বিভাগ ছাড়া
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ-অভিধ্যায়িতার জন্য
উপযুক্ত সন্ধানী বিভাগেরও প্রয়োজন,
যা'রা দক্ষ, কর্ম্মপটু, সুসন্ধিৎসু
নিপুণ অভিধ্যায়িতা নিয়ে
ক্ষিপ্র তৎপরতার সহিত
রাষ্ট্রের সম্পদ ও আপদকে
সম্যক্‌ভাবে নির্দ্ধারণ ক'রে
চতুর বৈধী তৎপরতায়
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে
আপদকে নিরাকরণ ক'রে
সম্পদকে সুবর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে,
উক্ত বিভাগে সত্তাপোষণী ধর্ম্মানুগ সুনিষ্ঠ
একানুধ্যায়ী-তাৎপর্য্যবান
পটু, শ্রমপ্রিয়, ধীমান কর্ম্মীর নিয়োগও
একান্ত প্রয়োজন ;

১০। বিচারালয়ে বিচারক
ঐ সশ্রদ্ধ ধর্ম্মানুগ একানুধ্যায়িতা নিয়ে
যেন এমনতর বিচার ও সুশাসন-তৎপর হ'য়ে ওঠেন,—
যা'তে সব্যষ্টি প্রত্যেকটি গণগুচ্ছই
তাঁ'তে আস্থাসম্পন্ন, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হ'য়ে

শাসন-সংস্থায় আত্মনিয়োগ করে,
তা'র সৌকর্য্যে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিক স্বতঃ-সন্দীপনায় ;

১১। কর্ম্মচারী-নিয়োগ-ব্যাপারে
প্রথমেই দেখা উচিত—
সসংস্কৃতি তা'র কুল ও বংশ,
দেখতে হবে
মাতৃকুলই হো'ক বা পিতৃকুলই হো'ক—
তা'তে কোনরকম অশ্রেয় বা অবৈধ
বিক্ষেপ আছে কিনা,
কারণ, তা' থাকলে,
সে যত বড়ই দক্ষ ও বোধিবীর্য্যবান
হো'ক না কেন,
অবিশ্বস্ত হওয়ার ঝোঁক
তা'তে কিছু-না-কিছু থাকবেই ;
আবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
যেন একমাত্র বিচার্য্য না হ'য়ে ওঠে,
বিশ্বস্ত, দক্ষ, বীর্য্যবান, কর্ম্মঠ পারদর্শিতাকে
ভিত্তি ক'রেই
নির্ব্বাচন-বিচার চালান যুক্তিসঙ্গত,
তা'র সাথে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা থাকে—
সে তো ভালই,
তা' ছাড়া, স্বাস্থ্য, মনোবল, সাহস, বোধিদক্ষতা
অনুবর্ত্তিতা, উপস্থিতবুদ্ধি,
সুসঙ্গত ক্ষিপ্র চিন্তাসঙ্গতি,
সুসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা,
নির্ভুল ও ক্ষিপ্র সম্পাদনী তৎপরতা ইত্যাদি দেখা

অতীব সমীচীন ;

এগুলি দেখতে হবে,—
যে যে-পদের প্রার্থী
তা'র উপযোগিতা অনুপাতিক—
জৈবী-সঙ্গতিকে ভিত্তি ক'রে ;

১২। স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক দপ্তরকে
এমনতরই সাবুদ ক'রে তুলতে হবে,
যা'তে স্বরাষ্ট্র ও বিদেশের
সুসঙ্গত পারস্পরিক অনুচর্য্যায়
কোথাও এতটুকু অবিবেকী অসামঞ্জস্য না থাকে,
তা'রা বান্ধবতায় সুনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
পারস্পরিকতায়,
রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে অব্যাহত রেখে,
সত্তাপোষণী ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শানুগ
রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যকে
অটুট রেখে,
সম্ভ্রমাত্মক অনুবেদনী আনতির সহিত ;
বৈদেশিক বান্ধবতা যেন অচ্ছেদ্য থাকে,
কোনপ্রকার কূটকৌশলই যেন
ঐ বান্ধবতাকে ছিন্ন ক'রতে না পারে,
তা'দিগকে এমনতর ক'রে তোল,
যা'তে তা'রা তোমার রাষ্ট্রীয় সত্তার সংরক্ষণ
ও তৎপরিপন্থী যা'-কিছুর নিরাকরণে
অপরিহার্য্যভাবে সক্রিয় স্বতঃ-অনুধ্যায়ী
হ'য়ে ওঠে ;

১৩। আবার, ঐ আদর্শকে রূপায়িত ক'রতে
রাষ্ট্রদূতও তেমনতরভাবে নিয়োগ ক'রো,
রাষ্ট্রসত্তায় স্বার্থবান, সদ্বংশজ বিদ্বান,
সুসঙ্গত বোধিপরায়ণ,
উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিজ্ঞ, মিষ্টভাষী,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শে অচ্যুত সুনিষ্ঠ,
কৌটিল্য-অভিজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ,—
মোকথা কথায়, এই-জাতীয় জন্ম ও গুণ-বিশিষ্ট
শ্রেয়ার্থপরায়ণ লোকই কিন্তু
দৌত্যের উপযুক্ত পাত্র,
বিসদৃশ, বিশৃঙ্খল যা',
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সমন্বিত রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে
ব্যাহত করে, খাটো করে, বা নিন্দা করে যা',
সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য-সমন্বিত
বাক্য, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
রাষ্ট্র-সত্তা ও স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে পারে,—
এমনতর উপস্থিতবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ধী-সমন্বিত
কুট-কৃতী-পরিচর্য্যাসম্পন্ন ব্যক্তিই
দৌত্য-ব্যাপারে বাঞ্ছনীয় ;

১৪। প্রচার-প্রাচুর্য্য এতই হওয়া উচিত,
যা'তে দেশের আদর্শ, দেশের কৃষ্টি,
দেশের বিবর্ত্তনী পদক্ষেপ,
অনুকম্পী চলন
বিদেশের প্রত্যেককেই
মুগ্ধ ও আন্দোলিত ক'রে তোলে—
উন্নয়ন-অনুশীলনী সম্বেগে,—

সবাই শ্রদ্ধাবন্ত হ'য়ে ওঠে
তোমার দেশের গণ ও ব্যষ্টিতে ;
ধর্ম্মের মূলসূত্র যা',
আদর্শ, কৃষ্টি এবং সত্তাপোষণী নীতি যেগুলি—
সে-সবগুলি বিহিতভাবে উদ্ভিন্ন ক'রে
সঞ্চারিত ক'রে, নিয়মন ক'রে
যা'তে প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
তদ্ভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে—
একত্বানুধাবনী তাৎপর্য্যে,
পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যপোষণী সশ্রদ্ধ পরিচর্য্যায়,
বাক্যে, ব্যবহারে, চলনে,—
তা'র বিহিত ব্যবস্থা করা নিতান্তই সমীচীন,
আর, ঐ সমীচীনতার অবহেলা
যতই বেশী হ'য়ে ওঠে,
একানুধ্যায়ী সংহতি-স্বাতন্ত্র্য
পারস্পরিক সহযোগিতা
যোগ্যতা-অভিদীপ্ত বিবর্ত্তনী অনুপ্রাণনা
ক্রমশঃই অপলাপের দিকে চ'লতে থাকে ততই,
তখন সত্তাতান্ত্রিকতার বদলে
আসে প্রবৃত্তির ব্যভিচারী পরিক্রমা,
দুর্ব্বুদ্ধির উদগ্র লেলিহান সম্বেগ,
যা' নিজের সত্তাকেই আয়বাদ দিয়ে
পরিশোষণ ক'রে
তা'রই উপভোগ্য উপকরণ-সংগ্রহে
আগ্রহবিধুর হ'য়ে ওঠে,
এই হ'চ্ছে শাতনী সঙ্কলন,—
ব্যষ্টি, গণ ও রাষ্ট্রকে

সর্ব্বনাশে সমাধিগ্রস্ত করার আত্মঘাতী আবেগ—
যা' গণবিদ্রোহের সৃষ্টি ক'রে তোলে ;

১৫। শাসন-সংস্থা নিজে
তা'র প্রতিটি কর্ম্মচারী-সহ
যথাসম্ভব একানুধ্যায়িতার সহিত
পরার্থপরতার সম্বেগ নিয়ে
কৃতি-অধ্যুষিত সন্দীপনায়
যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যষ্টিকে দেখাশোনা করেন,
তা' ছাড়া, নিয়মিতভাবে
নগর, বিশেষতঃ পল্লী-পরিদর্শন,
লোকের সুখদুঃখ, অভাব-অভিযোগের তথ্যগ্রহণ,
তন্নিরাকরণী যোগ্যতাসন্দীপী আলোচনা,
অযথা অবান্তর ব্যয়বাহুল্যের
সঙ্কোচ ও সুনিয়মন,
এবং বিশেষ বিষয়ে বিহিত স্থানে
আপূরণী সাহায্য দানের
এমনতর ব্যবস্থা যেন করেন—
যা'র ফলে
প্রতিপ্রত্যেকের বোধে উপস্থাপিত হয়,
যে, শাসন-সংস্থা তা'র প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ
তা'দের কাছে কতখানি আত্মীয়ভাবাপন্ন ;
এটা একটা অপরিহার্য্য করণীয় ;

১৬। কর ধার্য্য এমনি ক'রে ক'রো,—
যা'তে মানুষের কর
তোমার শাসন-সংস্থার সহায় হ'য়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধনার শক্তি হ'য়ে ওঠে,
তোমার কর যেন মানুষের করকেই আলিঙ্গন করে,

আবার, মানুষের যোগ্যতা ও আন্তরিক আগ্রহ
কর্ম্মদীপ্ত হ'য়ে
যেন এমনতর উপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
এবং তোমাদের পালন-পরিচর্য্যায়
এমনতরই সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে—
যা'র ফলে, প্রতিটি গণের
আগ্রহ-উদ্দীপ্ত অবদানে
তোমাদের রাজকোষ উচ্ছল চলনায় চ'লতে থাকে,
আর, তা'র ব্যবহারও যেন এমনতর হয়—
যা'তে ঐ কোষ অবাধভাবে
উপচয়ী চলনে চ'লতে পারে
এবং ব্যয়টাই যেন উপচয়ের কারণ হ'য়ে ওঠে ;
রাজকোষ যেখানে অপটু,
গণযোগ্যতাকে সম্বেগে প্রবুদ্ধ ক'রে
উৎপাদন-হারকেই প্রবুদ্ধ ক'রে তোল—
ক্রমচলনের ভিতর-দিয়ে,
আর, রাজকোষকে উচ্ছল ক'রে তুলতে চেষ্টা কর—
সমবেত সানুকম্পী পরিচর্য্যায় ;
গণসত্তার নিরাপত্তার জন্য
আয়ের একদশমাংশ সংরক্ষিত ক'রে
অন্যায্য ব্যয়সঙ্কোচে
ন্যায্য নিয়ন্ত্রণে
গণ-নিরাপত্তাকে অটুট ক'রে তোল,
আর, গণসত্তাপোষণ
ও প্রবর্দ্ধনের জন্য যা' প্রয়োজন
তা' ঐ নয়-দশমাংশের ভিতর
নিষ্পন্ন ক'রতে চেষ্টা কর ;

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উৎপাদন
তেমনতর প্রাচুর্য্যে উপস্থিত না হয়,
যা'র ফলে, নিরাপত্তার ব্যয়
ঐ উপচিত ভাণ্ডার থেকেই
সচ্ছল হ'য়ে ওঠে,—
ততদিন শ্রমপটুতাকে উপেক্ষা না ক'রে
উৎপাদনকে আরো আরো সম্বুদ্ধ ক'রে তুলো;
তা'তে তোমার রাষ্ট্রসত্তাও
পরাক্রমশীল হ'য়ে উঠবে;

১৭। নিজের দেশের দুর্ব্বলতা যেগুলি আছে,
সেগুলির সংস্কারে
জাতিকে সবল ক'রে তুলতে হবে,
অনটনের অপনোদনে
দেশকে প্রাচুর্য্যে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলতে হবে,
অপটু যা'রা তা'দিগকে পটুত্বে
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলতে হবে,
যা'রা অপলাপের কোলে অবশায়িত
তা'দিগকে উদ্গতিশীল ক'রে তুলতে হবে,
সৎ-কে আরো আরোতে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে হবে—
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্ত্তন-পদক্ষেপী ক'রে
সুকেন্দ্রিকতায় সুনিবদ্ধ ক'রে;

১৮। অবিশ্বস্ততা ও কৃতঘ্নতাকে
উপযুক্ত উপায়ে নিরোধ ক'রবেই কি ক'রবে—
ক্ষিপ্র তৎপরতায়,
যা'র ফলে, মানুষের ঐ প্রবৃত্তি
বৃদ্ধিপর না হ'য়ে
ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হ'য়ে

অপলাপে নিঃশেষ হ'য়ে ওঠে,
যেখানে দেখবে, অসৎ যা', বিরোধী যা'
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-বিধ্বংসী যা'
নিয়তই ক্রূর ও সাংঘাতিক-ভাবে
তোমার সংস্থা ও সত্তার অপঘাতী হ'য়ে চ'লেছে,—
সুদৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে
তা'কে অনতিবিলম্বেই নিরোধ ক'রতে
একটুকুও ত্রুটি ক'রো না,
বিলম্বে তা'কে হয়তো আয়ত্তে আনা
সুকঠিনই হ'য়ে উঠতে পারে ;
সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডের প্রতি
বিশেষ বিবেচনা ও অনুধ্যায়ী বিচারণার সহিত
যেখানে যখন যেমনটি প্রয়োজন
সত্তাসম্বর্দ্ধনা ও অসৎ-নিরোধে
সেখানে তেমনতরই
যথাসম্ভব প্রস্বস্তির আবহাওয়া নিয়ে
তা' নিষ্পাদন ক'রতে
একটুও অবহেলা ক'রো না ;
সাম-দানে যদি সমস্যা সমাধান লাভ করে
তবে ভেদ সৃষ্টি ক'রতে যেও না,
ভেদেই যেখানে তা' নিরাকৃত হয়
সেখানে দণ্ড দিতে যেও না ;
কিন্তু দণ্ড যেখানে অপরিহার্য্য হ'য়ে উঠেছে ;
সেখানে দণ্ডকে ত্যাগ ক'রো না,
আবার, কোথাও প্রয়োজন হ'লে
যুগপৎ চতুঃ-পন্থাই অবলম্বন ক'রতে পার ;
ফল কথা, অবৈধ যা', অসৎ যা',

অন্যায় যা',
তা' যেন ভীত, ত্রস্ত, শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে থাকে
তোমাদের শাসন-নিয়ন্ত্রণের ফলে ;

১৯। সর্ব্বোপরি,
তোমাদের শাসন-সংস্থা যেন
বৈশিষ্ট্যপোষণী লোকপালী সংস্থা
ও সুসঙ্গত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিপোষণে
যত্নবান হয়,—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিজ্ঞমহানদের প্রতি
বিশেষ সম্ভ্রম ও অনুচর্য্যা নিয়ে চলে,
আর, শাসন-সংস্থার পরিচালকবর্গ যেন
দেশের পূরয়মাণ ধর্ম্ম-প্রবক্তা যাঁ'রা
তঁৎসংশ্রয়ে উপস্থিত হ'য়ে
সশ্রদ্ধ আগ্রহে
উন্মুখ আপ্রাণতা নিয়ে
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তাঁ'দের দূরদর্শী উপদেশ ও অনুশাসন-গ্রহণ
ও তৎপ্রবর্ত্তনায় মনোযোগী হন,
এতে শাসন-সংস্থা স্বতঃই
অভ্যুদয়ী কল্যাণের পথে চ'লতে পারবে ;

২০। এই তো গেল সেগুলি—
মোটা কথায়, যা' আমার ইয়াদে আসে ;
তবে আরো মনে হয়,
শাসন-পরিষদ বা শাসন-সংস্থার বাহিরে
সব সময়ই এমনতর একজন প্রাজ্ঞ, বহুদর্শী
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্মের অনুচর্য্যাপরায়ণ
বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ কেউ যদি থাকেন,

যিনি ঐ শাসন-সংস্থার সমস্ত নিয়মন ও পরিচালনে
নিয়ত লক্ষ্য রেখে
ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত-ভাবে
লোকের অভিধ্যায়ী প্রয়োজনগুলিকে
অবলোকন ক'রে থাকেন—
সম্যক তাৎপর্য্যে অভিগমনশীল হ'য়ে
সুসঙ্গত সূত্রকে অনুভব ক'রে,—
শ্রদ্ধাবনত অন্তঃকরণে
আগ্রহদীপনার সহিত
বোধায়নী পরিচর্য্যায়
পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা
আলোচনায় সমস্ত ব্যাপারগুলিকে অনুধাবন ক'রে
যখন যে-ব্যাপারে যেমন প্রয়োজন
তাঁ'র মত ও কুশলকৌশলী নিয়মনের
মন্ত্রণা নিয়ে,
তা' পূর্ত্তনীতি সম্বন্ধেই হো'ক
আর কৌটিল্য-সম্বন্ধীয়ই হো'ক
নিজদিগকে তদনুপাতিক
সংস্থ ক'রে চ'লতে পারলে
শাসন-সংস্থা আরো সুষ্ঠু, সুকেন্দ্রিক
ও সুন্দর হ'য়ে উঠতে পারে—
অচ্যুত আদর্শাভিগমনে ;
কারণ, যা'রা দাবা খেলে—
নিজেদের দুরাগ্রহ ঔৎসুক্য-বশতঃ
তা'দের বোধদর্শিতা
অনেকখানি অবসন্ন হ'য়ে ওঠে,

ঐ কুশলকৌশলী তাৎপর্য্যপরায়ণ
বোধিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকের ইঙ্গিত
তখন সাফল্যের দিকেই নিয়ে যায়,
আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা-মাফিক
শাসন-সংস্থার বাহিরে
এমনতর একজন মানুষের প্রয়োজন অপরিহার্য্য—
যদিও সব ক্ষেত্রে, সব সময়ে
এমনতর লোক পাওয়া দুষ্কর;
আর, এমনতর লোক থাকুন আর নাই থাকুন,
শাসন-সংস্থার বাইরে
সব সময়
এমন শক্তিশালী নাগরিক সংস্থার প্রয়োজন
যে-সংস্থা নাগরিকদের ভিতর থেকে
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম্ম-অনুশাসন-সম্বুদ্ধ
শ্রেয়কুলসম্ভূত
আদর্শপ্রাণ সর্ব্বসঙ্গত-বোধসম্ভারসম্পন্ন বেদবিজ্ঞানবিৎ,
কর্ম্মপ্রাজ্ঞ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়নিষ্ঠ
সভ্য দ্বারা সুসংহিত হবে,
সুনিবদ্ধ হ'য়ে রইবে,—
যা'রা ধর্ম্মানুগ অস্তিবৃদ্ধির নিয়মনে
গণজীবনকে যেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত,
তা' তো করবেনই,
আরো, শাসন-সংস্থার যে-কোন বিধি
প্রণয়ন ক'রতে হ'লে
তাঁ'দের অনুমতি ছাড়া
তা' ঐ বিধান-সভায়

উত্থাপিতই হ'তে পারবে না;
পরিস্থিতি, দেশকালপাত্র ও প্রয়োজন-অনুপাতিক
এমনতর ব্যবস্থা যদি না হয়,
ধর্ম্ম-অনুচর্য্যা ও তদনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
যোগ্যতার অভিদীপনী অনুপ্রেরণায়
মানুষ অস্তিবৃদ্ধির পথে
আদর্শানুগ সুসম্বদ্ধ নিয়মনে
চ'লতেই পারবে না—
বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিতান্ত্রিক স্বচ্ছন্দতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে;
আরো তা' ছাড়া,
ঐ শাসন-সংস্থার কর্ম্মচারীদের
বিকৃতি, ব্যভিচার, ব্যতিক্রম ইত্যাদিকে
সুনিয়মন ও সুশাসন-সম্বুদ্ধ ক'রে
কুৎসিত আচরণকে সংযত করা
দুঃসাধ্যই হ'য়ে উঠবে,
তাই, তাঁ'দের অনুমোদন ও প্রস্তাবে
শাসন-সংস্থা স্বতঃ ও সর্ব্বতোভাবে
বাধ্য থাকবেই কি থাকবে;
এর ব্যতিক্রমে
ব্যভিচার, বিড়ম্বনা ও দুর্ম্মদ দুঃশীলতার উদ্ভব
অতি নিশ্চয়,
নগর, মহকুমা, থানা ও বিশিষ্ট গ্রাম—
প্রত্যেক জায়গায়
এই বেসরকারী সংস্থার প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত,
আর, কোন জায়গায়
পাঁচ 'হ'তে পনের জনের বেশী সদস্য
না-থাকা ভাল,

ঐ প্রতিষ্ঠান
তত্তৎ-এলাকায়
শাসন-সংস্থার কার্য্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রেখে
তা'কে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করায় সাহায্য করবেন
এবং তাঁ'দের কেন্দ্রীয় সংস্থা
ও শাসন-সংস্থার উর্দ্ধতন স্তরে
স্থানীয় শাসনকার্য্য-সংক্রান্ত
নিয়মিত বিবরণ দাখিল করবেন—
গঠন ও সংশোধন-মূলক নির্দ্দেশ-সহ ;

এই সংস্থার সভ্যদের পক্ষে
শাসন-সংস্থার প্রসাদভুক্ হওয়া
ও কোন সংঘাত বা প্রলোভনে
নিজেদের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সংহত ব্যক্তিত্বকে
বিপথ-প্রভাবান্বিত হ'তে দেওয়া
নিতান্তই অযোগ্যতা
ও অনুপযুক্ততার পরিচায়ক ;

আমার মনে হয়,
শাসন-সংস্থার পশ্চাতে যদি
এমনতর কোন বল্‌গা না থাকে,
অনুপযুক্তের আধিক্যে
সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংস্থা
বা বর্ণাশ্রমের বিভবের
ধূলিসাৎ হওয়া ছাড়া
কোন উপায়ই থাকবে না ;

ব্যবস্থা যা'ই কর না কেন,
তা' যদি জীবন ও বর্দ্ধনার অনুপোষণী না হয়—

তদনুপাতিক যদি বিন্যাস না হয়—
তা' কিন্তু সর্ব্বনাশা,
তা'তে জাতিও শক্তিহীন, সংহতিহীন,
আদর্শহীন, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-হীন হ'তে
বাধ্য হবেই কি হবে ;
এই সমস্ত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
লোক-যোগ্যতাকে এমনতর ত্বরিত-দক্ষ ক'রে তুলবে—
যা'তে তা'রা সর্ব্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে,
তা' ছাড়া, কোন তন্ত্র, পদ্ধতি বা বন্দোবস্ত
সময়-সংঘাতে যদি ভেঙ্গেও যায়,
তা'হলেও তৎক্ষণাৎই তা'রা
ত্বরিত দক্ষতায় সেগুলিকে
এমনতর সহজভাবে বিনায়িত ক'রে তুলতে পারে—
যা'র ফলে, ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা
তা'রা কোনপ্রকারে
নিষ্পেষিত বা বিপাকবিধ্বস্ত হ'য়ে না ওঠে,
আর, কাউকে উঠতেও না দেয়,
আর, এইটিই হ'চ্ছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-গত জীবনে
বিধানের অনুশাসন-নিয়মনার বাস্তব অবদান ;
যতক্ষণ এমনতর না হ'চ্ছে,
বুঝে নিও—
তা'রা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠেনিকো তখনও ;
আবার, ব্যবস্থা নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'লেও
তা' যদি যথাযথভাবে পরিপালিত না হয়,—
তবে তা'ও ঈপ্সিত ফল প্রসব ক'রতে পারে কমই ;
ঈশ্বরই আধিপত্যের গতিসম্বেগ,
ঈশ্বরই বাঁচাবাড়ার বিধায়নী ধাতা,

ঈশ্বরই ধৃতি,
তদনুশাসন-অনুশীলনী শিক্ষা
ও সার্থক সম্বর্দ্ধনী তৎপরতাই হ'চ্ছে
মানুষের বিভব। ৪০৯৪।
২৬।১।১৯৫২, রাত ১০টা

উৎস-অনুশায়ী বোধি-সংজ্ঞা
যা' প্রবাহ-প্রকরণের ভিতর-দিয়ে
চেতায়িত বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
প্লবমান প্রবাহ-পরিক্রমায়
নিরবচ্ছিন্ন চলৎশীল,—
ঈশ-প্রজ্ঞা সেইখানে ;
আর, তা' সুকেন্দ্রিক তপতৎপরতার ভিতর-দিয়েই
উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকে—
সার্থক অন্বিত বোধি নিয়ে। ৪০৯৫।
২৭।১।১৯৫২, বেলা ১০টা

জন্মগত কুলশীল-মর্য্যাদা-সম্পন্ন
কর্ম্মকুশল, সুসঙ্গত বোধি-তাৎপর্য্যবান—
এমনতর শ্রেয় যিনি,
অচ্যুত অর্থাৎ অবিচলিত হ'য়ে নিরন্তরতায়
অন্তরাস-নিরন্ধ হ'য়ে ওঠ তাঁ'তে,
চিন্তায়, বাক্যে ও শারীর অনুপ্রেরণা দিয়ে
কর্ম্মঠ অভিব্যক্তি নিয়ে
তাঁ'র স্থিতি ও স্বার্থ-অনুচর্য্যায়
স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠ—
নিজের স্বার্থে একবিন্দুও ক্ষুধাতুর না হ'য়ে,

এমন-কি, নিজের জীবন, উপভোগ ও বর্দ্ধনাকেও
সেই স্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে তোল,
তাঁ'রই সংস্থিতি, স্বার্থ ও সম্বর্দ্ধনাই
তোমার অস্তিত্বের সার্থকতা হ'য়ে উঠুক ;
তাঁ'রই সত্তাপোষণী স্বার্থ-সংরক্ষণী অভিযান
তোমার কল্পনায়, বাক্-চাতুর্য্যে
কুশল কর্ম্মতৎপরতায়
সুসঙ্গতি নিয়ে অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,
যা'-কিছু প্রবৃত্তি, যা'-কিছু নিবৃত্তি
তোমার অন্তঃকরণের যা'-কিছু
আশা, ভরসা, লিপ্সা ও অনুবেদনা
তাঁ'রই সত্তা ও স্বার্থের
সার্থক সুসঙ্গত সন্দীপনা নিয়ে
সুনিষ্পন্নতায় কৃতার্থ হ'য়ে উঠুক—
উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার উদ্ভাবনী তাৎপর্য্যে ;
এমন-কি, দুঃখকষ্ট, আশাভঙ্গ, অতৃপ্তি যা'-কিছু
তা'কেও তাঁ'রই উপচয়ী নিষ্পন্নতায়
তৃপ্ত ক'রে তোল ;
আর, এই সুকেন্দ্রিকতা যা'র যেমনতর,—
সে তেমনতর সাধু-প্রকৃতিসম্পন্ন,
বা সাধ্বীও সে তেমনতর,
বোধি তা'র তেমনি সুসঙ্গত,
কর্ম্মও তেমনি তা'র সুদক্ষ,
লক্ষ্যও তেমনি তা'র একাগ্র,
উদ্দেশ্যও তেমনি তা'র সৎ,
ব্যক্তিত্বও তেমনি তা'র পবিত্র ;
বংশানুক্রমিক এমনতর চলনে

শারীরিক কোষগুলি বিশিষ্টভাবে আবর্ত্তিত হ'য়ে
বিবর্ত্তিত সত্তায় সঙ্গতি লাভ করে,
চিন্তা ও মানসিক সম্বেগও
সঙ্গে-সঙ্গে অমনতর হ'তে থাকে,
ফলে, ঐ সুসঙ্গত বিন্যাস-সম্বুদ্ধ
স্বাতন্ত্র্যশীল কোষ-সমন্বিত সত্তার ভিতর-দিয়ে
যে-জাতকের আবির্ভাব হয়,
সেও ঐ বিশেষত্বেরই নানারকম উদ্গতিতে
উদ্ভিন্ন হ'য়ে চলে—
যদি ঐ চলন অব্যাহত থাকে;
এর ব্যতিক্রম যতখানি
নিজ সত্তা ও সন্ততির ব্যতিক্রমও ততখানি;
ফল কথা, ঐ সুকেন্দ্রিক চলন
যা'র যেমন গভীর ক্রিয়াশীল
বিবর্ত্তনও তা'র তেমনতর পদক্ষেপেই চ'লে থাকে,
বিবর্ত্তনের তুকই ঐ। ৪০৯৬।
২৯।১।১৯৫২, সকাল ৯টা।

তুমি পূজা-অর্চ্চনা, দৈবক্রিয়া-কাণ্ড
যা'ই কর না কেন,—
তা' যেন ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের
সার্থক সুসঙ্গত বোধি-সম্পন্ন
সত্যের স্থণ্ডিলে অধিস্থিত হ'য়ে
ইষ্টপ্রাণতার ভিত্তিতে
বেদ, বিজ্ঞান ও বীর্য্যবত্তার উপাসনায়
সার্থক হ'য়ে ওঠে—
সপরিবেশ ব্যষ্টি ও গণজীবনকে

সাত্ত্বিক সম্বর্দ্ধনায় সম্বর্দ্ধিত ক'রে তুলে ;
ঐ একসূত্র-সার্থক বোধি-সম্পন্ন
সুসঙ্গত জৈবী-সংস্থিতিবান যিনি—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তাৎপর্য্যে,—
তিনিই ব্রাহ্মণ,
এই ব্রাহ্মণই জীবন্ত বেদী,
তিনিই গুরু,
তিনিই পুরোহিত,
আর, তৎ-সম্বর্দ্ধনী অনুশীলনই পূজার প্রাণ। ৪০৯৭।
২৯।১।১৯৫২, বেলা ১১-৪০

সেবানুরত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিতর-দিয়ে
যা'রা বোধি-চর্য্যা করে না,
তা'দের বোধগুলি সুসঙ্গতি নিয়ে
বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে কমই। ৪০৯৮।
২৯।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪০

যে-ব্যাপারেই হো'ক না,
অনুশীলন-ভঙ্গী যা'র যেমনতর,
শ্রদ্ধানুস্যূত আগ্রহও তা'র তেমনতর প্রায়শঃ। ৪০৯৯।
২৯।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

তোমার কুল, শীল, জীবন, আত্মাভিমান
লজ্জা, মান, সম্মান, বৈশিষ্ট্য
ভালমন্দ, অর্থ, বিত্ত, ধন, সম্পদ
এমন-কি, জীবনের যা'-কিছু সবগুলিকে

নিঃশেষ ক'রে দিয়েও
অশেষ দুঃখকে আলিঙ্গন ক'রেও
যাঁ'র প্রতি অনুরাগরক্তিম সম্বেগে
তুমি তৃপ্ত হ'তে পার—
উদ্যম-উদ্যত উপচয়ী অনুচর্য্যা নিয়ে,
অশেষ ক্লেশেও সুখ উপভোগ ক'রতে পার
তাঁ'র সত্তাপোষী সুভ-স্বার্থ-সংরক্ষণী অনুক্রিয়তায়—
বাক্যে, ব্যবহারে, কর্ম্মঠ প্রবর্দ্ধনায়—
কোনপ্রকারে তাঁ'র দুঃখদ না হ'য়ে,—
নির্ভর যদি ক'রতে হয়,
আশ্রয় যদি ক'রতে হয়,
এমনতর আপূরয়মাণ শ্রেয় যিনি,
তাঁ'তেই ক'রো;

স্মরণ রেখো,
নিষ্ক্রিয় আত্মোপঢৌকন বা আত্মোৎসর্গ
আত্মসত্তারই অপমান ছাড়া
আর কিছুই নয়কো;
তাই, হয় সক্রিয়ভাবে অমনতর কর,
নয়তো, যেখানে যেমন ক'রে
নিজত্ব বা নিজস্বকে বজায় রেখে চ'লতে হয়,
তেমনি ক'রেই চ'লো;
যদি লুব্ধ ও প্ররোচিত হ'য়ে
ঐ অমনতর অনুরাগের অভিব্যক্তি নিয়ে চল,
আপসোস ও দুঃখে অভিভূত হ'য়ে
দীর্ণ, দিগ্ধ হৃদয়ে
অপলাপেই অবসান হ'তে হবে তোমাকে;
কিন্তু লোভ-ও-প্রত্যাশা-হীন আত্মোৎসর্গ যদি হয়—

সহস্র বন্ধন মাঝে লভিবে মুক্তির স্বাদ
মহানন্দময় । ৪১০০ ।
২৯।১।১৯৫২, রাত ৮টা

তুমি যাঁ'কে চাও,
যা খুশি হও যাঁ'কে নিয়ে,
তোমার নিজত্বের যা'-কিছু
তাঁ'র সত্তা, স্বার্থ ও তৎ-পরিপোষণী পরিবেশে
যদি সঙ্গতিলাভ না ক'রল—
বাস্তবে পরিপোষণী ও পরিরক্ষণী হ'য়ে
আপূরণ-তাৎপর্য্যে,
শরীরে, মনে এবং সম্পদে
সুখদুঃখ-ভালমন্দের ভিতর-দিয়ে,—
তা' হ'লে, ও-চাওয়াও কানা,
পাওয়াও কানা । ৪১০১ ।
২৯।১।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

প্রীতি যেখানে অচ্যুত স্বতঃ-উন্মাদনায়
শ্রেয়পূজায় আত্মোৎসর্গ করে,
আপনাকে দানে ক্রীতদাস ক'রে তোলে,—
সে-দাসত্ব স্বর্গীয় অবদানে
ঐ সত্তাকে সুর-ব্যক্তিত্বে
উদ্ভাসিতই ক'রে তোলে ;
তাই, ঐ দাসত্ব দাসত্ব নয়কো,
অন্তরের সম্রাট-অভিব্যক্তি । ৪১০২ ।
২৯।১।১৯৫২, রাত ৮-৫০

ধর্ম্মের নামে
ধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রতে যেও না—
কুশলকৌশলী সত্তাপোষণী তাৎপর্য্যকে
অবহেলা ক'রে,
সত্তানুশাসী নিদেশকে অবজ্ঞা ক'রে,
যেখানেই এমনতর অতিক্রম বা ব্যতিক্রম,—
বিধ্বস্তির সম্ভাবনাও সেখানে তেমনি উদগ্র ও তৎপর ;
গর্ব্বেপ্সু সহৃদয়তা অনেক সময়
এমনতরই কুহকজাল সৃষ্টি করে,
কিন্তু সুধী ও সুকৌশলী যমন ও নিয়ন্ত্রণে
তা'কে যদি ভেদ ক'রতে না পার,
তবে মূঢ়ত্বেই বিধ্বস্ত হ'তে হবে। ৪১০৩ ।
৩০।১।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

তোমার নিজের জন্যই হো'ক,
পরিবারের জন্যই হো'ক,
আর, পরিবেশের জন্যই হো'ক,
অনেক করণীয়ই অপরিহার্য্যভাবে
তোমার কর্ত্তব্যের আওতায়
অপেক্ষা ক'রে থাকে ;
সেগুলি যেখানে যেমনভাবে ক'রতে হয়,
তা' যদি না কর,
লোকে তোমাকে কর্ত্তব্যবিমুখ ব'লে নিন্দা ক'রবে,
দোষারোপ ক'রবে,
তা'দের শ্লেষ্য হ'য়ে উঠবে তুমি,
আর, তা' না-করার জন্য যে-সব দিগ্‌দারী
তা'ও সহ্য ক'রতে হবে ;

সব সময় মনে রেখো,
এ যা'-কিছু সবই হয়তো
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যার
অন্তরায় হ'য়ে উঠতে পারে কখনও,
তখন এগুলি তোমার পেছটান হ'য়ে ওঠে,
ইষ্টার্থগতি বা অগ্রগতিকে
এগুলি ব্যাহত ক'রে থাকে,
আবার, ঐ করণীয়গুলি না ক'রলেও
তুমি লোকচক্ষুতে হৃদয়হীন ব'লে
প্রতীয়মান হ'য়ে উঠবে ;
কিন্তু যা'ই হো'ক, আর তা'ই হো'ক—
ইষ্টার্থ-পরিচর্য্যাই তোমার জীবনে
মুখ্য হ'য়ে ওঠা উচিত,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
যা' তোমার ইষ্টার্থকে মুখ্যভাবে উপচয়ী ক'রে চলে
সেটিই তোমার প্রথম ও প্রধান করণীয়,
কারণ, ঐ কেন্দ্রায়িত অনুচর্য্যা, বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মঠ অনুসরণের ভিতর-দিয়ে
বোধায়নী নিষ্পন্নতার বহুদর্শী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
তোমার চরিত্র উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠে
ব্যক্তিত্বকে বীর্য্যবান ওজঃ-ব্যক্তিত্বে
সংগঠিত ক'রে তুলবে—
তপশ্চারী অনুবেদনী অনুকম্পায় অনুকম্পিত হ'য়ে,
শারীরিক কোষগুলির সুবিন্যাসী তৎপরতায়
মনকে সংগঠিত ক'রে,
বোধিকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে—
আত্মিক সৌরত-অভিদীপনায়,—

যা' নাকি তোমার, তোমার পরিবারের
ও তোমার পরিবেশের পক্ষে
স্বাস্থ্যদ, শুভদ, বৃদ্ধিদ বোধ, বিত্ত ও সম্পদের
সুচারু বিধায়ক ও বিনায়ক ;
তা'র কাছে ঐ পেছটানের আপাত-কর্ত্তব্যগুলি
সংবর্দ্ধনার অন্তরায় ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
ঐ ইষ্টার্থ-তালে পদক্ষেপ ক'রে
যে-চলনে চ'লেছ,
সেই চলনকে অব্যাহত রেখে
হাতেপাতে যতখানি সম্ভব
ঐ পেছটানের করণীয়গুলি
যদি নিষ্পাদন ক'রে চল,
তা' বরং শোভনীয় হ'তে পারে,
কিন্তু ঐ পেছটানকে মুখ্য ক'রে চ'ললে
তোমার অগ্রগতি যে অচল হ'য়ে উঠবে
তা' কিন্তু অবিসম্বাদী ;
তাই বলি, তোমার ইষ্ট বা শ্রেয়তে
আত্মিক অভিচলনী তাৎপর্য্যে
যা'-কিছু করণীয়কে ন্যস্ত ও নিয়ন্ত্রণ ক'রে
নিজের যা'-কিছু করণীয়
তা'তে যতই নিরাশী হ'য়ে চ'লবে নির্ম্মমভাবে,—
তোমার এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রামেও
তুমি তৎপর হ'য়ে উঠবে ততই,
কিন্তু ঐ পেছটানের আকর্ষণে
যতই জড়ীভূত হ'য়ে চ'লবে—
এগিয়ে যাওয়াও খাবি খেতে থাকবে ততই ;

যা' শ্রেয় বিবেচনা কর
তেমনি ক'রেই চল,
কিন্তু উন্নতিকে অধিগত করার
ঐ একই পন্থা। ৪১০৪।
৩০।১।১৯৫২, রাত ৮টা

অন্যের হীনম্মন্য, প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ অবিশ্বস্ত দুর্ব্যবহার
কৃতঘ্ন আঘাত, অবজ্ঞা ও প্রতারণায়,
বা তৎকর্তৃক স্বীয় সততা ও সুভেচ্ছার
অন্যায্য সুযোগ-গ্রহণে,
মানুষের মনে যে রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা
বা আঘাতের সৃষ্টি হয়,
অথচ যা'র প্রতিক্রিয় অভিব্যক্তি হয় না,
তা' মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ-গহ্বরে
নিহিত ও সঞ্চারিত হ'য়ে
যেমনভাবে যে-বিধানকে
অসমঞ্জস বিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,—
তা'র মানসিক ও যান্ত্রিক বিকারও
তেমনি ক'রেই আত্মপ্রকাশ করে,
বেদনাবিক্ষুব্ধ দীর্ণ হৃদয়
তা'র জীবনকে বিষাক্ত বেদনায়
অতিষ্ঠ ক'রে তোলে;
তাই, তুমি যদি কাউকে
অমনতর বেদনাপ্লুত ক'রে থাক,
প্রার্থনা বা উপাসনা-মন্দিরে ঢোকবার আগেই
ঐ বেদনার উপশম ঘটিয়ে
তা'কে আগে স্বস্থ ক'রে তোল,

তা'রপর ঐ মন্দিরে
আত্মপরিশুদ্ধির জন্য
ঈশ্বরের কাছে উপাসনা ক'রো,
নয়তো, যা'কে আঘাত করেছ,
তা'কে তো দুর্দ্দশায় নিপাতিত করেছই,
আরো, ঐ সংঘাত
তোমার শৌর্য্য বা স্বাভাবিক সহজ চলনকে
যে-কোন মুহূর্ত্তে সাংঘাতিক আঘাত ক'রে
তোমার পাপের পরিণামকে প্রতিষ্ঠা ক'রতে
কসুর ক'রবে না এতটুকুও,
লাখ আপসোসেও
তা'র নিরাকরণ ক'রতে পারবে কিনা সন্দেহ। ৪১০৫।

৩০।১।১৯৫২, রাত ৮-৫৫

যে-কোন উৎপাদনী সংস্থাই হো'ক না কেন,
বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পের বেলায়—
যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য না থাকে,—
মানুষের প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ অনুরাগ
স্বার্থ-সংক্ষুধ হ'য়ে
তা'রই আপূরণ-সন্ধিৎসায়
শিথিল-দায়িত্ব হ'য়ে ওঠে,
আর, সে শিথিল-দায়িত্ব-সম্পন্ন হ'য়েও
ঐ উৎপাদনের লাভ হ'তে
যৌক্তিক আবরণে
অন্যের শ্রমচর্য্যাকে প্রবঞ্চিত ক'রে
নিজের স্বার্থ-আপূরণী সন্ধিৎসায়
বুদ্ধিমতন কোনপ্রকার অপকৌশল অবলম্বন ক'রতে

কসুর করে না,
তাই, সমবায়ী সংস্থাকে
প্রায়ই শ্লথ ও ব্যর্থ হ'তে দেখা যায় ;
কিন্তু যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
দয়িত্ব-সত্তায় দাঁড়িয়ে
নিজেরই অর্জ্জন-তৎপরতায়
ঐ কৃষি ও শিল্পের পরিবেক্ষণ, নিয়মন
ও ব্যবস্থা ক'রতে থাকে,
তখন সে তা'র বোধি ও বৃত্তির
সাধ্যমত সঙ্গতি নিয়েই
তা' ক'রতে থাকে—
লাভেরই আশায়,
তাই, তা'তে তা'র কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী,
কারণ, সে তখন নিজ স্বার্থে অন্তরাসী হ'য়ে
উপযুক্ত সহযোগী অনুকম্পী উপদেষ্টার
সাহায্য নিতে
উন্মুখই হ'য়ে থাকে,
চেষ্টাও করে ;
তাই, বহুল উৎপাদনী ব্যাপারেও
স্বাতন্ত্র্য-সমন্বিত ব্যক্তিসত্ত্বই
শ্রেয় ব'লে মনে হয় ;
আর, তা'তে যা'রা কৃতকার্য্য হ'য়ে ওঠে,
অর্জ্জনপ্রবণ হ'য়ে ওঠে,
ঐ কৃতী অর্জ্জন হ'তে দান-খয়রাত ক'রে
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রে থাকে তা'রা বেশী,
তা'র ফলে, অযোগ্য যা'রা

তাঁদের অনেকেই ঐ সাহায্য বা দানের
পরিপোষণ নিয়ে
স্বাতন্ত্র্য-অভিচলনে চ'লে
সার্থক হ'য়ে উঠতে পারে
বা উঠেও থাকে। ৪১০৬।
২।২।১৯৫২, সকাল ৯-৪০

যা'রা অন্যের সত্তাসম্পোষণী অর্জ্জন থেকে
নিজের সত্তা সম্পুষ্ট ক'রেই চলে—
প্রবৃত্তি-পরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে,
অথচ তা'দের সম্পোষক যিনি,
তাঁ'কে পোষণপুষ্ট করার অন্তরাসী স্বার্থ
যা'দের অন্ধ,—
তা'রা কৃতঘ্ন তো বটেই,
তা' ছাড়া, হিতঘ্নী হ'য়ে থাকে প্রায়শঃ,
সত্তাই তা'দের প্রবৃত্তি-অভিভূত,
তাই, প্রকৃতিও তা'দের দুষ্ট। ৪১০৭।
২।২।১৯৫২, দুপুর ১২-১৫

যা' যত বৈধী সত্তাপোষক,
তা' ততই শ্রেয়। ৪১০৮।
২।২।১৯৫২, দুপুর ১২-২০

প্রীতি যেখানে প্রকট ও অকপট,
প্রিয়র মনোবৃত্ত্যনুরঞ্জিত চলনও
সেখানে তেমনি স্বতঃ ও স্বচ্ছ। ৪১০৯।
২।২।১৯৫২, দুপুর ১২-৩০

সুকেন্দ্রিক অচ্যুত আনুগত্যসম্পন্ন
ইষ্টার্থ বা শ্রেয়ার্থ-পরায়ণ অনুচর্য্যা
যেখানে যেমন ব্যতিক্রান্ত,
পাপ বা পতনও সেখানে
পরাক্রান্ত তেমনি। ৪১১০।
২।২।১৯৫২, রাত ৮-৩৫

সহজ সাবলীল অচ্যুত সুকেন্দ্রিকতার সহিত
অনুরাগ-উদ্দীপ্ত ইষ্টার্থ-আনতি
যেখানে নেইকো,
অথচ তপশ্চরণ প্রবৃত্তি আছে,
সেখানে প্রায়শঃই দেখতে পাওয়া যায়—
উপাসনা ও তপশ্চরণের ভিতরে
সৌরত-উদ্গতিও সামঞ্জস্য লাভ করে না;
বাহ্যিক ব্যাপারেও যেমন তা'র ব্যতিক্রম থাকে—
সাধনার সময়ও তেমনি
অস্বাভাবিক কম্প, দম-আটকান ভাব,
নিদ্রা বা হাইতোলা
ইত্যাদির আমদানি হ'য়ে থাকে;
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
অনুরাগ-সম্বেগ প্রবৃত্তি-চাহিদার দ্বারা
জানিত বা অজানিত-ভাবে ব্যাহত হ'য়ে
বিপরীত সংঘাত সৃষ্টি ক'রে
শারীরিক বা মানসিক অমনতর ব্যতিক্রমের
সৃষ্টি ক'রে থাকে;
কিন্তু যেখানে অনুরাগ
অচ্যুত, সাবলীল ও সুকেন্দ্রিক—

সেখানে বৈধানিক অনুকম্পী আবেশে
অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্পন ইত্যাদি
স্বাভাবিক, সমঞ্জস, সাবলীল অনুদীপনা
নিয়েই হ'য়ে থাকে,
আর, তা'র মর্ম্মকেন্দ্র হয় বোধায়নী অনুভূতি,
যা' সঙ্গতিসম্পন্ন প্রীতিপ্রদীপ্ত—
তালিমী তৎপরতায়,
তাই, তা' মধুর, দীপ্ত, হৃদয়াকর্ষক। ৪১১১।
২।২।১৯৫২, রাত ৯-১০

বৈধীভাবে বিবাহ চ'লতে পারে
এমনতর ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যভিচারও হয়,
আর, সে-ব্যভিচার যদি
শ্রেয়ানুধ্যায়িতার সহিত
সুসম্বেগী তদুপচয়ী অনুচর্য্যা-পরায়ণ হয়—
সুকেন্দ্রিক সার্থকতায় অন্বিত হ'য়ে,—
তাও শ্রেয়,—
অবিশ্বস্ত, পরশোষী, দুঃখদ, ক্রূর, কুৎসিত
চরিত্রের চেয়ে,
যদিও ব্যভিচার নিন্দনীয়ই। ৪১১২।
২।২।১৯৫২, রাত ৯-৩০

মনে রেখো,
তোমার আধিভৌতিক শক্তি ও সম্পদ
যা' তোমার কর্ম্মানুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
অভিব্যক্ত হ'য়ে উঠেছে—
স্ফোটন-উন্মাদনায়,

তা' তোমারই অন্তরস্থ জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের
কৌলিক, সার্থক, সুকেন্দ্রিক তপশ্চারী গুণাবলীর
সঙ্গতিসম্পন্ন সক্রিয় কর্ম্মদীপনা
ও তোমার অন্তরেরই সুষ্ঠু সম্বেগ-সম্পন্ন
বোধায়নী তাৎপর্য্যের
সংসিদ্ধ তৎপরতা হ'তেই উদ্ভূত,
যে-গুণাবলী যত হৃদ্য, লোকপ্রিয়
সত্তাপোষণী সংহত দীপনায় দেদীপ্যমান
তা'রই প্রবুদ্ধ আকর্ষণ
লোক-অন্তরকে ততই যুতযোগ্যতায় অভিদীপ্ত ক'রে
তোমাতে সশ্রদ্ধ সম্বুদ্ধ ক'রে
তা'দেরই সক্রিয় জীবন-অভিযানের
উচ্ছল অবদান-স্বরূপ
যা' তোমাকে উপঢৌকন দিয়েছে
তা' তোমার সত্তার সত্ত্ব হ'য়ে
তোমাকে পরিভৃত ক'রে তুলেছে,
তুমি তাই সেগুলির অধিকার লাভ ক'রেছ,
তোমার সত্তা ঐগুলিতে বিস্তার লাভ ক'রে
সত্ত্ববান হ'য়ে উঠেছে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক শ্রেয়ার্থ-পরিবেদনায়
তদর্থপরায়ণ হ'য়ে
তোমার অন্তরকে যতই
ঐ ছন্দে ছন্দায়িত ক'রে তুলতে পারবে—
আদানে-প্রদানে—
ঐশ্বর্য্য বা সম্পদও
সেইরূপেই তোমাকে সেবা ক'রে চ'লবে ;

আবার, হৃদ্য সত্তাপোষণী গুণাবলী
যেমনতর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ক'রে তোলে,
বিচ্ছিন্ন, বিকেন্দ্রিক গুণাবলী
যা' দোষ ব'লে আখ্যায়িত হয়—
তা' মানুষকে তদনুপাতিক
দৈন্যেরই অধিকারী ক'রে তোলে। ৪১১৩।
৪।২।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

কা'রও শুভেচ্ছাসন্দীপ্ত সত্তা
যা' বাক্ ও বাস্তবে ফুটন্ত,—
তা'কে আঘাত ক'রো না,
বিক্ষুব্ধ বিশ্বাসঘাতকতায়
দীর্ণ ক'রে তুলো না তা'কে,
তা'র প্র-স্বস্তিকে পদদলিত ক'রো না
ঈশ্বর তা' সহ্য করেন না;
যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ ক্রূর সংঘাত-জর্জ্জরিত যে
প্রীতি-অনুচর্য্যায়
তা'কে প্রশমিত ও প্রস্বস্তি-পরায়ণ ক'রে তুলতে
না পারছ,
ঐ আভিঘাতিক প্রতিক্রিয়া
তোমাকে রেহাই দেবে না কিছুতেই;
স্নেহল শ্রেয়-প্রীতিকেও অবজ্ঞা ক'রো না,
আহত ক'রো না,
দাম্ভিক দৌরাত্ম্যে
দীর্ণ ক'রে তুলো না তা'কে,
ঈশ্বরের অনুকম্পা বিকম্পিত হ'য়ে উঠবে তা'তে,
তুমি ধুক্ষিত অন্তরে

নিঃসাড়ের মত
বিরুদ্ধ পরিবেশে মরুচারী হ'য়ে থাকবে,
অনুকম্পাহারা অনুবেদনা
তোমাকে দংশন ক'রতে থাকবে নিয়ত ;
তাই, সাবধান থাক,
অমনতর যদি কিছু ক'রে থাক,
এখনও ফিরে যাও,
তা'কে সুস্থ, স্বস্থ, ফুল্লদীপী ক'রে তোল,
মার্জ্জনা নেমেও আসতে পারে। ৪১১৪।
৪।২।১৯৫২, বিকাল ৫-২৫

ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ—
সত্তাপোষণী-ইষ্ট-পরিসেবী অভিযানে
যদি সক্রিয় হ'য়ে না ওঠ—
উপচয়ী নিষ্পন্নতার কৃতী তাৎপর্য্যে,

ঠিক জেনো,
তোমার অন্তর্নিহিত সৌরত-সন্দীপনা
প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ মত্ততা নিয়ে
দীর্ণতায় খান-খান হ'য়ে উঠবে,
কিছুতেই সঙ্গত তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গতি নিয়ে
বোধায়নী পরিক্রমায় চ'লতে পারবে না ;
ঐ প্রবৃত্তি-সংঘাত
যতই তোমার ইষ্টার্থ-পরিক্রমাকে
বিচ্ছিন্ন ক'রে তুলতে থাকবে,—
ঈশ্বরের দয়াও তেমনি খান-খান হ'য়ে উঠবে,

অনুগ্রহকেও
তুমি অভিশপ্ত ক'রে তুলবে অমনি ক'রেই,
অচ্যুত অনুরতিকে
একটা বিকৃতি ভঙ্গিমায়
শ্রেয়হারা পৈশাচিক তালে
পূতিনর্ত্তনে নাচনশীল ক'রে চ'লবে,
ব্যভিচার-বিক্ষুব্ধ ডাইনী-চক্ষু
তোমাকে নিঃশেষের দিকেই নিয়ে চ'লবে,
অবিশ্বস্ত তোমার,
বিভ্রান্ত তোমার,
অশ্রেয়পন্থী তোমার
বিলোল বিকেন্দ্রিকতায়
বিকৃতির বিহ্বল শয়নে
স্থবির হ'য়ে থাকা ছাড়া
আর পথই থাকবে না;
তুমি এখনও তাঁ'কে স্পর্শ কর,
পাষাণমুক্ত হও,
উদ্ধারের আলোকে আত্মনিয়োগ কর,
দেখবে স্বস্তি ঐ অদূরেই। ৪১১৫।
৪।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬·৫০

স্বার্থসন্ধিক্ষু, অনুচর্য্যাবিহীন,
প্রিয়স্বার্থ-সংরক্ষায় উদাসীন,
আত্মস্বার্থত্যাগে বিমুখ,
চাহিদাক্লিষ্ট, আত্মপোষণ-তৎপর,
প্রীতি-অবদান উৎসৃজী-আগ্রহ-হীন—
এমনতর যে-প্রীতি, তা' সন্দেহের। ৪১১৬।
৪।২।১৯৫২, রাত ৭-২০

যা'রা বাস্তব শ্রেয়কে
উপেক্ষা বা অবহেলা ক'রে
অবাস্তবের উপাসনা করে,
তা'কে তা'রা শ্রেয়ই মনে করুক
বা সৎই মনে করুক—
তা'র ফলে তা'রা
সুকেন্দ্রিকতায় সমাহিত তো হয়ই না,
বরং অবিন্যস্ত প্রবৃত্তির খামখেয়ালী চলন
নানা রূপে, নানা রংএ আরম্ভ হয়,
তা'দের প্রবৃত্তির অবচেতন অভিধ্যায়িতা
কল্পিত মানস-মূর্ত্তিতে
বা দৈববাণীর মত অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন পরিক্রমায়
ছন্ন তাৎপর্য্যে
মূঢ়ত্বেই অবশায়িত হ'তে থাকে,
ঐ ছন্ন বিভূতি বেতাল ছন্নতায়
বাস্তব বিবর্ত্তনকে রুদ্ধ ক'রে তোলে। ৪১১৭।

৪।২।১৯৫২, রাত ৭-৫৫

প্রশ্নশূন্যভাবে
প্রিয়স্বার্থ মুখ্য বা প্রধান হ'য়ে ওঠে যেখানে—
সানন্দ আত্মস্বার্থত্যাগে,—
প্রীতি সেখানেই। ৪১১৮।

৪।২।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

জৈবী-সংস্থিতির
অন্তর্নিহিত সংস্কার-সংহতি যেমনতর,
জীবনের ঝোঁকও তেমনি হ'য়ে ওঠে,
আর, মানুষ পরিবেশের ভিতর থেকে
তা'ই আহরণ ক'রে চলে,
এই তা'র প্রাকৃতিক চলন,
সুবিন্যস্ত পরিবেশের পোষণ যেখানে যেমন পায়,—
সংহতির গুণাবলী
সেখানে তেমনতর সুষ্ঠুভাবে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
আর, যেখানে তা' না পায়—
ঐ গুণাবলী শুষ্ক ও শীর্ণ হ'য়ে চলে ;
আবার, ঐ সংস্কার-সংহতি
যে রাগনিবদ্ধ হ'য়ে সংহত হ'য়ে থাকে,
তা'রই বাস্তব অনুপ্রেরণী কেন্দ্র যেখানে পায়,—
সেখানে অন্তর্নিহিত গুণাবলী সক্রিয় হ'য়ে
তা'র জৈবী-সংহতিকে
তেমনতরভাবেই
সংবুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ ক'রে চ'লতে থাকে,
সত্তা-শক্তিকেও তদনুযায়ী কর্ম্মে নিয়োগ ক'রে
বীজের বৈধানিক তাৎপর্য্যকে
দানা বেঁধে তোলে
ঐ সত্তার সত্ত্বকে বিস্তারে বিস্তৃত ক'রতে-ক'রতে ;
এমনি ক'রেই জীবন আহরণ করে,
পুষ্টি পায়,
বাস্তবে বিস্তার লাভ করে,
বৃদ্ধিতে বিবর্ত্তনের দিকে ছুটতে থাকে ;
তাই, সুকেন্দ্রিক হও,

অন্তরাসী হ'য়ে উঠে কেন্দ্র-স্বার্থী হও,
ঐ স্বার্থানুগ অনুদীপনায়
তোমার যা'-কিছু উপকরণকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,
ঐ অন্তরাস-নিবদ্ধ বোধায়নী কর্ম্মদীপনায়
বিধানকে বিধায়িত ক'রে
তেমনি ক'রে বিবর্ত্তনে অধিরূঢ় হ'য়ে চল। ৪১১৯।

৫।২।১৯৫২, সকাল ৮-১৫

প্রিয়ানুরতির আদিম লক্ষণই হ'চ্ছে—
প্রিয়র সঙ্গ-উপভোগেচ্ছা,
তাঁ'র দুঃখদ যা' তা'র নিরোধ-প্রবৃত্তি,
তাঁ'র অনুচর্য্যায় আত্মপ্রসাদ;
বোধি-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
তাঁ'র অনুবর্ত্তনে
তাঁ'রই মনোজ্ঞ রকমে আত্মবীক্ষণ ও বিন্যাস;
নিজে নিঃস্বার্থ হ'য়েও
তদর্থী যা' তা'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার পরিপ্রয়াসে
সক্রিয়ভাবে তা'কে নিষ্পাদন ক'রে তোলা;
দুঃখদ অবস্থায়ও তাঁ'র সঙ্গতিতে
সুখ বোধ করা—
উৎফুল্ল আবেগময়ী অনুচর্য্যা-নিরত অনুবেদনায়;
নিজে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েও
তাঁ'র অবস্থা ও সঙ্গতিকে সর্ব্বস্ব ক'রে নিয়ে
গৌরবদীপনায় নিজেকে সার্থক অনুভব করা;
আর, তাঁ'কে কেন্দ্র ক'রেই
তাঁ'রই সার্থকতায় আত্মবিস্তার
ও বিবর্ত্তনী বর্দ্ধনাকে প্রেয় ব'লে অনুভব করা;

দোষদর্শিতা, অবিশ্বস্ততা, রাগবিচ্যুতি
ও অব্যবস্থ চলনকে
সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রে চলা ;
আঘাত, ব্যাঘাত, অমর্য্যাদা,
আত্মসম্মান, মান, অভিমান, দুর্দ্দশা ইত্যাদিকে
নগণ্য জ্ঞান ক'রে
তৎ-নিবদ্ধতায় নিজেকে স্বস্থ অনুভব করা। ৪১২০।

৫।২।১৯৫২, বেলা ১০-৩০

যা'রা নিজের দোষকে চাপা দিয়ে
অহিত প্ররোচনায়
যুক্তিজালে চুণট ক'রে
পরিচ্ছন্নভাবে
লোকচক্ষু ধাঁধিয়ে চ'লতে থাকে,
আত্মদোষ-খ্যাপন বা আত্মানুসন্ধিৎসায়
তা'র নিরাকরণ ক'রে
পরিশুদ্ধি লাভ ক'রতে চায় না,—
তা'রা ইহকাল, পরকালে
বিদগ্ধী রৌরব-আবর্ত্তনে
দিন কাটাতে বাধ্য হয়—
ঘৃণ্য, অপদস্থ ও উৎপীড়িত হ'য়ে। ৪১২১।

৫।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪০

যা'রা অন্যের ত্রুটিই খুঁজে বেড়ায়,
তা'দের প্রতি কে কী করল অপরাধজনক
তা'তেই যা'দের লক্ষ্য,
আবার, পদে-পদে যা'রা

নিজেদের অপদস্থ মনে করে,
তা'রা নিজের দোষ ও ত্রুটিতে
যে বেশ উদাসীন,
তা' প্রায়ই দেখা যায়,
তাই, তা'দের সংশোধনও সুদূরপরাহত ;
কিন্তু নিজের দোষ, ত্রুটি, অপরাধ
ইত্যাদি নজরে প'ড়ে
যা'রা সংশোধনতৎপর হ'য়ে ওঠে,
তা'দের পরিশুদ্ধি সহজলভ্য,
তা'র মানেই
তা'রা সৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন, শুভপ্রয়াসী। ৪১২২।
৬।২।১৯৫২, সকাল ৯টা

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী,
তা'র মানেই হ'চ্ছে, তুমি যেমন হবে—
তেমনিই তিনি গ্রহণ করবেন ;
শুধু ভাবের ঘুঘু হ'য়ে থাকলে চ'লবে না,
ভাব কথার মানেই হওয়া,
অনভিব্যক্ত শুধুমাত্র মনঃকল্পিত
ভাবপ্রবণতার ধার তিনি ধারেন না,
শরীর ও মনের সঙ্গতিপূর্ণ সক্রিয়
সার্থক বিন্যাসই তাঁ'র পূজার অর্ঘ্য,
চরিত্রে ফুটন্ত হ'য়ে
বৈধানিক সংস্থিতি এনে
বাক্য-ব্যবহার, চাল-চলন, আচার, বোধ ও বিদ্যায়
বাস্তবভাবে তুমি যা'—
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক বাস্তব তাৎপর্য্যে,—

ঈশ্বরের কাছে তুমি তা',
আর, তিনি তা'ই-ই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ৪১২৩।
৬।২।১৯৫২, সকাল ৯-২৫

যে অনুধ্যায়ী আবর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বোধদ্যুতির অনুবেদনায়
কোন-কিছুর মর্ম্ম প্রকাশিত হ'য়ে
কান্তিতে বিন্যাস প্রাপ্ত হয়,
ঐ অনুপ্রেরিত পরিবীক্ষণার বোধপ্রকাশই
জ্যোতি বলে অভিহিত হয়,
যা'র ভিতর-দিয়ে
দর্শন সংঘটিত হ'য়ে থাকে;
ব্রহ্মজ্যোতিঃ, দেবজ্যোতিঃ
বা সাধ্যবস্তুর প্রকট-দীপনা
যা' তত্ত্বতঃ-তথ্যে আবির্ভূত হ'য়ে
বোধে বিকাশ লাভ করে,—
তা' ঐ। ৪১২৪।
৬।২।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

সৎকুল অর্থাৎ যে-কুল কোনপ্রকারেই
ব্যতিক্রান্ত হয়নি,
তা'র লক্ষণ হ'চ্ছে—
বংশানুক্রমে অভ্যস্ত বিশ্বস্তি-সংসিদ্ধ অচ্যুত
শ্রেয়ানুরতি,
শান্ত, দান্ত, ক্ষমাপ্রবণ, শুচি,
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন চরিত্র,
তপানুচর্য্যী অনুশীলন,

বৈশিষ্ট্যানুপাতিক আভিজাত্য-বোধ ও আপ্যায়না,
সম্বিৎসাপূর্ণ বোধায়নী প্রবৃত্তি,
স্বার্থ-নিরপেক্ষ সমঞ্জসা গণহিতী প্রবোধনা
ও সদনুশাসিত চলন ;
এগুলির অভাব যেখানে যত
কৌলিক অবনতিও সেখানে তত। ৪১২৫।
৬।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৫

তোমার উপরে যা'রা নির্ভরশীল,
বা তুমি নির্ভরশীল যা'দের উপর,
সম্ভব হ'লে, সুবিধামত
তা'দের নিকটে যেও মাঝে-মাঝেই,
তা'দের সহিত আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
বা যেখানে প্রয়োজন সাহায্যের ভিতর-দিয়ে
চেষ্টা ক'রো—
যা'তে তা'রা তোমার সাহায্যে
শ্রেয়প্রতিষ্ঠ সৎ-সন্দীপনা নিয়ে
বৈশিষ্ট্যানুগ যোগ্যতায়
ক্রম-অধিরূঢ় হ'তে পারে
বা তা' আয়ত্ত ক'রে
দুর্দ্দশার হাত হ'তে এড়াতে পারে—
ব্যক্তি-বিবর্দ্ধনী তান্ত্রিকতায় অটুট থেকে ;
যতটুকু পার,
এ প্রচেষ্টা হ'তে বিরত থেকো না,
ফল কথা, তোমাকে যা'তে তা'রা
আপনজন বিবেচনা ক'রতে পারে নিঃসন্দেহে,—
বিশেষ নজর রেখো তা'র দিকে ;

অবশ্য, সব সময় হিসেব রেখো—
কা'দের মধ্যে যাওয়া বা মেলামেশা
তোমার ও তা'দের পক্ষে শুভপ্রদ,
আর, সেখানেই যেও ;
আবার, যেখানে ঐ যাওয়া-আসা
আশঙ্কা ও সন্দেহজনক ব'লে বিবেচিত হয়,
সেখানে না গিয়েও
যথাসম্ভব তা'দের প্রতি নজর রাখতে ভুলো না ;
তা'রা যেন ভাবতে পারে—
তোমার নজর তা'দের উপর আছেই,
তুমি তা'দের শ্রেয় আত্মীয় ও সুহৃদ—
তা' তুমি যে-মর্য্যাদা নিয়েই থাক না কেন ;
দেখবে, প্রয়োজনের ডাক যখন
তোমাকে অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে,
সৌহার্দ্দ্য-সন্দীপী সুবিধা
প্রসাদমণ্ডিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪১২৬।

৬।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তোমা হ'তে শ্রেয়কুলসম্ভূত,
শ্রেয়নিষ্ঠ তপানুশীলনপ্রবণ,
সুসঙ্গত বোধি-প্রবুদ্ধ, বরেণ্য—
এমনতর বরকেই বরণ কর—
শ্রেয়ানুগ তদর্থ-তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়ী হ'য়ে,
তদনুবর্ত্তিনী হও—
হৃদ্য, মনোজ্ঞ ব্যবহারে,
তাঁ'র সত্তাপোষণী সর্ব্বস্বার্থ-সংরক্ষিণী হ'য়ে
সদাচার-সমন্বিত অনুচর্য্যাপরায়ণা হও—

পালনে, পোষণে, পূরণে ও উপচয়ী সুমন্ত্রণে,
তোমার আচার, ব্যবহার, বিনয়, বোধি
ও কর্ম্মকুশলতা যেন
পরিবার ও পরিবেশে
তোমার স্বামীকেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলে
শ্বশুরকুলের শ্রেয়জন-সহ—
নিরলস, সুব্যবস্থ, দুঃখদ দোষারোপ-বুদ্ধিহীন
বিনীত, পূত-তাৎপর্য্যে,
সৌজন্য-সম্বুদ্ধ পরাক্রমে ;
এমনি ক'রে চ'লতে থাক,—
সুজাতকের জননী হ'য়ে
সম্বর্দ্ধনায় নিজেকে নন্দিত ক'রে তুলতে পারবে ;
যে-পরিণয়ে স্ত্রী
স্বামীর চরিত্রানুগ আচার-ব্যবহারে
সশ্রদ্ধ আনতি-সম্বুদ্ধ সহ্য-ধৈর্য্য-অধ্যবসায়ী অনুচর্য্যায়
অক্ষুণ্ণ থেকে
স্বামীর স্বার্থে অচ্যুতভাবে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
তাঁ'রই উপচয়ী পরিচর্য্যায় নিরত,—
সেখানে অন্ততঃ এতটুকু বোঝা যেতে পারে—
আর কিছু থাক বা না থাক
সেই স্ত্রীর চারিত্রিক সঙ্গতি
অনেকখানি বিদ্যমান। ৪১২৭।
৬।২।১৯৫২, রাত ৭-১০

প্রীতির বাহ্যিক পরখ বা মানদণ্ডই হ'চ্ছে—
নিরন্তর সম্বেগ-সম্বুদ্ধ অচ্যুত অনুরতির সহিত

কে কতখানি প্রিয়র পরিপোষণে
স্বার্থত্যাগ ক'রে—
এমন-কি, নিজের প্রবুদ্ধ-সম্বুদ্ধ চাহিদাকে
তৎস্বার্থে নিয়মন ক'রে
সুখ অনুভব করে,
বা প্রিয়কেই আপন স্বার্থ মনে ক'রে নিয়ে
তদনুচর্য্যাপরায়ণ হ'য়ে
আত্মপ্রসাদে অভিনন্দিত হ'য়ে চ'লেছে,
বা, প্রিয়-পরিসেবী অনুচর্য্যায়
ক্লেশসুখপ্রিয়তার সহিত
এমন-কি, তাঁ'র তাড়ন, পীড়ন, অবজ্ঞা সত্ত্বেও
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায় আত্মনিয়োগ ক'রে,
নিজেকে সার্থক বিবেচনা করে;
কিন্তু ধর্ম্মানুশীলনী অনুচর্য্যা হিসাবে
মানুষ এমনতর যা' করে
তা'কে বাদ দিয়ে এগুলি দেখতে হয়,
কারণ সেখানে, লক্ষ্য বা কামনা আত্মোন্নয়ন,
প্রিয় নাও হ'তে পারে। ৪১২৮।
৭।২।১৯৫২, বিকাল ৪-৩০

অনুকম্পী, সৌজন্যপূর্ণ, হৃদ্য ব্যবহার ও অনুচর্য্যায়
মানুষের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট ক'রে তোল,
যা'তে সে তোমাতে
দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি-ভান্ত্রিকতা
যে সমস্ত সৎ-বনামী উপপন্থার সৃষ্টি করেছে,
বা ভ্রমাত্মক অপলাপী পথকে

বাস্তবভাবে আন্তরিকতা নিয়ে
ন্যায্য ব'লে গ্রহণ করেছে,—
যা'র পরিণাম
ব্যাহতি ছাড়া আর কিছুই নয়কো,—
সেগুলিকে প্রতিরোধ কর,
সংশোধন কর,
নিয়ন্ত্রণ ক'রে সত্যে সুদৃঢ় ক'রে তোল—
সম্বেগী অভিগমনে ;
এই ক'রতে যেমনতর বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্র নিয়ে
অনুবর্ত্তন ও অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে চ'লতে হয়,
তেমনি কর—
তা'কে কৃতার্থ-মণ্ডিত ক'রে তুলতে ;
এই হ'চ্ছে, সার্থক শ্রেয়-পরিবেষণী ব্যক্তিত্ব
যা'তে তুমি তা'কে সার্থক ক'রে
সার্থকতায় সন্দীপ্ত হ'য়ে রইবে। ৪১২৯।
৭।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তুমি তোমার শ্রেয়ের প্রতি
যেমন আচরণ ক'রবে বা চ'লবে,
তোমা হ'তে অপকর্ষী যা'রা
তা'রা তা' যত দেখবে, বুঝবে—
ক্রমে-ক্রমে তোমাকে অনুসরণও ক'রবে তেমন ;
তাই, মনে রেখো,
তোমার ঐ শ্রেয়-আচরণে
যেমন তোমার মঙ্গল,
তেমনি অন্যেরও ;

যদি তা' না কর,
তুমিও পাবে না কিন্তু। ৪১৩০ ।
৭।২।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

উপযুক্ত আহার,
সদাচার-সমন্বিত, বৈধী, সুকেন্দ্রিক,
শ্রেয়ার্থসন্দীপী চলন
ও শ্রেয়কেন্দ্রিক তপশ্চরণের
নিরন্তর নিয়মন-অনুচর্য্যায়
বৈধানিক কোষ-সমাবেশের ওজদীপনা
ক্রমবর্দ্ধনশীল হ'য়ে
মানসিক, আধ্যাত্মিক উচ্ছলতায় অভিদীপ্ত ক'রে
সর্ব্বাঙ্গীণ সর্ব্বসঙ্গতিসম্পন্ন বোধিদীপনাকে
পরিপুষ্টির সহিত
বিবর্ত্তনের পথে আবর্ত্তিত ক'রে চলে,
ফলে, শরীর, মন ও সত্তার
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
প্রভূত উন্নতিই সাধিত হ'য়ে থাকে ;
আর, ঐ এমনতর ক্রম-অভ্যাসের ভিতর-দিয়ে
অভ্যস্ত গুণাবলীর
ঔপাদানিক বিন্যাস-সুসংহিত হ'য়ে
বিহিত পরিণয় ও প্রজনন-সূত্রে
বংশপরম্পরায় অনুক্রমণ-তৎপরতায়
বিশেষ বৈশিষ্ট্যবান জৈবী-সংস্থিতির
সংবিধান ক'রে তোলে,
আর, ঐ জৈবী-সংস্থিতি-সমন্বিত বৈশিষ্ট্যবান জাতকেরও
আবির্ভাব হয় অমনতর ক'রে ;

আবার, ঐ বিবর্ত্তনী-বিধির ব্যতিক্রমে,—
যা' প্রায়শঃই পরিণয়ের ভিতর-দিয়ে
সংঘটিত হ'য়ে থাকে—
প্রতিরোধ-সঙ্গতিকে দুর্ব্বল ক'রে তুলে,—
ঐ উৎক্রমণের অপলাপও সংঘটিত হ'য়ে চলে,
ওজঃ-উজ্জীবনও নষ্ট হ'য়ে যায় ;
এমন-কি, অব্যবস্থ, দ্বিত্বমনা,
অবিশ্বস্ত দুর্ব্বল ক্রূর মস্তিষ্কের
আবির্ভাবও হ'য়ে থাকে অমনি ক'রেই ;
তাই, উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান স্তরই হ'চ্ছে
বৈধী পরিণয়—
যা'র ফলে, মেধা, আয়ু, বল, বীর্য্য, বর্ণ
ও পটুত্ব-সমন্বিত জৈবী-সংস্থিতি-ওয়ালা
জাতকের আবির্ভাব হ'য়ে থাকে। ৪১৩১।
৮।২।১৯২৫, বেলা ১১টা

যখন দেখবে—
কেউ কা'রও সহিত বা কাহাদের সহিত
কথোপকথনে নিযুক্ত,
তখন তুমি অনাহূত অবস্থায় উপস্থিত হ'য়ে
ঐ কথোপকথনের অংশীদার হ'তে যেও না,
যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দেখছ,
ঐ কথোপকথন একটা বিসদৃশ অবস্থায়
বা অপমান-সূচক অবস্থায় আবির্ভূত হ'চ্ছে ;
আবার, কেউ যদি কাহাদেরও সঙ্গে
কথোপকথনে নিযুক্ত থাকে,
তুমি যদি আহূত হও

বা সেখানে যদি উপস্থিত থাক,
তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয়—
সুষ্ঠু, হৃদ্য বাক্‌ভঙ্গী ও অনুচর্য্যা নিয়ে
ঐ আলোচনা যা'তে
সুসঙ্গতিতে সার্থক হ'য়ে ওঠে
এমনতরভাবে তা'র আদর্শ বা উদ্দেশ্য-মাফিক
সাহায্য যদি ক'রতে পার,
তা'ই-ই কিন্তু শ্রেয় ;

আর, জিজ্ঞাসা ক'রলে
বিনীত সৌজন্যে
সুযৌক্তিক, বীর্য্যশালী, দৃঢ়প্রত্যয়ী সমর্থনে
তৎ-সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত ক'রো—
যা'তে কথোপকথনে নিযুক্ত যে বা যা'রা
বা শ্রোতা যা'রা
তা'দের প্রত্যেকেই উপকৃত হ'য়ে ওঠে ;

তাই, অনাহূতভাবে যেয়ে
বা সেখানে উপস্থিত থেকে
একটা বিসদৃশ অবস্থার সৃষ্টি করা
অভদ্রোচিত, অনৈতিক স্নায়ুবিকার ছাড়া
আর কিছুই নয়কো ;

হৃদ্য অভিব্যক্তির সহিত
যতখানি সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়
ও অনুচর্য্যার প্রয়োজন,

তা' নিয়ে
যে বিষয় বা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হ'চ্ছে
তা'র উপচয়ী অনুবর্ত্তনায়

শ্রেয় সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওনই
কিন্তু কথোপকথনের সার্থকতা;
নয়তো, ব্যতিক্রমে ব্যাঘাত-সৃষ্টি
উভয়ের পক্ষে অমঙ্গলসূচক,
এবং তা' দ্রোহেরই আমন্ত্রক। ৪১৩২।
৮।২।১৯৫২, রাত ৭-১০

যা'রা বিকেন্দ্রিক, অব্যবস্থ, অস্থিরমতি
যা'দের চলন ঔদ্ধত্যব্যঞ্জক,
জীবনে তা'দের সুযোগই মেলে কম,
আর, মিললেও
তা'র অপব্যবহারই হ'য়ে থাকে বেশী। ৪১৩৩।
৮।২।১৯৫২, রাত ৮-৩০

যা'রা ঈশ্বরকে ভালবাসে,
তা'রা মানুষকেও ভালবাসে,
মানুষকে কেন,
জীবজগৎকেও ভালবাসে,
আর, সে-ভালবাসা
প্রায়ই তা'র অন্তর্নিহিত সত্তাকে উপলক্ষ্য ক'রে—
যে-সত্তা ঈশ্বরেরই আশীর্ব্বাদের প্রকট ভাব—
ঐ কান্তিরই প্রকট প্রকাশ;
যা'রা মানুষকে ভালবাসে.
তা'র বৈশিষ্ট্যকেও ভালবাসে তা'রা,
আর, বৈশিষ্ট্যকে ভালবাসে ব'লে
তার বিভবকেও ভালবাসে;

কারণ, বৈশিষ্ট্য ও বিভব হ'চ্ছে—
সত্তারই অন্তর্নিহিত গুণবিকাশ
যা' জৈবী-সংস্থিতিতে অন্তর্নিহিত থেকে
জীবনে প্রকট হ'য়ে ওঠে ;

তাই, মানুষের বৈশিষ্ট্য ও বিভবকে উপেক্ষা ক'রে
যা'রা মানুষকে ভালবাসে
ব'লে থাকে,—
তা'রা মানুষকেও ভালবাসে কিনা সন্দেহ ;

কারণ, যা'রা বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে
মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়
শুভেচ্ছা দেখায়,
তা'রা সত্তাকেই অবজ্ঞা করে,
আর, তা'রই অপলাপের আমন্ত্রক হ'য়ে দাঁড়ায় ;

কারণ, প্রতিটি ব্যষ্টিকে
উৎক্রমণশীল ক'রে
বিবর্ত্তনে বিকাশপ্রবণ ক'রে তুলতে হ'লে,
ঐ সত্তারই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে
বিকাশোন্মুখ ক'রে তুলতে হবে—
বৈশিষ্ট্যমাফিক বিহিত অনুচর্য্যায়,
নয়তো, তা' হবে না ;

বৈধী শ্রেয়-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হয়—
তা' শ্রেষ্ঠ-বৈশিষ্ট্যশীলই হ'য়ে থাকে,
আর, যা' ব্যতিক্রমের ভিতর-দিয়ে
উদ্গত হয়—
তা' অপকৃষ্টই হ'য়ে থাকে ;

প্রতিটি মানুষই
তা'র বিশেষত্ব নিয়ে প্রকট হ'য়েছে,—
মানুষ কেন-প্রতিপ্রত্যেকেই,
আর, তা'ই দিয়ে প্রতিপ্রত্যেকেই এক-একটি ব্যষ্টি ;
আবার, এই একজাতীয় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যবান
কতকগুলি নিয়ে একটি গুচ্ছ ;
এদের প্রতিপ্রত্যেকেই
প্রতিপ্রত্যেকের কাছে প্রয়োজনীয়
তা'র জীবনক্রমণার পথে উপযুক্ত সময়ে,
তাই, প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যেকেই অপরিহার্য্য—
তা'র পরিরক্ষণে, পরিপোষণে ও আপূরণে ;
যা'রা বোঝে, জানে,
আর বোধায়নী পন্থায় মানুষকে ভালবাসে,
তা'রা বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রে
এমনি ক'রেই বাসে ;
নয়তো, তা'র পিছনেই আছে
অজ্ঞ, মূঢ়-আকর্ষণ,
জাহান্নমের ডাইনী ডাক ;
তাই, যদি ভালই বাস,
যা'তে ভাল হয় তা'ই কর,
বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রো না। ৪১৩৪।

৮।২।১৯৫২, রাত ৯-৩৪

শিক্ষা মানেই হ'চ্ছে—
সশ্রদ্ধ সুকেন্দ্রিকতায়
বোধায়নী তাৎপর্য্যে

যোগ্যতা-উৎসারণী সৌকর্য্যে
চরিত্রকে সার্থক সুসঙ্গত ক'রে তোলা ;
তা' যেখানে নয়কো,—
সে-শিক্ষা ছন্নতামাত্র। ৪১৩৫ ।
৯।২।১৯৫২, বেলা ১২টা

আশীর্ব্বাদ মানে অনুশাসন-বাদ,
বৈধী নিয়মন-বাদ,
অর্থাৎ, কেমন ক'রে কী হয়—
তা'র তুক বাতলানো ;
আর তা' বাদে,
'তুমি ভাল থাক', 'বেঁচে থাক', 'ভাল হ'য়ে চল'
'তুমি জয়লাভ কর', 'তোমার শুভ হউক'—
ইত্যাদি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বচনই স্বস্তিবাদ,
অর্থাৎ, 'তুমি ভাল থাক' এমনতরই স্বতঃ-অনুজ্ঞা ;
আর, কোন ব্যাপার বা বিষয়ে
নিজে হর্ষোৎফুল্ল হ'য়ে
তা'র যে ব্যাখ্যাত আপ্যায়ন,
তা'ই হ'চ্ছে প্রশস্তিবাদ,
এমন-কি, যেখানে গুণ ব্যাখ্যাত হয়,
তা'ও কিন্তু প্রশস্তিবাদ ;
তাই, আশীর্ব্বাদ, স্বস্তিবাদ ও প্রশস্তিবাদের ভিতর
ভুল ক'রো না। ৪১৩৬ ।
৯।২।১৯৫২, বিকাল ৫টা

সব ধর্ম্মই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম—
বৃদ্ধির ধর্ম্ম,
আর, তা'র প্রকট দেবতাই হ'চ্ছেন

প্রেরিত পুরুষোত্তম,
তিনিই ব্রহ্মণ্যদেব,
আবার, ঐ ধর্ম্মের আচারই হ'চ্ছে—
উৎস্বজনী অনুশীলন,
তা'কেই তপস্যা ব'লে থাকে। ৪১৩৭।
৯।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

শাসন-সংস্থার প্রথম ও প্রধান করণীয় যেমন
শ্রেয়-জননকে উৎসারিত ক'রে তোলা,—
সেটাকে বাদ দিয়ে যা'ই কর না,
তা' যেমন ব্যর্থতায় অবশায়িত
না হ'য়েই পারবে না,
বোঝবার, ধরবার, করবার মতন
ব্যক্তিত্বেরই আবির্ভাব হবে না,—
তেমনি কৃষিচর্য্যাও অন্যতম করণীয়,
ঊষর ক্ষেত্রগুলি যা'তে
উর্ব্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয়,
উর্ব্বরগুলি যা'তে উন্নত ফলনে
সমৃদ্ধ হ'য়ে চলে,
তা' ক'রতে যা' যা' প্রয়োজন
অবস্থানুপাতিক তা' করাই উচিত ;
এই ঔচিত্যের অবহেলা বা অপনোদনে
গণজীবন শীর্ণ তো হ'য়ে উঠবেই,
তা' ছাড়া, অপলাপের করাল গ্রাসে
সবাই দ্বিধাহীনভাবে নিপতিত হ'য়ে
চ'লতে থাকবে ;
তা'র সাথে-সাথে চাই শিল্পোন্নতি,

কাঁচা মাল থেকে
বা কাঁচা মাল আমদানী ক'রে
তা' হ'তে গণজীবনের প্রয়োজনীয় যা'-কিছু
তা'র প্রভূত উৎপাদন,
মহাযন্ত্রগুলিকে ক্রমান্বয়ে
গার্হস্থ্যযন্ত্রে পরিণত ক'রে
উপযুক্ত গৃহস্থ-পরিবারে
সেগুলিকে প্রচলন ক'রে তোলা,
শুধুমাত্র ঐ গার্হস্থ্য-যন্ত্রের প্রস্তুতির জন্য
যে-সব যন্ত্রের প্রয়োজন হয়
বা গণশিল্পের উন্নতিকল্পে
যে সরবরাহ-সংস্থার প্রয়োজন হয়,
সেগুলিকে শাসন-সংস্থার পরিচালনাধীনে রেখে
—তা'ও যতদিন আবশ্যক ততদিন—
পণ্যসংঘের সৃষ্টি করা,—
যা'র ফলে, ঐ উৎপাদিত দ্রব্যাদি
প্রয়োজন হ'লে সেখানে দিয়ে
বা তা'দের সাহায্যে বিক্রয় ক'রে
উৎপাদনকারীরা অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ ক'রে
চ'লতে পারে,
এবং কর্ম্মব্যাপৃতি নিয়ে
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বজায় রেখে
জীবনচর্য্যায় অবাধ হ'য়ে চ'লতে পারে—
যোগাযোগ, যানবাহন, শিল্প ও কৃষিচর্য্যাকে
সচ্ছল নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত ক'রে,—
যা'তে তা'দের জীবন, কর্ম্ম ও উদ্যম
বাধাপ্রাপ্ত না হয় ;

আর, এই সবগুলি ক'রতে হবে
নিরাপত্তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় ক'রে
সংরক্ষণী ব্যবস্থাকে অটুট রেখে,
সুব্যবস্থ ক'রে ;
মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যতই
উচ্ছল ও সচ্ছল ক'রে তুলতে পারবে—
তা'দের ব্যক্তিত্বকেও বিন্যাস করার
সুবিধা পাবে। ততই,
যোগ্যতা আরো হ'তে আরোতরে
উদ্বর্দ্ধনশীল হ'য়ে চ'লবে ;
আর, যা'-কিছু সবগুলিকেই
সুষ্ঠু নিবদ্ধতায় নিবদ্ধ ক'রে তুলতে হবে—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ আদর্শে,
ধর্ম্মে অর্থাৎ সত্তাপোষণী স্বাস্থ্য ও সদাচারে,
কৃষ্টির বোধায়নী অনুচর্য্যায়—
দক্ষ আহরণী প্রবর্দ্ধনায় উৎসারণশীল ক'রে ;
এই সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা
যা' ব্যষ্টি, গণ ও রাষ্ট্রকে
উৎসারণশীল ক'রে তোলে—
বর্দ্ধন-অনুপ্রেরণী শ্রেয়ানুচর্য্যায়,
তা'ই হ'চ্ছে ধর্ম্ম—
সত্তা-সংস্থিতির মূলভিত্তি ;
মোক্তা কথায়, যে শাসন-সংস্থা গণচর্য্যায়
এতটুকু সলীল হ'য়ে উঠতে পারে না,
তা'র গণসেবাব্রত হাস্যোদ্দীপক ছাড়া
আর কিছুই নয়। ৪১৩৮।
৯।২।১৯৫২, রাত ৮-৫৫

তোমার শাসন, ভৎর্সনা বা দণ্ড যতক্ষণ
তোষণ ও আপ্যায়ন-অনুমিশ্রিত না হ'চ্ছে
ততক্ষণ পর্য্যন্ত
তুমি শাসকই হ'য়ে উঠতে পারনি ;
তাই, ততক্ষণ তুমি শাসন ক'রতে যেও না,
কারণ, সে-শাসনে মানুষ
উৎসারণ-সম্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারবে না,
তাই, তা' নিষ্ফল দলন-তাৎপর্য্যবাহী মাত্র,
যা'ই কর না কেন—
সব সময় নজর রেখো
তা' যেন লোক-অভ্যুদয়ী হয়। ৪১৩৯ ।
১০।২।১৯৫২, বেলা ১১-১০

দলন যেখানে দান্ত ও ক্ষেমদর্শী—
তা' শ্রেয়েরই আমন্ত্রক। ৪১৪০ ।
১০।২।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

তোমার বীর্য্য যদি
শরীর, মন ও বোধি-সঙ্গতি নিয়ে
সপরিবেশ তোমাকে নিরাপত্তায়
সুদৃঢ় ক'রে তুলতে না পারে,
তা' ক্লীব। ৪১৪১ ।
১০।২।১৯৫২, বেলা ১১-২৫

তুমি যা'ই কর না কেন,
চেষ্টা সত্ত্বেও যদি কৃতকার্য্য না হ'তে পার,—
তা' কিন্তু নিন্দনীয় নয়,

বরং প্রচেষ্টাপরায়ণ যদি না হও—
তা' শৌর্য্যহীনতারই লক্ষণ। ৪১৪২।
১০।২।১৯৫২, বেলা ১১-৩৫

সমস্যা তোমার যা'ই থাক্ না কেন,
সন্দেহ তোমার যা'ই বলুক না কেন,
প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্যতা
যে-বিরোধই পোষণ করুক না কেন,
ফল কথা, তুমি বাঁচতে চাও কিনা,
বিবর্দ্ধন চাও কিনা,
সর্ব্বাঙ্গীণ সুদূরপ্রসারী উৎকর্ষী পরিণাম-পথের
পথিক হ'তে চাও কিনা,
যদি এসবগুলিকে চাও
বা এর কোন একটাকে চাও,—
তোমার জৈবী-সংস্থিতি-সঙ্গত সত্তাকে
জীয়ন্ত পরিচর্য্যায়
যা'তে ধ'রে রাখে,
পোষণপ্রবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তৎপরায়ণ তোমাকে হ'তেই হবে,—
অভ্যুদয়ী যা'-কিছু তোমাকে
বিবর্ত্তনে বিবৃদ্ধ ক'রে তোলে,
তৎ-তপা বা তদনুচর্য্যাপরায়ণ
তোমাকে হ'তেই হবে,
অর্থাৎ, সুকেন্দ্রিক ধর্ম্মতপা তোমাকে হ'তেই হবে,
তোমার বর্ত্তমান জীবনকে
সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পরিপোষিত ক'রে
ভবিষ্যৎ যা'তে শ্রেয়ফলপ্রসূ হয়

তা' তোমাকে ক'রতেই হবে—
তা' শুধু
মতবাদ-বিভ্রান্তির ভিতর-দিয়ে নয়কো,—
বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে, বিচারে,
বৈধী তৎপর শ্রেয়কেন্দ্রিক সক্রিয়াশীলতায় ;
এ যদি না কর,
গুটিকতক হীনম্মন্যতার
মূঢ় অভিশপ্ত অভিব্যক্তি দিয়ে
বাক্যে প্রভাবান্বিত ক'রে
মানুষের বোধিকে বিবশ ক'রে তুলতে পার,
কিন্তু প্রকৃতির বৈধী পরিক্রমা
তা' কিন্তু শুনবে না ;
ক'রবে যেমন, হবেও তেমনি,
পাবেও তেমনি,
বিধির ভাণ্ডারে সৎ আছে,
অনুচর্য্যা আছে,
অযথা অনুগ্রহ নেই। ৪১৪৩।
১০।২।১৯৫২, বিকাল ৪-৫০

যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তম,
মহৎ যিনি,
মহান যিনি,
লোক-শ্রেয় যিনি,
লোকপালী লোকপোষক যিনি,
যিনি মানুষের আশ্রয়,—
তিনি তোমারও আশ্রয়,

তাঁ'র প্রতি সশ্রদ্ধ অনুচর্য্যায়
তাঁ'তে সুকেন্দ্রিক ক'রে
মানুষকে বোধায়নী উৎকর্ষে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল ;

যাঁ'র প্রতি সম্ভ্রম
মানুষের ভ্রম অপনোদন ক'রে তোলে,
যাঁ'র প্রতি সম্মান
মানুষকে বিজ্ঞ, বোধিসমন্বিত,
শরীর ও মনের সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
মহামানী ক'রে তোলে,
তাঁ'র প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা
তা' মহাপাপেরই,
আর, তা' মানুষকেও প্রতারিত ক'রে তোলে,
বঞ্চিত ক'রে তোলে তা'দিগকে,
মানুষের সত্তাকে প্রবৃত্তি-অভিভূত ক'রে
হীনম্মন্যতায় সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে,
বিবশ ক'রে তোলে,
অসহায় আত্মঘাতী ক'রে তোলে,
তাই, তা' যে করে—
সে তো মহাপাতকী বটেই,
আর, সে মহালোকপ্রবঞ্চক,
তা'র চাইতে ক্ষতিকর আর কেউ আছে কিনা সন্দেহ,
তাই, তা'র ঐ চরিত্র ক্ষমার অযোগ্য,
যে ক্ষমা করে—
সে তো ব্যাহত হয়ই,
অন্যদিগকেও আহত বা নিহত ক'রতে

অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে ;
তাই সাবধান !
যিনি বিবর্দ্ধনের প্রকট মূর্ত্তি,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
মানুষের জীবন, যশ ও বৃদ্ধির
জীয়ন্ত কবচ যিনি,—
তাঁ'কে অশ্রদ্ধা ক'রো না,
অবজ্ঞা ক'রো না,
তাঁ'র সাহচর্য্যে, অনুচর্য্যায়
শ্রদ্ধাবনত সুকেন্দ্রিক সহৃদয়তা নিয়ে
দেখ, বোঝ, চল,
নিজেও সার্থক হও,
অন্যকেও ক'রে তোল। ৪১৪৪ ।
১০।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-২০

যা'রা শ্রেয়ানুচর্য্যার প্রলুব্ধ বাহানা নিয়ে
শ্রেয়ের সঙ্গে বসবাস করে,
অথচ ঐ সুসন্ধিৎসু শ্রেয়মুখী
চেতনানুচলনকে উপেক্ষা ক'রে
নিজের খেয়ালের অনুচর্য্যা ক'রে চলে,
সুকেন্দ্রিক বোধিসম্বুদ্ধ চরিত্রকে অবদলিত ক'রে
নিজেরই আত্মপ্রসাদী
মান-বড়াই ইত্যাদি নিয়েই
প্রবৃত্তি-অভিভূত হীনম্মন্যতার
সেবানিরত হ'য়ে চলে,
কিন্তু শ্রেয়স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
নিজের স্বার্থকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে না—

অনুচেতী সুসন্ধিৎসু সক্রিয় অনুচর্য্যায়,
খেয়ালের পুজাই মুখ্য হ'য়ে চলে যা'দের
তা'রা বঞ্চিতই হয়,
শ্রেয়রঙ্গিল ঔদ্ধত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা ক'রে
নিজের শক্তি ও মর্য্যাদার
পূজাই ক'রে থাকে তা'রা,
'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট'ই হয়
তা'দের প্রাকৃতিক উপঢৌকন। ৪১৪৫।

১০।২।১৯৫২, রাত ৭-৫

তোমার সুকেন্দ্রিক শ্রেয়-অভিদীপ্ত
দক্ষ সৎ-অভিদীপনী ইন্দ্রিয়গুলির
সমবেত সঙ্গতিপূর্ণ তীক্ষ্ণ অভিধ্যায়ী
সতর্ক কূটকৌশলী নিরন্তর তৎপরতায়
দুরভিসন্ধিপূর্ণ অসৎপ্রবৃত্তিসম্পন্ন দুর্ব্বৃত্ত—
যেমন,—লম্পট, চোর, জুয়াচোর, ধাপ্পাবাজ, প্রতারক,
ইত্যাদি যখন শ্রদ্ধানতি নিয়ে
স্তম্ভিত হ'য়ে রইবে,
তা'দের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিরুদ্ধ হ'য়ে উঠবে—
তোমার স্বচ্ছন্দ বিভাবিকিরণী ব্যক্তিত্বের সম্মুখে,
তখনই বুঝবে—
বোধ-প্রবুদ্ধ তীক্ষ্ণ সঙ্গতি নিয়ে
সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সার্থক অন্বয়ে
তোমার স্নায়ু, মন ও বোধি
সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
অনেকখানি অন্বিত হ'য়ে উঠেছে,
খরদৃষ্টিতে কোন-কিছুর রকম

বা ভঙ্গীর ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিণাম দেখতে
খানিকটা অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ তুমি;
বিশেষ ব্যবস্থা-নৈপুণ্যের সহিত
তুমি অমনতর পারছ না,
দুষ্ট লোকের অভিসন্ধি, মতলব বা ক্রিয়াকলাপ
তোমার কাছে ধরা প'ড়ছে না নির্ঘাতভাবে,
বা অযথা সন্দেহপ্রবণ হ'য়ে উঠেছ,
তা'র মানে, তখনও তুমি
প্রবৃত্তি-খিদমতে নিমজ্জিত,
তা'রই খেয়ালে চ'লছ
তুমি সংহত হ'য়ে ওঠনি,
বোধিমর্ম্ম তোমার সর্ব্ব-সুসঙ্গতিতে
ফুটন্ত হ'য়ে ওঠেনি তখনও,
তাই, চতুর হওনি,
উপস্থিত-বুদ্ধিও তোমার খোলেনি;
তুমি ইষ্টার্থস্বার্থী হ'য়ে
সর্ব্বেন্দ্রিয়, মন ও বোধির সুসঙ্গত তালিমে
কর্ম্মপটু ক্রিয়াশীলতায় চ'লতে থাক,
অনতিবিলম্বেই দেখতে পাবে—
তুমি তোমাকে দেখেই অবাক হ'য়ে যাচ্ছ। ৪১৪৬।
১০।২।১৯৫২, রাত ৯টা

এমনতর কা'রও সাথে
সনির্ব্বন্ধ বান্ধবতায় নিবদ্ধ হ'তে যেও না,
যে প্রবৃত্তিপ্রলোভনকে উপেক্ষা ক'রে
তাড়ন, পীড়ন, অবজ্ঞা ও সন্দেহকে

অবদলিত ক'রে
তোমার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে
শুভ-সহযোগী না হ'য়ে ওঠে;
তোমার প্রীতি-নন্দনাই
সে আত্মপ্রসাদ ব'লে উপভোগ করে—
এমনতর না হ'লে,
উপযুক্ত দূরত্ব বজায় রেখে
যা'র প্রতি যেমনতর কর্ত্তব্য—
তেমনতর কর,
নতুবা, বেদনা-বিধুরও হ'তে পার। ৪১৪৭।
১০।২।১৯৫২, রাত ৯-৩০

যখনই দেখছ,
কেউ তোমার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে
জ্ঞাতসারেই হো'ক
বা অজ্ঞাতসারেই হো'ক,
মুখ্যতঃই হো'ক বা গৌণতঃই হো'ক
কথা ব'লে যাচ্ছে,
কিংবা তা'র ভর্ৎসনা, শাসন বা পীড়নের ভিতর-দিয়ে
তোষণ-প্রভ আপ্যায়ন নাইকো,
কিংবা তোমার উদ্দেশ্য বা চাহিদায় উদাসীন হ'য়ে
নিজের রুচিমত আত্মশ্লাঘী
খামখেয়ালী বোলচাল ঝেড়ে যাচ্ছে,
অথচ তা'র নিজের উদ্ধত গর্ব্বেপ্সা
বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বা আত্মস্বার্থের বেলায়
কোনরূপ ভুলচুক হ'চ্ছে না,

বা যথাসাধ্য তা'র জন্য চেষ্টার ত্রুটি হ'চ্ছে না,—
বেশ ক'রে বুঝে নিও,
যতবড় আত্মীয়ই সে হোক না কেন
বা যত নিকট বান্ধবতায় নিবদ্ধই হোক না কেন,
সে তোমাতে স্বার্থান্বিত নয়,
অন্তরাসী নয় সে তোমাতে,
মৌখিকতায় তা'র আত্মীয়তা বা বান্ধবতা যতখানি,
আন্তরিকতায় ততখানি নয়কো ;
তুমি তখন থেকেই সাবধান হ'য়ে চ'লো,
চলাবলায় একটু হিসেবী হ'য়ে চ'লো—
ভবিষ্যতে যা'তে অশুভের সৃষ্টি না হয়,
বেদনাক্লিষ্ট না হ'য়ে পড়। ৪১৪৮।
১০।২।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আগত মহান যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'রই জীবনকে ভিত্তি ক'রে
সান্বয়ী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
বিগত মহানদের জীবনকে
সার্থক সুসঙ্গত বোধায়নী ছন্দে
বিন্যাস ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
বিগতদের বোধায়নীতাৎপর্য্যের বাস্তব ব্যাখ্যা ;
এবং তা'ই-ই গণজীবনকে স্পর্শ ক'রতে পারে,
যোগ্যতা-সন্দীপনায় উন্নীত ক'রে তুলতে পারে—
ঐ আগত বৈশিষ্ট্যপালী জীয়ন্ত মহানের ভিত্তিতে
সংহিত হ'য়ে

পরম ঐশী বিভা-বিকিরণী অনুপ্রেরণায় ;
যদি আগত মহান কেউ থাকেন
তাঁ'কে উপেক্ষা ক'রে
বিগতদের বোধি, নীতি
ও বিধিবিন্যাসের পরিবেষণ
মানুষকে অবাস্তব ধারণায় বিমোহিত ক'রে
অলৌকিক অসমঞ্জস ভাবরাজীতে
বিভ্রান্ত ক'রে তোলে সাধারণতঃ ;
তাই, যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
আগত মহান কেউ থাকেন,—
সেই বিগত পুণ্য-বিকিরণী জীবনগুলিকে
তাঁ'তেই গ্রথিত ক'রে
বোধায়িত ক'রে তোল,
ব্যাখ্যাপিত ক'রে তোল,—
ভ্রান্তির ঘূর্ণায়মান অলীক আবর্ত্তন থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে ;
যদি আগত এমনতর কেউ না থাকেন,
অব্যবহিত পূর্ব্বে যিনি এসেছিলেন—
তাঁ'তেই অন্বিত ক'রে তুলে
অমনতর বোধায়নী সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
তাঁ'দের পরিবেষণ কর,—
তা'ও অনেক ভাল ;
প্রাচীনের জীবন, ইতিবৃত্ত ও ঐতিহ্যকে
সুসঙ্গত সার্থক সূত্রে
গ্রথিত ক'রে না তুলতে পারলে
তা' বর্ত্তমানকে শ্রেয়মণ্ডিত ক'রে তুলতে পারে না,
বরং তা' কতকগুলি অবাস্তব হেঁয়ালি সৃষ্টি করে,

তা'তে গণকৃষ্টি ব্যাহতই হ'য়ে ওঠে ;
শুধু বিগত মহানজীবন কেন,
এমন-কি, প্রাচীনের যা'-কিছুকে
সম্যক্ অনুধাবনী তাৎপর্য্যে
তা'র অন্তর্নিহিত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে
একসূত্র-তৎপরতায়
বাস্তব বিন্যাসে বর্ত্তমানকে অনুপ্রেরিত
ও উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে না পারলে
বর্ত্তমান পরিপুষ্ট ও পরিবৃদ্ধ হ'য়ে উঠতে পারে না,
আবার, প্রাচীনকে বাদ দিয়ে
বর্ত্তমান নিয়েই নাড়াচাড়া যদি কর,
তা'তেও বর্ত্তমানের বোধি-ভিত্তি
মূঢ় বাস্তবতায় আত্মবিলয় ক'রতে থাকবে। ৪১৪৯ ।

১১।২।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

অন্যকে বিচার ক'রে
নিজে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পূর্ব্বেই
নিজেকে দেখ ও বিবেচনা কর—
কোথায় কী করা বা কী হওয়া উচিত ছিল ;
তেমনতরভাবে নিজে বিন্যস্ত হও,
তবেই তুমি বাস্তব সার্থকতায় সার্থক হ'য়ে উঠবে—
আর, বিচারও বিহিত রূপ ধারণ ক'রবে। ৪১৫০ ।

১১।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৫

বল,
কিন্তু বিবেচনার সঙ্গে—
কোন্ কথা কেমন ক'রে কোথায়

কী ফল প্রসব ক'রবে তা'তে নজর রেখে,—
তা'তে সুফল-সম্ভাবনাই বেশী। ৪১৫১।
১১।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৭

সুকেন্দ্রিক রাগসন্দীপ্ত
শ্রেয়ার্থ-আপূরণী নিরন্তর সঙ্গতিসম্বুদ্ধ
তপশ্চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
জনির অন্তর্নিহিত বিবর্ত্তনী বিবৃত্তি
সংসাধিত হ'তে থাকে যেমন—
জৈবী-কোষে সুসংহিত বীর্য্য-দীপনায়,—
জাতকও তেমনতর জীবনেই বিবর্ত্তিত হ'য়ে ওঠে—
অনুক্রমী-পারম্পর্য্য-তৎপরতায়। ৪১৫২।
১১।২।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

সত্তায়নী

সবাই জন্মে—
তা'দের বৈশিষ্ট্যানুরূপ তাৎপর্য্য নিয়ে
সৌরত-সঙ্গতি-অনুক্রমণায়,
মানুষও জন্মে অমনি ক'রেই;
ঐ সৌরত-সঙ্গতিতে থাকে সম্বেগ,
আবার, ঐ জন্মগত সঙ্গতি-সম্বেগের ভিতর-দিয়ে
যে-বৈশিষ্ট্যের উদ্‌গতি হয়,
তা'র অন্তর-অনুস্যূত সংস্কারে নিহিত থাকে গুণ,
ঐ সম্বেগ-সন্দীপ্ত গুণই
কর্ম্মে উদ্দীপিত হয়;

আবার, কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ঐ গুণ গুণিত হ'য়ে চ'লতে থাকে—
নানারকমে বোধায়নী পরিক্রমায়,
ঐ সংস্কার-সংহিত গুণ ও কর্ম্মানুপাতিক
বিশিষ্ট ব্যষ্টির সম্ভব হয়,
আর, তা'দেরই এক-একটা বিশেষ গুচ্ছ বা সমষ্টিই
হ'চ্ছে বর্ণ ;

আবার, শ্রেয়-সংস্কৃতিবান
ও তৎপরিপোষণী প্রকৃতি-সত্তার সম্মিলনে
শ্রেয়-বৈশিষ্ট্যেরই উদ্গতি হ'য়ে থাকে,
আর, অশ্রেয়-সঙ্গতিতে
তা'র ব্যতিক্রমই সংঘটিত হয়,
ঐ সঙ্গতি-সম্বেগ-সংহিত জৈবী-সংস্থিতির
সমাবেশ-অনুপাতিক
অন্তরে নিহিত থাকে শক্তি,
শ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে পড়ে,
অশ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' বিকৃতই হ'য়ে ওঠে,
ফল কথা, বৈধী শ্রেয়-সঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা জন্মে,
তা'রা শ্রেয়-বৈশিষ্ট্য নিয়েই আবির্ভূত হয়,
অশ্রেয়-সঙ্গতিতে তা' হয় না,—
অশ্রেয়-বৈশিষ্ট্যেরই আবির্ভাব হয়,
এই হওয়াটাই জন্ম,
হ'য়ে সে থাকে,
বেঁচে থাকে সে,
স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়,
আর, এই স্বচ্ছন্দে থাকাই

তা'র অন্তর্নিহিত পরম আকুতি,
আর, এই চাহিদাই ধর্ম্ম-চাহিদা ;
আবার, শুধু বেঁচে থাকতেই চায় না,
সে বাঁচতে চায় বর্দ্ধনার পথে—
বিস্তারে আত্মবিস্তার ক'রে ;
আবার, জ'ন্মে এই থাকা তা'র নির্ভর করে
ঐ সত্তানুস্যূত সঙ্গতি-সম্বেগ নিয়ে
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে সে জন্মে,
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে সে থাকে,
যাঁ'কে আশ্রয় ক'রে সে পুষ্টি পায়,
যাঁ'কে অবলম্বন ক'রে সে বর্দ্ধিত হয়,—
তাঁ'র প্রতি সক্রিয় অনুরাগের উপর,
তাঁ'তেই সহজ, সুকেন্দ্রিক হ'য়ে সে বাঁচে, বাড়ে ;
এই সুকেন্দ্রিক সঙ্গতি-নিবদ্ধ যে নয়কো,
সে বিচ্ছিন্ন বোধি-তাৎপর্য্যবাহী হ'য়ে
প্রবৃত্তি-অভিভূত ছন্নতায়
ভ্রান্তির আবর্ত্তনে চ'লেই থাকে,
সে হ'য়ে ওঠে ছন্নছাড়া,
প্রকৃতির গর্ভস্রাব-স্বরূপ—
তা' তা'র যত পাণ্ডিত্যই থাক্
বা যত মুর্খই হো'ক সে ;
আবার, যে স্বতঃ-সুকেন্দ্রিক
সে স্বচ্ছন্দে এই বাঁচাবাড়ার লীলাকে
উপভোগ ক'রতে পারে,
তা'র এই থাকাটা, বাঁচাটা, বাড়াটা
প্রথমেই সুরু হয়
তা'র মাকে অবলম্বন ক'রে

আলিঙ্গন ক'রে
গ্রহণ ক'রে—
অন্তরাসী হ'য়ে তাঁ'তেই,
মা'র সাথেই সে ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধ-নিবদ্ধ,
এই মা বা তৎস্থানীয় কেউই
প্রারম্ভে তা'র বোধিকে, অস্তিচেতনাকে
জাগ্রত ক'রে তোলে,
মা'র সাথে ঐ লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই 'সে আছে'—তা' বোধ ক'রতে থাকে,
এই থাকার অস্তিতার ভিতর-দিয়ে
ক্রমেই আমিত্বের উন্মেষ হ'য়ে ওঠে ;
প্রথমেই বোধ হয় 'মায়ের আমি',
তা'রপর বোধ হয় 'আমার মা',
'আমার মা' এই বোধি-চেতনা
যতই জাগ্রত হ'য়ে ওঠে,
ঐ মা'র ভিতর-দিয়েই সে পরিচিত হয়—
তা'র জন্মকারণ যিনি
সেই পিতার সাথে,
বোধের ক্রমবিকাশের সাথে-সাথেই
তা'র পিতাকে জেনে সে বোঝে—
ঐ পিতাই তা'র জন্মদাতা,
আর, যা'র কোলে সে বেড়ে উঠেছে
সে তা'র ধাত্রী-জননী ;

ঐ পিতৃমাতৃসম্বেগ-সম্বুদ্ধ
লীলায়িত সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
তা'র পরিবেশ, পরিস্থিতি ও দুনিয়াটা
বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে

তা'র বোধিদৃষ্টিতে সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকে ;
ক্রমেই সে তা'র বোধিদর্শনের ভিতর-দিয়ে
প্রতিটি ব্যষ্টির প্রত্যেকটি সাড়াকে অনুভব ক'রে
একটা হ'তে অন্য কী বা কেমন
তা' বেছে নিতে পারে,
যতই এইরকম বেছে নিতে পারে—
দেখে, শুনে, ক'রে, বুঝে,—
তা'র বোধিও তেমনি
ক্রমবিকশিত, সমৃদ্ধ হ'তে থাকে—
সুসঙ্গত ছন্দায়িত তালিমী তালে ;
আবার, এমনি ক'রেই যত বুঝতে থাকে,
দেখেশুনে ততই বিবেচনা ক'রতে পারে—
এই বাঁচাবাড়া-সমন্বিত জীবনের পক্ষে
তা'র পরিবারে, পরিবেশে, পরিস্থিতিতে
আকাশে, বাতাসে, মাটিতে
তা'র প্রয়োজনীয় কোথায় কী আছে,
কী দিয়ে, কেমন ক'রে
তা'র এই থাকাকে অব্যাহত রাখতে পারে,
কী বা তা'র সত্তাপোষণী
তা'র সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ই বা কী ;
এমনতর ক'রেই
সে তা'র ভালমন্দের বিবেচনা ক'রে
শুভ-অশুভকে নির্দ্ধারণ ক'রে
ঠ'কে-ঠ'কে, ঠেকে-ঠেকে, শিখে-শিখে
নানা সংঘাতের ভিতর-দিয়ে
আবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
ক্রমপদক্ষেপী চলনে

বিজ্ঞতায় অধিরূঢ় হ'য়ে চলে ;
আর, এই সম্বেগ-সঙ্কুল সত্তার
বোধিসম্বোধনার ভিতর আছে
সংরক্ষণী প্রকৃতি—
যা'র ফলে, সে অন্যের আক্রমণ হ'তে
আত্মরক্ষা ক'রতে চায়,
আছে সম্পোষণী প্রকৃতি—
যা'র থেকে সে
পরিপুষ্ট ও পরিবৃদ্ধ হ'য়ে চ'লতে চায়,
তা' ছাড়া আছে আত্মবিস্তার-আকূতি
যা'র ভিতর-দিয়ে
সে সন্তান-সন্ততিতে সত্তা সঞ্চারিত ক'রে
আত্মবিস্তার ক'রতে চায়,
তাহ'লে, এই সত্তারই প্রকৃতি হ'চ্ছে—
আত্মসংরক্ষণ, আত্মসম্পোষণ, আত্মসম্প্রসারণ,
এই ত্রয়ী প্রাকৃতিক চাহিদার
সংঘাত-সংমিশ্রণের ভিতর-দিয়ে
আসে ভীতির সঙ্কোচ,
আসে বুভুক্ষার আহরণ,
আসে কামের আকাঙ্ক্ষা,
আসে ক্রোধের উদ্দীপনা,
আসে লোভের আগ্রহ,
আর, এদেরই উপসৃষ্টি হ'চ্ছে
মদ, মোহ, মাৎসর্য্য ;
আর, এই প্রবৃত্তিগুলির দ্বারা
যে যেমন অভিভূত হয়—
ভ্রান্তি বা ব্যতিক্রমও আসে তা'র তেমনি,

এই বাঁচার, এই থাকবার, এই বাড়বার
আসঙ্গ-আহরণ-লিপ্সা থেকেই
ঐগুলির পারস্পরিক সংঘাতে
আসে দুঃখ, ব্যথা, অভাববোধ,

এর থেকেই
সত্তাকে ধ'রে রাখার বা ধর্ম্মের চাহিদা
স্ফোটন-আকূতি সম্বেগে
সজাগ হ'য়ে উঠতে থাকে,—

সত্তার স্বচ্ছন্দায়িত সঙ্গতিশীল
বৈধী বিবর্দ্ধনী নিয়মনই হ'চ্ছে ধর্ম্ম;

সে চেষ্টা করে
এই সত্তার ধৃতি কেমন ক'রে
সে পরিপালন ক'রতে পারে—

তা'র বিপরীত যা'
তা'কে এড়িয়ে; অবরোধ ক'রে বা নিরোধ ক'রে;

মা-বাপের প্রয়োজন,
আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজন,
পরিবার-প্রতিবেশীর প্রয়োজন,

প্রতিটি ব্যষ্টি-সহ পরিস্থিতির প্রয়োজন
ইত্যাদি যা'-কিছুকে খতিয়ে নিয়ে
হিসাব-নিকাশের

কুশলকৌশলী নিয়ন্ত্রণের ভিতর-দিয়ে
সে নিজের এই সত্তাপালনী, সত্তাপোষণী
আর এই সত্তার আপূরণী যা'-কিছুকে
সংগ্রহ ক'রতে থাকে—

বিনিয়ে বিনিয়ে
সুসঙ্গতির ধারাবাহিক

সুযুক্ত বোধি-বিবেচনা নিয়ে ;
ঐ সত্তাপোষণী ক্ষুধার দুরাগ্রহ আগ্রহ থেকেই
আসে কর্ম্ম-প্রেরণা,
এই কর্ম্ম-প্রেরণা মানুষের জীবনকে
কর্ম্মপ্রদীপ্ত ক'রে তোলে,
বোধিদৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ ক'রে তোলে,
সন্ধিৎসু ক'রে তোলে,
যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন ক'রে তোলে,
তা'র থেকেই আসে কৃষি,
আসে শিল্প,
আসে উপচয়ী শ্রম-তৎপরতা,—
অর্থনীতির এই হ'চ্ছে প্রথম ভিত্তি ;
এমনি ক'রে সে আহরণ করে, খায়,
খেয়ে পুষ্টি লাভ করে,
আর, এই পুষ্টি তা'র জীবনকেও
পরিপুষ্ট ক'রে তোলে,
এই খেয়ে বাঁচবার আকূতি থেকেই
তা'র বাড়ার সম্বেগ
আরো ক্রিয়াশীল হ'য়ে ওঠে,
সে বাড়ে,
তা'র সব-কিছু নিয়েই বাড়তে থাকে,
এই বেঁচে থেকে
বাড়ার সম্বেগ নিয়ে যে-থাকাটা
সেই থাকাটা যতই অনাবিল হ'য়ে ওঠে,
ততই হয় তা'র স্বচ্ছন্দে থাকা,
এই থাকাটা যতই
ব্যাহত, ব্যতিক্রান্ত বা বিপর্য্যস্ত হ'য়ে ওঠে,—

সে অসুস্থ বোধ করে,
দুঃখ বোধ করে,
কষ্ট পায় ততই ;
এই বাঁচা-বাড়ার অনুপূরক, অনুপোষক যা'-কিছু
তা'কে সে স্বার্থ ব'লে বিবেচনা করে,
আর, তেমনি বিরুদ্ধ যা' তা'কেও সে
তা'র স্বার্থের অন্তরায় ব'লেই ধ'রে নিয়ে থাকে ;
তখন সে চেষ্টা করে বিরুদ্ধ যা'-কিছু
তা'র নিয়মনে
তা'কে তা'র পোষণ-উপকরণ বা উপাদান
ক'রে তুলতে পারে কিনা ;
এমনি ক'রেই সে তা'র অস্তির ক্ষুধায়
পোষণ-বর্দ্ধনের ক্ষুধায়
সব যা'-কিছুর সাথে
বিহিতভাবে পরিচিত হ'য়ে
স্বার্থকে সবার ভিতর সঞ্চারিত ক'রে
আত্মবিস্তার ক'রে চ'লতে থাকে,
এই বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাই
মানুষের যশ-আকাঙ্ক্ষা,
আর, ঐ বেড়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাই
বিবর্ত্তনের আকাঙ্ক্ষা ;
সে তা'র বৈশিষ্ট্যমাফিক
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অবাধ ক'রে রাখতে চায়—
সত্তার স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাণতার আকূতিতে,
তাই, চায় ব'লেই
অন্যের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকেও

সম্ভ্রম ক'রতে শেখে,
বোধিবিকাশের সাথে-সাথে
সে বুঝতে পারে—
তা'র জীবনের পক্ষে তা'রাও অপরিহার্য্য,
আর, নিজের পোষণ যেমন প্রয়োজন
অন্যের পক্ষেও তা'ই,
নিজের স্বার্থের খাতিরেই
অন্যের স্বার্থকেও সে তখন
পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত ক'রতে চায় ;
এই স্বার্থ যা'দের সঙ্কুচিত
তা'রা সঙ্কীর্ণ হ'য়ে
নিজের স্বার্থকেই সঙ্কুচিত করে,
আর, প্রকৃত স্বার্থ-বোধের ভিতর-দিয়েই
সত্তাপোষণী বান্ধব-নিবন্ধী অনুক্রমণায়
মানুষ পরিজন-পরিবেশের স্বার্থে
স্বার্থবান হ'য়ে ওঠে,
তা'তে সে নিজে তো পরিপুষ্ট হ'য়েই ওঠে
বিস্তার লাভ করেও তেমনি—
প্রতিটি জনের ভিতর-দিয়ে,
প্রতিটি গণের ভিতর-দিয়ে,
বিভবের ভিতর-দিয়ে ;
তখন সে স্বতঃ-অনুপ্রেরণায়
সবার দায়িত্বে দায়িত্বশীল হ'য়ে ওঠে—
একটা চিন্তান্বিত, আবেগ-সমন্বিত
সৌকর্য্য-দীপনায়—
প্রতিটি জীবনকে পরিপুষ্ট ক'রতে,
পালনে পরিপালিত ক'রতে,

আপূরণে সম্বৃদ্ধ ক'রতে ;
সে মানুষের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরণী হ'য়ে ওঠে—
আপনারই স্বার্থে
স্বাতন্ত্র্য-সংরক্ষী সম্বেদনায়,—
যে-অনুবন্ধের ভিতর-দিয়ে
নিজেরই স্বাতন্ত্র্য ফুটন্ত ও পরিদৃপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তখন তা'র স্বাতন্ত্র্য পরিপুষ্ট করাই হয়
সবারই স্বার্থ ;
তখন সে পায়,
কিন্তু শোষক হয় না কা'রো,
আবার, দেয়ও তেমনি
তা'র সত্তাপোষণী স্বার্থের অনুপূরক যা'
অনুপোষক যা'—
তা'কে বাঁচিয়ে রাখতে,
বৃদ্ধি ক'রতে,
সম্বর্দ্ধিত ক'রতে,
আর, তা'র এই অনুপ্রেরণা যতই চারিয়ে যায়,
সবাই পারস্পরিকভাবে অমনতর হ'য়ে ওঠে—
নিজ বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে ;
তা'র স্বার্থ, সুখ ও সম্বর্দ্ধনা
যত'র ভিতর চারিয়ে-গিয়ে
তা'রা সুখী হ'য়ে ওঠে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে
যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হ'য়ে ওঠে,—
প্রসাদ-পরিভৃতির অমোঘ অভিনন্দনায়
সেও তত স্বস্তিবান হ'য়ে ওঠে ;
আর, এই চাহিদার ভিতর-দিয়েই

তদনুপাতিক কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই
তা'র আত্মিক শক্তি ক্রমশঃই সম্বর্দ্ধিত হ'তে থাকে
সে তখন তা'র যা'-কিছু সবকে নিয়েই বাড়তে চায়,
বিস্তারে আত্মপ্রসার ক'রতে চায়,
তা'র থাকার, বাঁচার, বাড়ার
স্বচ্ছন্দতার বুঝ ও কর্ম্ম
অমনি ক'রেই ক্রমপদক্ষেপে
আরো হ'তে আরো হ'য়ে চলে ;
সে সব ব্যক্তিত্ব নিয়ে
সংহতি-তাৎপর্য্যে সুসঙ্গত হ'তে চায়—
তা'র থাকা ও বাঁচাকে
প্রত্যেকের থাকা ও বাঁচার ভিতর-দিয়ে
ভূমায়িত ক'রে তুলে—
সুকেন্দ্রিক অনুধায়িতায়,
এই সংহতি যা'র যেমনতর দৃঢ় ও সুসংহত—
জীবন ও আয়ুও তার
ততই সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে চলে ;
এই কর্ম্মঠ বোধি-চর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সংহতির সলীল আবেগ নিয়ে
সে তা'র পরিবেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র
গ'ড়ে তোলে,
এই সত্তা-শক্তি বা আত্মিকশক্তির
কর্ম্মঠ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সে নিজেকে চারিয়ে চলে,
তা'র নিজের সত্তাপোষণী পরিচর্য্যায়
সে অধিগত ক'রে তোলে যা'-কিছুকে—
তা'ই কিন্তু হয় তা'র স্বত্ব,

তা'র সত্তাশক্তির অভিদীপনায় সুসঙ্গত হ'য়ে
পারস্পরিক অনুসেবী তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণে জমাট বেঁধে উঠেছে যেগুলি—
পারস্পরিকভাবে,—
তা'ই তা'র বিত্ত,
তাই তা'র সম্পদ,
আর, এই বিত্ত-সম্পদ
তা'র সত্তারই আত্মিক অভিদীপনী অনুচর্য্যার
ফল-স্বরূপ,
তাই, ঐগুলিতে তা'র স্বত্ব—বৈধী এবং অবিমিশ্র,
এইগুলির সার্থক সংহতির
সমন্বয়ী সম্বৃদ্ধি হ'তেই
ফুটে উঠেছে তা'র যা'-কিছু সবই,
আর, ব্যতিক্রমী যা'
তা'কে নিরোধ ক'রে
ঐ সত্তাকে বজায় রাখার যে-আকুতি—
তা'র থেকেই এসেছে নিরোধ-ব্যবস্থা
বা নিরাপত্তার প্রস্তুতি ;
আবার, ঐ স্বত্বকে পুরোপুরি নিয়েই
অর্থাৎ, তা'র শরীর হ'তে যা'তে যা'তে
সে বিস্তার লাভ ক'রেছে—
সবটুকু নিয়েই কিন্তু তা'র স্বত্ব
বা সত্তার সংস্থিতি,
এই স্বত্ব হ'তে যা'কে যেমন বঞ্চিত ক'রবে
সে তেমনতরই দুর্ব্বল হ'য়ে উঠবে,
আবার, এই সব প্রয়োজন থেকেই

রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থার প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে
মানুষের জীবনে ;
তা'রাই বা ঐ সে-ই
কাউকে নির্দ্ধারিত বা নির্ব্বাচিত ক'রে দিয়েছে
তা'দের ঐ নিরাপত্তা
বা সুসঙ্গত জীবন-চলনার
সৌকর্য্য-সাধনী নিয়ামক ক'রে—
সপরিষদ রাজা
বা পুরোধ্যাসীকে আবাহন ক'রে,
তাই, ঐ পরিষদ বা শাসন-সংস্থা
যে বা যা'দের দ্বারা নির্ব্বাচিত হ'য়েছে
তা'দের অছিমাত্র হ'তে পারে,
ঐ সত্তার স্বত্বকে ক্ষুণ্ণ করবার কেউ নয় তা'রা,
যদি ক্ষুণ্ণ করে কোনপ্রকারে কেউ—
ঐ সত্তাসমন্বিত ব্যক্তিত্বের শোষকই হ'য়ে উঠবে তা'রা,
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপহরণ ক'রবে তা'রা,
বৈশিষ্ট্যকে অবদলিত ক'রবে তা'রা,
সবাইকে ক্রীতদাস ক'রে রাখবে তা'রা
সত্তার স্বতঃ-উদগমশীলতাকে ব্যাহত ক'রে ;
ঐ পরিষদ বা শাসন-সংস্থা
নিয়ন্ত্রণ ও অনুচর্য্যায়
তা'দের যোগ্যতাকে যোগ্যতর ক'রে তুলতে পারে,
সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
সুসঙ্গত শিক্ষাদীপ্তিতে বহুদর্শী ক'রে তুলতে পারে,—
যা'তে তা'রা স্বাবলম্বী আহরণ-তৎপর হ'য়ে
নিজের পুষ্টি ও পরিবর্দ্ধনায়
বিবর্দ্ধনের দিকে স্বচ্ছন্দে চলতে পারে

সাবলীল চলনে—
পোষণবিহীন শোষক না হ'য়ে,
কিন্তু তা'দের সুসঙ্গত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী
কিছু করবার অধিকার ঐ শাসন-সংস্থার নাই ;
ঐ ব্যষ্টি-সত্ত্ব স্বত্ব যত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে—
রাষ্ট্রও তত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বে,
তবে প্রবৃত্তি-সঙ্কুল দাবীই
যে সব সময়
সত্তাপোষণী হবে—
তা' কিন্তু নয়কো,
যে-চাহিদা যোগ্যতাকে উদ্ভিন্ন করে,
সত্তাকে পরিপুষ্ট করে,
বর্দ্ধনাকে বিনায়িত করে,
তা'ই-ই কিন্তু শ্রেয়—
তা' ব্যষ্টিগতভাবে যেমন
সমষ্টিগতভাবেও তেমনি—
আর, তা'ই-ই পূরণের যোগ্য ;
আবার, মানুষ যেমন পিতামাতাকে কেন্দ্র ক'রে
তা'র বর্দ্ধনতৎপর জীবনকে
সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোলে
তেমনি জীবনের বিচিত্র সংঘাতের
অসামঞ্জস্যের ভিতর-দিয়ে
সর্ব্বতোভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে
সম্বর্দ্ধন-তৎপর হ'তে গেলেই
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন,
এই আদর্শ-অনুধ্যায়িতার ভিতর-দিয়ে

তা'র যোগ্যতা বেড়ে ওঠে—
সুকেন্দ্রিক শ্রেয়পন্থী সদাচার-সম্বুদ্ধ হ'য়ে,—
সদাচার মানেই সত্তাসম্বর্দ্ধনী আচরণ,
তাই, 'আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ',
এই অনুধ্যায়িতার ফলে
সে প্রেরণা-প্রদীপ্ত হ'য়ে
সম্বৃদ্ধির দিকে উৎকর্ষ-চলনে চ'লতে থাকে,
নিজেকে সুসংন্যস্ত, সুসংহত, সুদীপ্ত বীর্য্যশালী
ক'রে তুলতে পারে ;
আবার, ঐ জীয়ন্ত আদর্শের জীবন-ভিত্তিতেই
শরীর, মন ও সত্তাশক্তির সুকেন্দ্রিক বিন্যাসে
ঐ আদর্শের অনুপ্রেরণায়
আসে ঈশিত্বের উন্মেষ—
অজানাকে জানার আকুতির ভিতর-দিয়ে
নিজেকে বিবর্ত্তিত ক'রে তুলতে,
প্রাচীনের সুসঙ্গত তাৎপর্য্য-অনুধ্যায়ী সূত্রে
বর্ত্তমানকে সম্বৃদ্ধ ক'রে
পরিপুষ্ট ক'রে
ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর ক'রে তুলতে,
সত্তাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সাথে
সুবিন্যস্ত সুসঙ্গতির ভিতর-দিয়ে
ক্রমবিবর্দ্ধনায় ধারণ ক'রতে—
দেশকালের সঙ্গতি নিয়ে ;
যা'র ঐ আদর্শ নেই—
সে বিস্তারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আত্মবিলয় করে,
তাই, বিবৃদ্ধিতে বিবর্ত্তন
তা'র পক্ষে একটা অসম্ভব ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ায়,

কারণ, ঐ আদর্শে সৌরত-নিবন্ধই হ'চ্ছে—
জীবনের অমৃত-রসায়ন
যা'তে মানুষ সুসঙ্গতি নিয়ে
অনন্ত বর্দ্ধনার পথে চ'লতে পারে—
সব যা'-কিছুকে সত্তা-সংহতিতে আপূরিত ক'রে
ঐ সত্তারই অবিচ্ছিন্ন একতান-স্রোতচলনে ;
এগুলির কোন-কিছুকে যদি বাদ দাও,—
তোমার সত্তাস্বত্ব বাস্তবতার দিক দিয়ে
বোধির দিক দিয়ে
বিস্তারের দিক দিয়ে
ক্ষুণ্ণ হ'য়ে উঠবে ক্রমশঃ—
তাৎপর্য্যহারা ছন্নগতির আবর্ত্ত-ঘূর্ণিতে ;
এই তো জীবনের মোটামুটি কথা ;
যা' সত্য, যা' সত্তা-পোষণী
তা'ই শুভ,
আর, তা'ই সুন্দর ;
আর, যেমনই হও, যা'ই হও,
এমনতর বেঁচে থাকা ও বাড়াকে
যখনই অতিক্রম ক'রবে,
ব্যাহত ক'রবে,—
তোমার অবিবেকী উদ্ধত গর্ব্বেপ্সা
তা'কে কিছুতেই আপূরণ ক'রতে পারবে না—
ঠিক বুঝো। ৪১৫৩।
১১।২।১৯৫২, রাত ১০-২৫

তোমার ভৎ'সনা, অভিমান ও বাক্‌পটুতা
হামেশাই যদি কা'রো

মর্য্যাদাকে আহত করে,—
তোমার মান সেখানে
কিছুতেই সম্মানিত হবে না,
প্রতিক্রিয়ায় অপদস্থই হবে তুমি ;
মানুষের দোষকে যতই খোঁচা দেবে,
উত্তেজিত ক'রে তুলবে,
সে ততই তিক্ত হ'য়ে উঠবে তোমার প্রতি ;—
আর, তুমি যে এমনতর কর,
তা' তোমার অন্তর্নিহিত
আত্মাভিমানী হীনম্মন্যতারই দরুন
তা'র শুভেচ্ছু হ'য়ে নয়কো ;
তাই, দোষ-নিরাকরণের প্রধান অভিযানই হ'চ্ছে—
তোমার বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা
মানুষের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট ক'রে তোলা,
আর, তা'র দোষকে
তোষণ-দীপনী আপ্যায়নার সহিত
অনুশাসনে অর্থাৎ হৃদ্য ভৎ'সনায়,
তাড়নে বা পীড়নে
ক্রমশঃই ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলা ;
তা' যদি না পার,—
তোমার ঐ অব্যবস্থ অভিচার
তা'কে আরও দোষান্বিত ক'রে
উগ্র ক'রে তুলবে,
সঙ্গে-সঙ্গে তোমাকেও অপদস্থ ক'রে
অসাড় ক'রে তুলবার
দ্রোহচাতুর্য্য নিয়ে চ'লতে থাকবে সে,
বেদনা পাবে তুমিও—

সেও শত্রু হ'য়ে রইবে তোমার ;
তাই, কুশল তাৎপর্য্যে স্বস্তি-অনুদীপনায়
মানুষকে সৎ-সন্দীপী যদি ক'রতে চাও,
তা'ও ক'রতে পার,
নয়তো, বিফল-মনোরথ হবে
বেদনাপ্লুত হবে ;
তাই, দোষের নিরোধপ্রয়াসী হও—
যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে। ৪১৫৪।
১২।২।১৯৫২, সকাল ৯-১০

ধর্ম্মের প্রথম সোপানই হ'চ্ছে—
নিজেকে সর্ব্বতোভাবে সুকেন্দ্রিক ক'রে তোলা,
অর্থাৎ, শ্রেয়ার্থকেই নিজের স্বার্থ ক'রে ফেলা,
আপন স্বার্থকে অবজ্ঞা ক'রে
সব রকমে সুসঙ্গতিসম্পন্ন
কুশলকৌশলী বোধি-অনুচর্য্যায়
ঐ শ্রেয়ার্থকেই নিষ্পন্ন ক'রে তোলা ;
আর, এই-ই হ'চ্ছে দ্বিজীকরণের তাৎপর্য্য,
আর, তা'ই-ই মানুষের দ্বিতীয় জন্ম—
এ জীবনেই পুনর্জ্জন্ম ;
আর, এর ফলেই
সমস্ত প্রবৃত্তিরই সার্থক সুসঙ্গতি নিয়ে
সুসঙ্গত বোধির উন্মেষে
মানুষ কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে ;
ঐ শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যার উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনাই হ'চ্ছে
মানুষের প্রকৃত তপস্যা,

আর, ঐ তপই
মানুষকে তৃপ্ত ক'রে তুলতে পারে। ৪১৫৫।
১২।২।১৯৫২, রাত ৯টা

আপৎকালে স্ত্রীলোকের চাকুরীবৃত্তি,
পরগৃহবাস ও স্বাধীন চলন
বরং গ্রাহ্য হ'তে পারে,
তাও সাবধানে,—
নিজের বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে;
স্বাভাবিক অবস্থায় তা' কিন্তু পতনেরই অগ্রদূত,
সে নিজেকে তো পতিতা ক'রে তোলেই,
তা'ছাড়া পরিবেশকেও
ঐ পাতিত্যে সংক্রামিত করে,
কারণ, নারী-চিত্ত সহজ নমনীয়,
প্রভাবান্বিত হ'য়ে ওঠে সে সহজেই,
আর, ঐ প্রভাব
মস্তিষ্কে অচ্ছেদ্য ছাপের সৃষ্টি ক'রে থাকে
গ্রন্থিনিবদ্ধ হ'য়ে,
যা'র ফলে জাতক-প্রকৃতি
ব্যতিক্রম নিয়েই জন্মে প্রায়শঃ। ৪১৫৬।
১২।২।১৯৫২, রাত ৯-৫

প্রীতি যদি আত্মভোগপ্রত্যাশায় আলম্বিত থাকে,
এমন-কি, প্রিয়কে পাবার বা উপভোগ কর
প্রত্যাশা নিয়েও,—
প্রীতি তখনও পরিভূত হয়নি;
যখন সর্ব্বতোভাবে নিজেকে সে

প্রিয়র হওয়ার প্রত্যাশায় আলম্বিত রাখে,
এক কথায়, প্রিয়ই তা'র
স্বার্থ হ'য়ে ওঠে সর্ব্বতোভাবে,
ভাবে, বলে, চলে আর করেও তেমনি,
প্রীতির উন্মেষ হ'তে থাকে তখন থেকেই,
তৃপ্তিও তখন বোধবিকিরণায়
সন্ধিৎসু পদক্ষেপে
বিভামণ্ডিত ক'রে তোলে তা'কে। ৪১৫৭।

১২৷২৷১৯৫২, রাত ৯-১০

যিনি তুমি নও,
অথচ তোমারই আপূরক—
সাত্বতদীপনী শুভ সমীক্ষায়,
তা' শাসনেই হোক আর তোষণেই হোক,
যখন যেমন প্রয়োজন,—
তাঁ'র প্রতি অনুরাগ-নিবদ্ধ হ'য়ে চলাই
যোগ। ৪১৫৮।

১৩৷২৷১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

যে অসুবিধা, শ্রম বা উপভোগ
তোমার সত্তাকে পুষ্টি-প্রভবান্বিত ক'রে তোলে
তা'ই-ই কিন্তু তোমার কাছে শ্রেয়—
ধর্ম্মদ তা',
আবার, যে সুবিধা, শ্রম বা উপভোগ
তোমার সত্তাকে ক্ষীয়মাণ ক'রে তোলে,
তা' কিন্তু সর্ব্বথাই পরিত্যাজ্য,
তা' অধর্ম্ম। ৪১৫৯।

১৩৷২৷১৯৫২, বিকাল ৪-১০

এমন কর্ম্ম কমই আছে
যা' সর্ব্বতোভাবে দোষমুক্ত,
কিন্তু যা'ই কর না—
ইষ্টার্থকে স্বার্থ ক'রে নিয়ে
তাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনায়
সক্রিয়ভাবে তা'কে বাস্তবায়িত ক'রে তোল,
ঐ বাস্তব মূর্ত্তনাই
তা'র অন্তর্নিহিত দুষ্য যা'
তা' সংশুদ্ধ ক'রে তুলবে। ৪১৬০।
১৩।২।১৯৫২, বিকাল ৪-১৫

ঘৃণ্য ব্যক্তিত্ব তা'দেরই
যা'রা নিজেদের
সত্তাপোষণী, বৈশিষ্ট্যপালী, পূরয়মাণ
আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
অবদলিত ক'রে
অন্য মতবাদের ক্রীতদাস হ'য়ে ওঠে—
আপূরণী অনুচর্য্যায় নয়কো,
বরং সহজাত উদগতি-সূত্রকে ছিন্ন ক'রে! ৪১৬১।
১৩।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৩০

যা'র জৈবী-সংস্থিতি
বৈধী-বিন্যাসে সুসংহত যেমন,—
সত্তার সংরক্ষণী আগ্রহও তা'র তেমনি দৃঢ়,
আবার, এই সত্তার স্বচ্ছন্দগতি যেখানে
যেমনভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়,
সত্তার সংরক্ষণী আগ্রহও সেখানে

প্রখর হ'য়ে ওঠে তেমনি,
ঐ বাধাকে বিনিয়ে বা ব্যাহত ক'রে
ঐ আত্মরক্ষার প্রয়াসই
তা'র বোধি ও ব্যক্তিত্বকে
তেমনি কুশলকৌশলী ও দক্ষ ক'রে তোলে,
অবশ্য, এই জৈবী-সংস্থিতির সুসংহত
বিন্যাস-সমন্বিত ব্যক্তিত্বই
ঐ দক্ষতার ভিত্তি;
তা'র সত্তা-সংরক্ষণায়
যে যে বোধ ও ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন
বিবর্ত্তনের ক্রম-তালিমে
নিজেতে তেমনতরভাবে তা' ফুটিয়ে তুলেছে সে—
যেমনটি হ'তে
তা'র সত্তার এই স্বচ্ছন্দতা
বজায় রেখে চ'লতে পারে;
আবার, ঐ বিন্যাস যেখানে অবৈধ ও অসঙ্গত—
সে বাধাপ্রাখর্য্যে
আত্মবিলয় ক'রতে বাধ্য হয়,
তা'র ব্যক্তিত্বও তেমনি
একটু শক্ত ব্যাপার হ'লেই
লোপাট খেয়ে পড়ে। ৪১৬২।
১৪।২।১৯৫২, সকাল ৯টা

তোমার প্রীতি কি
এমনতরই পঙ্গু বা চ্যুতি-বিকৃত—
যে, তা' নিজের আভিজাত্যকে দলন ক'রে
অশ্রেয়-সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রবে?

শ্রেয়-নন্দনায় আত্মনিয়োগ কর,
অনুন্নতকে স্নেহল পরিচর্য্যায়
ঐ শ্রেয়-নিযুক্ত ক'রে তোল,
তোমার প্রীতি সার্থক হ'য়ে উঠুক ;
নয়তো, তুমিও নিকেশ পাবে,
সংক্রামিত হ'য়ে চ'লবে তা' অন্যতে,
সর্ব্বনাশ ইতর উপঢৌকনে
সঙ্কীর্ণ ক'রে তুলবে তোমাকে—
অপলাপেই আত্মাহুতি দিতে হবে তোমাকে। ৪১৬৩ ।
১৪।২।১৯৫২, বিকাল ৪টা

অন্যের প্রতি দোষদিগ্ধ আবেগ নিয়ে
মানুষ যখন আত্মবিশ্লেষণ ক'রতে যায়,
সেখানে আত্মবিশ্লেষণ হয় না,—
হয় অন্যের প্রতি দোষক্ষুব্ধ দৃষ্টি
যা'র ফলে
জীবন ভারাক্রান্তই হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ ;
দুনিয়াকে তোমার কাছে
নির্দ্দোষভাবে পেতে চাওয়ার চাইতে,
আত্মবিশ্লেষণে তোমাকে
অন্যের হৃদ্য সৎ শুভ-তৎপর
ক'রে তোলাই শ্রেয়,
তা'তে বিক্ষোভ না এসে
আনন্দই আসে, তৃপ্তিই আসে,
আর, সুকেন্দ্রিক দোষদৃষ্টিহীন
অচ্যুত প্রীতি-চর্য্যাই হ'চ্ছে—
আত্মবিশ্লেষণ ও বিন্যাসের সৎ পন্থা;—

যা' প্রিয়ানুবর্ত্তী অনুচর্য্যা নিয়ে
অন্তর-আবেগে
নিজেকে সহজ-শুভে বিন্যাস ক'রে তোলে,
তা'তে বেদনার পরিবর্ত্তে
বিনোদন-বৃত্তিই ফুল্ল হ'য়ে ওঠে। ৪১৬৪।

১৪।২।১৯৫২, রাত ৭-৩৮

আজকেই যা' করণীয়—
তা' এক্ষুণি কর,
কাল ক'রবে ব'লে রেখে দিও না,
ঠ'কবে কম,
আপ্‌সোসে হতভম্ব হ'তে হবে কমই;
আর, এতে চরিত্রও ত্বরিতসম্বেগী হ'য়ে ওঠে—
দক্ষ কুশলকৌশলী বোধায়নী তাৎপর্য্যে। ৪১৬৫।

১৪।২।১৯৫২, রাত ৭-৪০

যেগুলি অবশ্য-করণীয়
তা' পর্য্যায়ক্রমে
মস্তিষ্কে যতদূর সাজিয়ে নিতে পার,
সাজিয়ে নাও—
সব দিকটা এঁচে নিয়ে,
আর, ক'রেও চল তা'ই,
এই করায়
পর্য্যায়ী পদক্ষেপের মাঝখানে
যেগুলি এসে পড়ে,—
সেগুলিকে এমনভাবে বিন্যাস ক'রে নাও,

যা'তে ঐ করণীয়গুলি ব্যাহত না হয় ;
এমনতর দূরদৃষ্টি ও দীর্ঘচিন্তনের অভাবে
পণ্ডতারই শিকার হ'য়ে উঠে থাকে অনেকেই,
সব সময় আপসোসের ভেংচানি নিয়ে
দিন গুজরাতে হয়—
একটা অসার শ্লথ ব্যক্তিত্বে উপনীত হ'য়ে ;
কৃতীই যদি হ'তে চাও—
ক'রবে যা'
তা'তে তক্ষুণি হস্তক্ষেপ কর ;
সব করার ভিতরে যদি
এমনতর তালিম নিয়েই চল,
যা'তে ঐ পর্য্যায়ের প্রত্যেকটি
সংসিদ্ধ হ'য়ে ওঠে তোমার কাছে—
একটা সার্থক অন্বিত কৃতকার্য্যতায়,—
আনন্দই পাবে—
কৃতার্থ হবে, সামর্থ্যও বাড়বে,
পাঁকে পা প'ড়বে কমই। ৪১৬৬।
১৪।২।১৯৫২, রাত ৭-৫২

যদি জানতে চাও তো মানতে শেখ—
বলায়, করায়, চলায়—
জিজ্ঞাসু বিহিত অনুচর্য্যায়
যথাযথভাবে। ৪১৬৭।
১৪।২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

কোন বিষয়ে কে কী বলে—
তা' কিন্তু তা'র সমাধান নয়,

বরং তা' সমস্যা হ'তে পারে ;
বাস্তবে তা' কী—
তত্ত্বতঃ সর্ব্বাঙ্গীণভাবে সুসঙ্গতির সহিত
তা'র অন্তর্নিহিত কারণকে উদ্‌ঘাটন ক'রে
তথ্য-নিরূপণ করাই হ'ল—
বাস্তবে তা'কে উপলব্ধি করা ;
কেমন ক'রে, কিসেই বা তা'
উন্নত বা অবনত হ'য়ে ওঠে,
সুসঙ্গতির সহিত সর্ব্বতোভাবে
তা' নিরূপণ করাই হ'চ্ছে
তা'কে জানা,—
আর, নিরূপণ মানে নিশ্চিতভাবে রূপায়িত করা,
এবং তা'ই তা'র সমাধান,
আর, মনীষাও সেইখানে। ৪১৬৮।
১৫।২।১৯৫২, সকাল ৬-৩০

তুমি যেমনই হও,
আর যা'ই হও,
ধনীই হও, মানীই হও, পণ্ডিতই হও,
আর মহামূর্খই হও,
সবৈশিষ্ট্যে তোমার ভাল কী—
যে-ভাল সবার ভালর সাথে সঙ্গতি রেখে
মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে—
যদি বুঝতে না পার তা'
বা বুঝে ক'রতে না পার,
তা' কিন্তু ছন্ন মস্তিষ্কেরই লক্ষণ,
আর, তা' বুঝে ক'রতে পারাটাই পাণ্ডিত্য। ৪১৬৯।
১৫।২।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

যিনি বর্ত্তমান,
আগত যিনি,
বা অব্যবহিত পূর্ব্বে
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
তিনি বিগত পূর্ব্ববর্ত্তীদের পর্য্যায়ী অনুক্রমী
জীবন্ত পরিণয়ন,
তাঁ'কে স্বীকার বা আপনার ক'রে নেওয়া
বা তাঁ'তে অনুরাগসম্পন্ন হওয়া মানেই হ'চ্ছে—
বিগত পর্য্যায়ী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমদেরই স্বীকার করা,
তাঁ'কে স্বীকার ক'রে
অন্যকে অস্বীকার করা মানেই
তাঁ'কেও অস্বীকার করা,
তাঁ'দের ভিতর ভেদ বা ছেদ সৃষ্টি করা
শাতনী অভিব্যক্তি ছাড়া
আর কিছুই নয় ;
আবার, বিগতদের স্বীকার ক'রে
বর্ত্তমানকে অস্বীকার করা—
ঐ তাঁ'দিগকে অবৈধভাবে স্বীকার করা ছাড়া
আর কিছুই নয়,
যা'রা
কোন প্রেরিত-পুরুষোত্তমের নিন্দাবাদ ক'রে
অন্যের প্রতিষ্ঠা ক'রতে যায়,—
তা'রা ভ্রান্ত তো বটেই,
আরো ঐ শাতনেরই বৃত্তিভোগী গুপ্তচর—
যা'রা মানুষকে বিভ্রান্ত ক'রে
ব্যাহতি ও ব্যতিক্রমে পরিচালিত ক'রে থাকে—

ঐ প্রেরিতের উজ্জয়নী আশিস্ থেকে
মানুষকে বঞ্চিত ক'রে ;
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
মানুষের অবগতির তাৎপর্য্যানুপাতিক
পর্য্যায়ক্রমে
ঐ বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যাঁ'রা আসেন,
তাঁ'রা মানুষেরই
ক্রম-আপূরণী বাণী নিয়েই আসেন ;
তাঁ'দের অস্বীকার করা মানে—
ঐ জীবনদেবতার আশিস্ থেকে
মানুষকে প্র-বঞ্চিত ক'রে তোলা—
বিবর্দ্ধনী বিবর্ত্তন থেকে বিচ্যুত ক'রে। ৪১৭০।
১৫।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

ভালবেসে—
বদলে ভালবাসা পাবার প্রত্যাশা,—
যদিও তা' থাকে সাধারণতঃ
তা'ও কিন্তু প্রত্যাশা,
নিজের জন্য যা'ই চাও না কেন,
সেখানেই প্রবৃত্তি,
সেখানেই প্রত্যাশা,
সেখানেই অভিভূত হওয়ার সম্ভাবনা—
যে-অভিভূতি জীবনের প্রীতি-উৎসারণাকে
নিরুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে ;
সব রকমের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত চাহিদাই
মন ও মস্তিষ্কে কতকগুলি উপলখণ্ডের মতন,
এমনতর প্রত্যাশায় যতই তোমার

মস্তিষ্ক ও মন-গহ্বর ভরা থাকে—
প্রীতির স্রোত ব্যাহত হয় ততখানি ;
তুমি ভালবাস,
প্রতিক্রিয়ায় কেউ ভালবাসুক বা না-বাসুক
তা'র প্রতি খেয়াল রেখো না,
যদি কেউ বাসে প্রসাদ লাভ ক'রো ;
এই চাহিদাশূন্য প্রীতি
জীবনকে সুকেন্দ্রিকতায়
উদ্দাম ক'রে তুলতে পারে,
আর, এই প্রীতি
প্রিয়পরমে তোমার সত্তাকে
সন্দীপ্ত অনুরাগে যুক্ত ক'রে তোলে—
অচ্যুত নিবন্ধনে,—
ওই-ই প্রকৃত যোগ ;
আর, ওতেই তোমার যা'-কিছু
সার্থক সঙ্গতি নিয়ে
চিন্তা, চলন, বাক্য, ব্যবহার
ও কর্ম্মোন্মাদনার সহিত
বোধিকে সুসঙ্গত ক'রে তুলে
ঐ প্রিয়পরমেই সার্থকতা লাভ করে ;
প্রত্যাশা যেমন ও যতখানি—
খাঁকতিও তেমন ততখানি। ৪১৭১।
১৫।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

সত্তাকে ধারণ, পালন ও পোষণ করা—
অসৎ-নিরোধী হ'য়ে,—
তা'ই-ই অহিংসা ও সত্যানুশীলন। ৪১৭২।
১৬।২।১৯৫২, সকাল ১০টা

হোজাই-উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

ইষ্টার্থানুদীপনায় সুকেন্দ্রিক হ'য়ে
জীবনকে জীয়ন্ত ক'রে তোল—
প্রীতি-পরিচর্য্যা-অনুক্রমায়
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত;
সত্তাপোষণী অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
ইষ্টার্থে সবাইকে সুসঙ্গত ক'রে তোল;
সত্তার প্রতিটি অভিব্যক্তির
বৈশিষ্ট্যানুগ সুনিয়ন্ত্রণে
পারস্পরিক আপূরণী তাৎপর্য্যে
সহযোগী ক'রে তোল সবাইকে;
শ্রমসুখপ্রিয়তার
সুকেন্দ্রিক সার্থক উপচয়ী চলনে
অধিষ্ঠিত হও সবারই অন্তরে;
ধর্ম্ম আনুক কর্ম্ম,
কর্ম্ম আনুক অর্থ,
আর, সেই অর্থে কামনার সৎ-চরিতার্থতায়
মোক্ষ স্বতঃই অভিদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,—
আর, সার্থক হ'য়ে ওঠ তোমরা সবাই
তোমাদেরই সেই একান্তে। ৪১৭৩।

১৬।২।১৯৫২, বেলা ১১-১৫

স্বার্থ-সংক্ষুধ পরার্থপরতার ভাঁওতায়
যখন ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ ক'রে আনা হয়
অপব্যাখ্যায়,
তখনই আসে ধর্ম্মে-ধর্ম্মে ভেদ,
পর্য্যায়ী অসুশ্রদ্ধ, আপূরণী দৃষ্টির অভাব,

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ প্রেরিত-মধ্যে
ভেদবুদ্ধি,
স্বার্থ-সংক্ষুধ বিকৃত ব্যাখ্যা,
অনাচারী আভিঘাতিক উদ্ধত ব্যতিক্রম—
রক্তপ্লাবনী পবিত্রতার ভাঁওতায়;
আর, সেখানেই বুঝবে,
প্রবৃত্তি-অভিভূত অহং
শাতন-অভিদীপ্তিতে শাসন-নিরত। ৪১৭৪।
১৬।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৪৫

বোধদীপ্ত দূরদৃষ্টির অভাব
মানুষকে নির্ব্বিবাদে
জাহান্নমের দিকে পরিচালিত ক'রে থাকে—
আপাতমধুর ভোগদৃপ্ত সত্তাসংঘাতী
জলুস-বিহ্বল ক'রে। ৪১৭৫।
১৬।২।১৯৫২, রাত ৭-১৫

বিষয় বা বস্তুর সাত্ত্বিক সঙ্গতি যেখানে—
জীবনও সেখানে,
আর, তা'র অন্বয়ী বিবর্ত্তনই বিবর্দ্ধন। ৪১৭৬।
১৭।২।১৯৫২, বেলা ১২টা

আস্বাদন-যোগ্য বা অনুভবগম্য হ'য়ে ওঠে যা'—
তা'ই-ই বাস্তব,
বাস্তব যা' তা'ই সত্য,
যা' সত্য তা'ই-ই রসান্বিত। ৪১৭৭।
১৭।২।১৯৫২, রাত ৮-১৫

আমাদের সত্তার অন্তঃস্থ
মন বা প্রবৃত্তির সার্থকতা কী—
অর্থাৎ, কোন্‌টা জীবনীয়
কোন্‌টা জীবনীয় নয়—
তা' সব সময় টের পাওয়া যায় না,
সত্তা চায়—
সে বেঁচে থাক্‌,
স্বস্তিতে থাক্‌,
সুখে সম্বর্দ্ধিত হো'ক,
সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হো'ক,
তা' ছাড়া, ঐ সত্তা ব্যাহত হয়—
এমনতর যে-কোন চাহিদা
প্রবৃত্তির অস্তিত্বকেই বিপন্ন ক'রে তুলবে—
ঐ সত্তাকে ক্ষীয়মাণ ক'রে ;
তেমনি তোমার প্রিয়পরমের কাছেও
তুমি বেঁচে থাক,
স্বস্তিতে থাক,
সম্বর্দ্ধিত হও,
জয়যুক্ত হও—
এমনতর প্রীতি-সংক্ষুধ চাহিদা ছাড়া
যদি কোন স্বার্থ-সংক্ষুধ চাহিদা থাকে,—
তা' কিন্তু যে-কোন মুহূর্ত্তে
ছেদ এনে দিতে পারে,
লহমায় চ্যুতির গহ্বরে
নিপাতিত ক'রতে পারে তোমাকে ;
তাই, তোমার প্রিয়পরমকে ভালবাস,

তাঁ'কে পালন, পোষণ, পূরণে
উপচয়ে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তোল—
চিন্তা-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, চাল-চলনের
অনুশীলনী তাৎপর্য্যে
তোমার জীবনের যা'-কিছুকে
তদর্থমণ্ডিত ক'রে,
স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনা
ঐ নিরাবিল আবেগকে অনুসরণ ক'রে
সব অবস্থার ভিতর-দিয়ে
তৃপ্তি-নিষ্যন্দী স্বস্তি-অভিদীপনায়
গৌরবান্বিত ক'রে তুলবে তোমাকে। ৪১৭৮।
১৮।২।১৯৫২, বিকাল ৫-১৫

রূপেই হো'ক,
আর ভোগ-প্রবোধনায়ই হো'ক—
যা'তেই আকৃষ্ট হও না কেন,
তোমার অন্তরে প্রীতি
উচ্ছল হ'য়ে উঠতে পারবে না—
যদি হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার ও অনুচর্য্যা-নিরত হ'য়ে
প্রিয়স্বার্থী হ'য়ে না ওঠ,
এক-কথায়, মনোজ্ঞ হ'য়ে না ওঠ ;
আবার, কেউ তোমাকে লাখ ভালবাসুন—
তিনি যত বড় মহানই হউন না কেন,
তুমি যদি শ্রদ্ধান্বিত
হৃদ্য বাক্য, ব্যবহার, অনুচর্য্যায়
তঁৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত না হ'য়ে ওঠ,
ঐ লাখ ভালবাসা পেয়েও

কিছুতেই আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পারবে না,
তৃপ্ত ও ব্যবস্থও হ'য়ে উঠবে না—
তঁৎস্বার্থী হ'য়ে,—
মূলেই হাভাত ;
আবার, প্রীতি না থাকলে
পালন-পোষণী অনুচর্য্যা সক্রিয় হ'য়ে ওঠে না,
আর, প্রিয়স্বার্থান্বিত হ'য়ে না উঠলে
উপভোগও করা যায় না। ৪১৭৯।
১৮।২।১৯৫২, রাত ৯টা

যদি শ্রদ্ধা না থাকে,
ভক্তি না থাকে,
প্রীতি-অনুচর্য্যা না থাকে,
শুধু ভাক্ত হ'য়ে
প্রসাদ-মণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারবে না—
কিছুতেই। ৪১৮০।
১৮।২।১৯৫২, রাত ৯-১৫

ঋত্বিক্!
তুমি জাগ—
আবার জাগ,
দুর্দ্দশার ডাইনী প্রলোভনে
মোহ-মুগ্ধ হ'য়ে আর থেকো না—
পেছনের চৌম্বক টানে,
ইষ্টার্থপরায়ণ অনুজ্ঞাই
তোমার জীবনে উদ্ভিন্ন হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ করুক,

ইষ্টানুগ নৈতিক চরিত্র, বৈধী-চলন
তোমার বাক্য, ব্যবহার, আচার ও আত্মনিয়মনে
ফুল্ল প্রভা বিকিরণ করুক ;
মূহ্যমান যা'রা, ম্রিয়মাণ যা'রা,
স্বকেন্দ্রিকতায় সংন্যস্ত না হ'য়ে
আত্মপ্রত্যয়হীন যা'রা,
ব্যক্তিত্ব যা'দের বিবশ, বিচ্ছিন্ন, ব্যতিক্রান্ত—
তোমাদের জীবনে সেই স্বর্গীয় প্রভা
বিকীর্ণ হ'য়ে উঠে
তা'রাও মোহান্ধকার-বিমুক্ত হ'য়ে উঠুক,
ব্যক্তিত্ব তা'দের সংহত হ'য়ে উঠুক,
পরিবেশে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক,
সমাজ ও রাষ্ট্রে তা'রা সংহত হ'য়ে উঠুক—
তোমাদের ঐ বিভা-বিজৃম্ভী
আলোক-বিকিরণায় উদ্ভাসিত হ'য়ে ;
তোমাদের প্রতিটি চাহনি,
প্রতিটি নিঃশ্বাস,
প্রতিটি পদক্ষেপ
প্রতিটি অন্তরে গেয়ে উঠুক—
'বন্দে পুরুষোত্তমম্'—
একানুধ্যায়ী আত্মার
সক্রিয় সানুকম্পী আবাহনী-মন্ত্রে ;
সবাই সুখে থাকুক,
স্বস্তিতে থাকুক,
সম্বর্দ্ধনার সহিত
সুস্বচ্ছল সুদীর্ঘ আয়ু উপভোগ করুক ;
তা'দের ঐ সংহতি-সমন্বিত স্বস্তি,

উদ্গতির সম্বর্দ্ধনী সুদীর্ঘ আয়ু
তোমাদিগকেও স্বস্তি, সম্বর্দ্ধনা ও আয়ুতে
অমর ক'রে তুলক। ৪১৮১।
১৭।২।১৯৫২, সকাল ৮-২০

যে যা'ই বলুক না,
তা' যে ভাবভঙ্গীকে অবলম্বন ক'রে
বলুক না কেন,—
তুমি যখন তা'কে
সহজ সুযুক্তিপূর্ণ হৃদ্য আলোচনা
ও কথাবার্ত্তার ভিতর-দিয়ে,
সৌম্য, সৌজন্যপূর্ণ ভাবভঙ্গী
ও অনুচর্য্যী আচার-ব্যবহারে
তা'র হৃদয়কে অনুকম্পী ক'রে
তোমার সমাধানী যা'
তা'তে উপনীত ক'রে তুলতে পারবে,
তখন বোঝা যাবে—
তোমার দর্শন, বুঝ, প্রত্যয়ীভূত ধারণা
এমনতর সুসঙ্গতিতে সংহিত হ'য়ে উঠেছে,
যা'র ফলে, তুমি
যে-কেউ যা'ই বলুক না কেন,
বা যা'ই হো'ক্ না কেন,
তা'র স্বতঃস্বেচ্ছ উদগ্র আগ্রহকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে
তা'কে অন্ততঃ তোমার সমাধানে
আকৃষ্ট ক'রে তুলতে পারছ ;
সুকেন্দ্রিকতায় সুনিয়ন্ত্রিত হও,
সুসঙ্গত তালিমে তদনুচর্য্যী হ'য়ে ওঠ,

নিজের অভ্যাসে ঐ নিয়মনকে
বাস্তবভাবে মূর্ত্ত ক'রে তোল,
তা'তে তুমি যেমন সার্থক হবে—
অপরেও তোমাতে সার্থক হ'য়ে উঠবে তেমনি—
তোমার সমাধানী আদর্শে
স্বতঃ-অনুবদ্ধ আগ্রহ নিয়ে। ৪১৮২।
১৯।২।১৯৫২, রাত ৯টা

যে যেমনতর ভাব বা চিন্তায়—
অভিভূত বা জড়িত,
অন্তর্নিহিত ধারণার আলেয়াদীপ্তিতে
পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে তা'ই,
ধারণার বশীভূত হ'য়ে খোঁজেও তা'ই,
দেখতেও চায় তা'ই,
আর, সমর্থনও পায় তা'রই ;
বিশেষতঃ সে যখন কোন মহৎ সংশ্রয়ে
উপস্থিত হয়,
তা'র মনোলেখা ঐ মহৎ বা শ্রেয় শুভেচ্ছু কাউকে
কেন্দ্র ক'রেই
অমনতর ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে,
তাতেই ব'লে দেয় সে কী ;—
তৃপ্তির সুখস্পর্শ পেয়েও
তা'দের মন সন্দেহশীল হ'য়ে ওঠে—
নিজেকে কোন একটা অলীক ও অবাস্তব
আবেষ্টন-নিরুদ্ধ ক'রে ;
সক্রিয়াৎপর্য্যে আপূরণী একায়নী
আত্মিক আলিঙ্গন

একটা অবসাদী আতঙ্ক-বিশেষ—
বিশেষতঃ শাতন-সম্বেগী যা'রা
তা'দের পক্ষে ;—
বুঝে, যেখানে যে বিশিষ্ট ভঙ্গীতে এগুতে হয়,
তা'ই ক'রো—
হৃষ্ট, বোধসন্দীপ্ত পদক্ষেপে ;
মনে রেখো,
তোমার অভিযান মাঙ্গলিক। ৪১৮৩।
২০।২।১৯৫২, রাত ৭-২০

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিগতদের
কাউকে উদ্দেশ্য ক'রে
মনঃকল্পিত অর্চ্চনায় দিন যাপন করে,
কিন্তু তাঁ'দেরই পর্য্যায়ী পরিণাম-স্বরূপ
বর্ত্তমান বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
তাঁ'কে অবজ্ঞা ক'রে চলে,
ভালও বাসে না,
গ্রহণও ক'রতে পারে না,
বা গ্রহণ ক'রে ছেড়ে দেয়,
তা'রা নিজের প্রবৃত্তি-অভিভূতিকেই
উপাসনা ক'রে থাকে,
তা'দের ঐ প্রবৃত্তি-অভিভূত প্রকৃতি
সত্তার বাস্তব যথাযথ স্ফুরণে
শঙ্কিতই হ'য়ে ওঠে,
তাই, তা'রা চক্ষুকে অবহেলা ক'রেও
অন্তর্নিহিত মনগড়া ধারণার আলোকে
কান দিয়েই দেখতে চায়

এবং তা'রই অনুসরণ ক'রতে চায়,
অবৈধ উপায়েই
বিগতদের সেবা ক'রে থাকে তা'রা—
প্রবৃত্তি-সেবারই বনামে,
আবার, বিগত যাঁ'রা
তাঁ'রাও তা'দের কাছে তমসাবৃত থাকেন,
কারণ, যাঁ'র আলোকে তাঁ'রা জীয়ন্ত হ'য়ে উঠবেন
তা'দের জীবনে,—
সেই জীবনালোক
অবৈধভাবে অবাঞ্ছনীয় তা'দের কাছে,—
এমনতর নিরোধনিগড় সৃষ্টি ক'রে রাখে তা'রা;
তা'দের স্বর্গের সম্বর্দ্ধনী দ্বার
প্রস্তর-ফলকেই রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে,
নরক ছন্ন গৌরবেই
তা'দের গর্ব্বেপ্সার উপঢৌকন জুগিয়ে চলে। ৪১৮৪।
২০।২।১৯৫২, রাত ৯-৩৫

মানুষ যখন শ্রেয়কে অবজ্ঞা ক'রে
কামনা-অভিষিক্ত প্রবৃত্তির পূজা ক'রে চলে,
তা'দের বিবেক তখন হতভম্ব হ'য়ে ওঠে,
প্রীতি নিথর হ'য়ে
অসাড় হ'য়ে ওঠে,
হৃদয়-সহ তা'দের মনুষ্যত্ব
প্রস্তরনিভ হ'য়ে ওঠে,
শাতনের কুটদৃষ্টি হয় তা'দের প্রহরী;
তা'দের অন্তর্নিহিত প্রীতি-মর্ম্ম
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ নরবিগ্রহের

স্পর্শলাভ যদি কখনও ক'রতে পারে,
ঐ প্রস্তরীভূত জীবন তা'দের
স্বর্গ-সম্বেগে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠে থাকে,
আর, তিনিই হ'য়ে ওঠেন তা'দের আলো। ৪১৮৫।

২০।২।১৯৫২, রাত ৯-৪৫

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী-শ্রেয়-সংনিবদ্ধ
অনুচর্য্যী অচ্যুত অনুরাগই
তোমার উদ্গাতা। ৪১৮৬।

২১।২।১৯৫২, বেলা ১০-৫

তুমি যেমনই হও,
আর যা'ই কর,
ইষ্টার্থপরায়ণ প্রীতি-সন্দীপ্ত
অনুচর্য্যী অচ্যুত অনুরাগ
যা' শ্রেয়নিষ্ঠ তাৎপর্য্যে
সক্রিয়তায় নিয়মন ও নিষ্পাদনমুখর হ'য়ে চলে—
বোধায়নী পরিক্রমায়,—
তা'ই কিন্তু তোমার অন্তর্নিহিত ওজঃ-দীপ্তি,
পরাক্রমের পরম বীর্য্য,
শক্তির সম্বুদ্ধ ধৈর্য্য,
সন্ধিৎসার অধ্যবসায়ী আবেগ,
কর্ম্মের দুর্দ্দম্য সম্বেগ,
নিষ্পন্নতার কৃতী মুকুট। ৪১৮৭।

২১।২।১৯৫২, বেলা ১০-১৫

তুমি যা'র মন বুঝে চ'লতে পার না,
কথায়-বার্ত্তায় কাজে-কর্ম্মে,
ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়
অবজ্ঞা কর যা'কে,
তোমার আত্মমর্য্যাদা যা'র মর্য্যাদাকে
ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে,
তোমার জীবন কোনক্রমেই
যা'র স্বার্থ হ'য়ে উঠতে পারে না—
নিরন্তর হৃদ্য আবেগে
আত্মবিনায়নী সুখচর্য্যায়,—
তা'র মনোজ্ঞ হওয়া তোমার কাছে সুদূরপরাহত ;
এটা বেশ বুঝে রেখো—
কাউকে অবজ্ঞা ক'রে,
অনুবর্ত্তী না হ'য়ে
তা'র মনোজ্ঞ হওয়া যায় না,
সে যতই তোমাকে তা'র সাধ্যমত
পরিচর্য্যা করুক না কেন,
প্রসাদ-পুষ্ট হওয়া
সুদূরপরাহত তোমার কাছে। ৪১৮৮ ।
২১।২।১৯৫২, বেলা ১১-৪৫

শ্রদ্ধা-ভক্তি
মানুষকে তৃপ্তি দিতে পারে,
প্রদীপ্ত ক'রে তুলতে পারে,
বোধায়নী কুশলকৌশলী ক'রে তুলতে পারে,
অক্লান্ত আবেগসম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে,
তেমনি আত্মবিনয়নী অনুবর্ত্তিতা-সহকারে

প্রিয়-প্রীণন-জনিত যা'-কিছু ক্লেশ, দুঃখ
সবগুলিকেই সুখতাৎপর্য্যশীল
ক'রে তুলতে পারে—
পরাক্রমী উপচয়ী অনুচর্য্যানিরত ক'রে
মানুষকে—
তৎস্বার্থে স্বার্থান্বিত ক'রে। ৪১৮৯।
২১।২।১৯৫২, বেলা ১২-৪০

নিজের কী করা উচিত ছিল,
কীই বা করা হয়নি—
ও এখনও হ'চ্ছে না,
তা' বিবেচনা না ক'রে
যে
অন্যে তা'র প্রতি কী করেনি—
তা'দের প্রতি সেই অনুযোগ দিয়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রে
নিজের দোষকে সমর্থন ক'রে চলে,
চিন্তায় স্থান দিতে পারে না যে
যে, সে যদি কাউকে না ধরে
ও অনুসরণ না করে
তা'কে কেউ ধ'রে রাখতে পারে না,
সংশোধন ক'রতে পারে না
বা শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তুলতে পারে না,
অথচ ক্রমাগত অন্যের প্রতি দোষারোপ ক'রে
নিজেকে সমর্থন ক'রে চলে,—
উন্নয়ন বা নিষ্কৃতি সুদূরপরাহত সেখানে;
শ্রেয়ই যদি চাও,

সৎ-অনুধ্যায়ী শ্রেয় যদি কেউ তোমার থাকেন—
এই মুহূর্ত্তে তাঁ'র অনুবর্ত্তী হ'য়ে চল,
তাঁ'র সঙ্গ ও সাহচর্য্য-নিরত হ'য়ে চল—
তদনুগ আত্মনিয়মনে,
তুমি তাঁ'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠ—
ভাবে, কথায়, কার্য্যে,
নয়তো, শত সৎ-বেষ্টনীও
তোমার কাছে কিছুই নয় ;
তোমার দুষ্কর্ম্মাশ্রিত নিয়তিকে
নিরুদ্ধ ক'রতে পারবে না কেউ,
তুমি হীনত্বের অতল তলে
নিমজ্জিত হ'তেই থাকবে
শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত । ৪১৯০ ।
২১।২।১৯৫২, বিকাল ৪টা

অন্তরাসী আবেগ নিয়ে
অচ্যুত অনুরাগে
যখন থেকে তুমি ইষ্টার্থপরায়ণ হ'য়ে উঠলে,
ইষ্টার্থই তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠল,
এমন-কি নিজের সুস্থি ও বাঁচাবাড়াটাও
ইষ্টার্থ-সন্দীপিত হ'য়ে চ'লতে লাগল—
সার্থকতার সক্রিয় তাৎপর্য্য নিয়ে
উপচয়ী আবেগ-বুভুক্ষায়,—
তখন থেকেই
তুমি যা'-কিছু করেছ এ-যাবৎকাল,
যা'-কিছু তোমার মস্তিষ্কে
পরতে-পরতে বিন্যস্ত হ'য়ে আছে,

সবগুলিই ঐ ইষ্টার্থপরায়ণ
কুশল বোধায়নী তৎপর আবেগ নিয়ে
তোমার ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রেই
সার্থক সঙ্গতি-সহকারে
সজ্জিত হ'তে লাগল,
আর, ঐ সুকেন্দ্রিক বোধবিকিরণা বা বোধভাতি
তোমার সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে
নবীন সজ্জায় সজ্জিত ক'রে
তা'র বিকৃত নিয়মনগুলির সার্থক সঙ্গতিতে
সুযুক্ত পর্য্যায়ে গ্রথিত হ'তে থাকল,
পুড়ে যেতে লাগল পূর্ব্বের যা'-কিছু,
প্রবৃত্তিগুলি একটা সার্থক অন্বয়ে
পারম্পর্য্য-প্রবোধনায়
সঙ্গতিশীল হ'য়ে উঠল,
বৃত্তির বিকার-বিপর্য্যয়গুলি
ভেঙ্গেচুরে সুছন্দ লাভ ক'রল—
পরিচ্ছন্ন অর্থ ও বিন্যাস নিয়ে,
তোমার বৃত্তি-অভিভূত অনুপ্রেরণা
যা' তোমাকে এতদিন ছন্ন ক'রে
ইতস্ততঃ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত—
তা' আর পারল না,
রইল ইষ্টার্থনিবদ্ধ
উপচয়ী, উৎক্রমণী বৃত্তি-আভাস ;
তোমার জীবনচর্য্যা, কর্ম্মসন্দীপনা
বাক্য, ব্যবহার ও চলন-চরিত্রের ভিতর-দিয়ে
ঐ ইষ্টার্থই বিকশিত হ'য়ে
সার্থকতায় প্রদীপ্ত হ'য়ে চ'লতে লাগল—

প্রতি বৈশিষ্ট্যকে ঐ অমনতরই পরিবীক্ষণায়
সঙ্গতিশীল সার্থক তালিমী ক'রে ;
তুমি হ'য়ে উঠলে প্রাজ্ঞ,
তোমার চেতনা বোধিসন্দীপনা নিয়ে
অযুতরশ্মি-বিকিরণে
প্রতিটি তাৎপর্য্যকে অনুধাবন ক'রে
বিভান্বিত হ'য়ে উঠল,
তখন তোমার হ'ল—
"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ",
—ঐ হ'চ্ছে কর্ম্মাপ্লুত নৈষ্কর্ম্ম্যযোগ ;
অমনতর—তুমি ক'রেও কর না,
কারণ, যা' কর তা' ইষ্টার্থেই অন্বিত হ'য়ে ওঠে—
উদগ্র সম্বেগে,
তখন তোমার ভিতরে
ইষ্টার্থকে নিরুদ্ধ ক'রবে—
এমনতর কিছুই থাকে না । ৪১৯১ ।
২১।২।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

তুমি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
তথাগত বা প্রেরিত-পুরুষোত্তমদিগকে
বা তাঁ'দের কাউকে অস্বীকার ক'রে
প্রবৃত্তির ভোগ-ইন্ধন-স্বরূপ
ঈশিত্বকে আয়ত্ত করবার প্রলোভনে
যতই মনগড়া কাল্পনিক মূর্ত্তি, রূপ
বা অমূর্ত্ত অভিজ্ঞানের মহড়ায় ফেলে
ধূমায়িত তাত্ত্বিকতার অবতারণা ক'রে

চ'লতে থাকবে—
ঐশী মানবতার মহান মহত্ত্বকে
অস্বীকার ক'রে,
ব্যতিক্রম ক'রে,
বাস্তবতাকে বিভ্রান্ত ক'রে,—
তোমার তপ, আত্মনিয়মন, অনুধ্যায়িতা
সপ্ত-লোক-সমন্বিত স্বর্গ,
বোধ, বিবেক, কর্ম্ম, জ্ঞান
যা'-কিছু বল না কেন,
অমূর্ত্ত ধূমায়িত হ'য়ে
দিশেহারা ছন্ন-সন্ধিক্ষুতায়
অব্যবস্থ, যুক্তিহারা, অলৌকিক
অবাস্তব বাস্তবতারই উপাসনা ক'রে চ'লবে ততই,
পাবে না কিছুই,
হবে না কিছুই—
শুধু গর্ব্বেপ্সু উপাসনার
পয়মালী ছন্নদৃষ্টিসম্পন্ন বিকৃত বোধ ছাড়া ;
ব্যর্থ হ'বে,
অসমঞ্জস বাতুল হ'য়েও
বনামে জ্ঞানী সাজবে,
ঠ'কবে,
অন্যকেও ঠকিয়ে
জাহান্নমের যাত্রী ক'রে বিদায় দেবে। ৪১৯২।
২১।২।১৯৫২, রাত ৯-১০

মানুষের মনের চেতন বা অবচেতন ভূমিতে
যেমনতর ধারণা

কাল্পনিক বা বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে
অনুসৃত বা নিরুদ্ধ হ'য়ে থাকে,
মনকে খালি ও বিবশ ক'রে
কোন লক্ষ্যে আলম্বিত থেকে
স্বতঃলিখন-তৎপর হ'লে,
সেই লিখনের ভিতর-দিয়ে
ঐ অনুসৃত বা নিরুদ্ধ ধারণাগুলি
ঐ লক্ষ্যানুপাতিক আত্মপ্রকাশ ক'রতে থাকে—
কোথাও বিচ্ছিন্ন,
কোথাও বা বিন্যস্তভাবে;
ঐ লিখায়
অন্তর্নিহিত গুপ্ত সংহিত ধারণার
অনেকখানি অভিব্যক্তি পাওয়া যেতে পারে,
কিন্তু তা' প্রায়ই
বাস্তবতায় সুসঙ্গতি লাভ করে না—
মন বা জানার অন্তরালে যা' থাকে
তা'র দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়;
তাই, সার্থক সুসঙ্গতিসম্পন্ন বাস্তবতায়
ব্যাখ্যাত হয় না যা',—
তা'তে নির্ভরশীল হ'য়ে
অযথা পন্থাতে যেও না। ৪১৯৩।
২১।২।১৯৫২, রাত ৯.৫০

বোধি-সত্তার
চুম্বক-ক্রিয় আকর্ষণ-বিকর্ষণে
আকুঞ্চন-প্রসারণী বিচ্ছুরণের ভিতর-দিয়ে

চৈতন্য জাগ্রত হ'য়ে উঠল,
প্রেরণা সাড়া পেতে রইল তখন থেকেই। ৪১৯৪।
২২।২।১৯৫২, বেলা ৯-৫৫

তোমার জীবনের শ্রদ্ধাকেন্দ্র যিনি,
শুভেচ্ছু পালক-পোষক-পূরক যিনি,
তাঁ'র প্রতি অবহেলা,
অচিন্তনীয় অসঙ্গত দোষারোপ,
এমন-কি বিদ্রূপভঙ্গীতে বাক্য-ব্যবহার প্রভৃতির
কোন-কিছুকে যদি সমর্থন কর,
বা সমীচীন সৌজন্য-সহকারে
উপযুক্তভাবে নিরোধ না কর
বা সহ্য ক'রেই চ'লতে থাক,
তাহ'লে, ক্রমশঃই তোমার অন্তর্নিহিত শাতন
পুষ্টি লাভ ক'রে
মাথা-তোলা দিয়ে
তোমার শ্রদ্ধোষিত ব্যক্তিত্বকে
শ্লথ, ভঙ্গুর ক'রে তুলবেই কি তুলবে;
মনে রেখো—
অদূরেই ব্যতিক্রম
লোল জিহ্বা নিয়ে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য;
ঐ শ্রদ্ধা-সংশ্রয় তোমাতে ব্যাহত হওয়ায়—
জঞ্জালকে আশ্রয় ক'রে
জাহান্নমের ডাইনী আকর্ষণ
বিচ্ছিন্নতায় নিরয়গামী ক'রে তুলবে তোমাকে,
এখনও সাবধান। ৪১৯৫।
২২।২।১৯৫২, বেলা ১১-৫০

প্রতিলোম-সম্বন্ধ
সত্তাকে সঙ্কীর্ণ করে,
জাতকের জৈবী-সঙ্গতির অসংহত বিন্যাসে
তা'কে অব্যবস্থ, উন্মাদ, অবিশ্বস্ত
ও সত্তাপোষণী-সংস্কৃতি-অপঘাতী ক'রে তোলে,
জাতিকে অপলাপপন্থী ক'রে
প্রবৃত্তি-পরিচালিত
আত্মঘাতী অভিযান-সম্বেগী ক'রে
সর্ব্বনাশা পরিধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায়,
তাই, তা' নিরোধনীয়,
দণ্ড্যার্হ,
ঘৃণ্য, নিন্দার্হ। ৪১৯৬।
২২।২।১৯৫২, বেলা ১২-৪০

সবই সম্ভব,
কিন্তু উপযুক্ত বৈধী নিয়মনে
যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়, তা' ক'রে—
দেশ-কাল-পাত্রানুপাতিক
অনুশাসন-তান্ত্রিক-তৎপরতায়। ৪১৯৭।
২২।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৩০

ঈশ্বরের সুসঙ্গত বোধায়িত অভিব্যক্তি যেখানে,—
ঈশ্বরও মূর্ত্তবিগ্রহে সেখানে,
তাই, যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
প্রেরিত-পুরুষোত্তমদিগকে অস্বীকার ক'রে
ঈশ্বর-ভজনা করে,
ব্যর্থতাই উপঢৌকন তা'দের। ৪১৯৮।
২৩।২।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ শ্রেয়-কেন্দ্রিকতার
সুসঙ্গত বোধায়নী উদ্বোধন-তাৎপর্য্যে
সুবিন্যাসী আধিভৌতিক উৎকর্ষ নিয়ে
যে আমান উদ্বর্দ্ধনা
তা'ই হ'চ্ছে বাস্তব আধ্যাত্মিকতা,
আধিভৌতিক সুসঙ্গতিই হ'চ্ছে
আত্মিকতার সংস্থান,
আধিভৌতিক যা'-কিছু
তা'র সুসঙ্গত বিন্যাসের সহিত
যে আত্মিক বিন্যাস—
বোধায়নী পরিক্রমায়,—
আধ্যাত্মিকতার তাৎপর্য্য সেইখানে ;
অবজ্ঞাত আধিভৌতিকতা
আধ্যাত্মিকতারই ছন্ন অভিব্যক্তি। ৪১৯৯।
২৩।২।১৯৫২, দুপুর ১টা

আত্মপ্রসাদ-আকুতি বা আকিঞ্চন নিয়ে
যখনই তুমি কাউকে কিছু দাও,
তাতে প্রীতি-অনুকম্পাই থাকে প্রায়শঃ,
এমনতর স্বতঃস্বেচ্ছ অবদান
মানুষকে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে উন্নীত ক'রে থাকে,
আবার, যখনই
তোমার এ-দেওয়ার পিছনে
স্বার্থানুচর্য্যী প্রত্যাশা-প্রবুদ্ধ অনুপ্রেরণা থাকে,
বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে—
তখনই ফেনিয়ে-ফেনিয়ে ঐ কথা বলবার উদ্বেগও
মুখর হ'য়ে ওঠে,

তাই, তা' মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে কমই,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়াও ঐ জাতীয় হ'য়ে ওঠে,
তৃপ্তির বদলে
আপসোসই মিলে থাকে প্রায়শঃ। ৪২০০।
২৩।২।১৯৫২, বিকাল ৫টা

তুমি অন্যায় না ক'রতে পার,
কিন্তু অপরাধও ক'রো না ;
অন্যায় কথার মানেই হ'চ্ছে—
কা'রও ন্যায্য যা', হক যা'
তা'তে আঘাত জন্মান
বা তা' থেকে বঞ্চিত করা ;
আর, অপরাধের তাৎপর্য্য হ'ল—
মানুষকে বিহিত সম্ভ্রম, সৌজন্য
বা আপ্যায়নায় তৃপ্ত না করা
নন্দিত না করা,
এক-কথায়, যা'র প্রতি বা যেখানে
যখন যা' করণীয়—
বিহিতভাবে তা' না করাই অপরাধ ;
মানুষের প্রতি মানুষের সৌজন্য,
আপ্যায়না ও সম্ভ্রম
যেখানে যেমন প্রয়োজন
বা যখন যা' করণীয় তোমার
তা' যদি কর,—
তোমাকে পেলেই মানুষ
উৎফুল্ল হ'য়ে উঠবে,
ঐ উৎফুল্ল আবেগই

মানুষকে তোমার শুভে সক্রিয় ক'রে তুলবে,
আর, যা' করণীয় তা' যদি
বিহিতভাবে নিষ্পন্ন কর,
তা'তে তুমিও সম্বুদ্ধ ও সম্বৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে। ৪২০১।
২৩।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৫০

সুকেন্দ্রিক সশ্রদ্ধ সক্রিয় অনুচর্য্যা
কেন্দ্রায়িত আপূরণী তাপস সঞ্চলনে
সুসঙ্গত বোধি-উদ্গমনে
শারীরিক কোষের ধারণশক্তিকে সংহিত ক'রে
তা'র তৎপরতাকে ক্রমোন্নত ক'রে
বৈধানিক বিবর্ত্তনের নিয়মন করে;
তাই, বৈধী উপযুক্ত অনুপোষক ও অনুপূরণী
বিবাহের ভিতর-দিয়ে
জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
ওরই উপযুক্ততায় সুবিন্যস্ত হওয়ায়
ঐ তাপস অনুচর্য্যা
সুসংস্কৃত সংক্রমণে যত চলে,
বিবর্দ্ধনী জাতি-পরিণামও
উৎক্রমণ-পদক্ষেপে
উন্নতির ক্রমপর্য্যায়ে
আরূঢ় হ'য়ে চ'লতে থাকে ততই;
আবার, ঐ পরিণয় যদি
বিবর্দ্ধনী বা বিবর্ত্তনী না হ'য়ে
কোষের ধারণ-শক্তি-সংহতির
ব্যতিক্রমী হ'য়ে ওঠে,
তাহ'লে, জৈবী-সম্ভাব্যতা ক্ষয়িত হ'য়েই চলে;

কিন্তু পুরুষানুক্রমে ঐ অমনতর চলন
এবং তদনুগ সংরক্ষণী অনুচর্য্যায়
জাতি ও জন্ম
সুসংহতির অযুত দীপ্তিবাহী বোধায়না নিয়ে
সুসঙ্গত অনুক্রমণায়
ভবিষ্যৎকে আরোতরে
প্রভা ও প্রভাবশালী ক'রে তুলতে থাকবে ;
এমনি ক'রেই স্বর্গ মর্ত্ত্যে আগমন ক'রে
তা'কে স্বর্গীয় ক'রে তোলে। ৪২০২।
২৩।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

তোমায় সত্ত্ব যেখানে
স্বার্থও সেখানে,
তুমি যা'র স্বার্থ হ'য়ে ওঠনি,—
স্বত্বও সেখানে তোমার অবাস্তব ;
আর, যা'কে বুঝে
তা'র অন্তরে ঢুকতে পার
বা তেমনি ক'রে চ'লতে পার—
বাক্যে, আচারে, ব্যবহারে
মনোজ্ঞ হ'য়ে—
নিরন্তরতায়,—
তুমি তা'র অন্তরঙ্গ,
অন্তরঙ্গ মানে অন্তরে যাওয়া
বা মনের মতন হওয়া ;
এই সত্তাস্বার্থী মনোজ্ঞ অনুচর্য্যার ভিতর-দিয়েই
একের স্বত্বে
অন্যে স্বত্ববান হ'য়ে ওঠে বাস্তবে। ৪২০৩।
২৫।২।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

মনে ভেবো না,
ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ইষ্টার্থপরায়ণ তপানুচর্য্যায়

তোমার প্রবৃত্তিগুলি একদম অবলুপ্ত হ'য়ে যাবে,
বরং সেগুলি সংযত হবে,
সঙ্গত হবে,
সংহিত হ'য়ে উঠবে,

সার্থক সুকেন্দ্রিকতায় সম্পুষ্ট হ'য়ে উঠবে—
তীক্ষ্ণ, দক্ষ, সুষ্ঠু ধারণা-সন্দীপ্ত হ'য়ে,—

যা'র ফলে, তুমি অনুরাগের অনাবিল সংবেগে
সুদক্ষ ও সুকৌশলী বোধিতৎপরতায়
তোমার ঐ ইষ্টার্থী তপ-অনুচর্য্যী সঙ্কল্পগুলিকে
নিষ্পন্ন বা মূর্ত্ত ক'রে তুলতে
বাধায় এতটুকুও বিধ্বস্ত হ'বে না;

তোমার দক্ষ-কুশল তৎপরতা
তা'কে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী ক্লেশসুখপ্রিয়তার সহিত
বাস্তবে উদ্ভিন্ন ক'রে তুলবে সেগুলিকে;

তোমার প্রবৃত্তির আদিভূমি কাম ও কামনা
সুকেন্দ্রিক আভা বিকিরণ ক'রে
ভূমায়িত দীপ্তিতে
সব-কিছুকে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত
উপভোগ ক'রে চ'লবে—
লীলায়িত লাস্য-বিকরণে। ৪২০৪।

২৫।২।১৯৫২, বিকাল ৫-৩৫

বিধির বিধানে
এমনতর কোন ব্যতিক্রম আছে কিনা জানি না,
যে,
যেমন ক'রে যা' ক'রতে হয়—
না ক'রেও
কেউ তা' সম্যক্‌ভাবে পেতে পারে ;
প্রার্থনায় সুকেন্দ্রিক হও,
সঙ্কল্পবদ্ধ হও,
যা' যা' ক'রে
যে-উপায়ে তা' পেতে হয়—
তা' কর—পাও,
ঈশ্বরের আশিস্
প্রস্বস্তিমণ্ডিত হো'ক তোমাতে। ৪২০৫ ।

২৫।২।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

যাঁ'কে তোমার স্বতঃ-সম্বেগ
স্বত্ব ক'রে নিয়েছে,
যাঁ'র উপচয়ী উদ্বর্দ্ধনার জন্য
তুমি যদি নিঃশেষও হ'য়ে যাও—
তা'ও মঙ্গল ব'লেই মনে হয়,
যিনি তোমার সর্ব্বস্ব,
তোমার জীবন ও জগৎকে
যাঁ'তে সার্থক ক'রে তোলাই
তোমার পরম-পরমার্থ,
যিনি তোমার শ্রেয়—প্রিয়পরম,—
এমনতর বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কেউ
যদি তোমার থাকেন,—

যেমনতর উপচর্য়ী অনুচর্য্যী তপস্যায়
তাঁ'কে সম্বৰ্দ্ধিত ক'রে
প্রতিষ্ঠিত ক'রে
তোমার উদ্বর্দ্ধনা উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে
তা' ক'রতে এতটুকুও কসুর ক'রবে না ;

তিনি যা'ই বলুন না কেন—
আপাতদৃষ্টিতে তা' শ্রেয়ই হো'ক,
বা অশ্রেয়ই হো'ক,
নিষ্ঠুর হো'ক আর ক্রূরই হো'ক,
মানেরই হো'ক বা অপমানেরই হো'ক,
বিপদের হো'ক বা সম্পদেরই হো'ক,
সুখেরই হো'ক বা দুঃখেরই হো'ক,
গৌরবেরই হো'ক আর হীনতারই হো'ক,
তা' অনুসরণ ক'রতে দ্বিধা বোধ হবে না,—
যদি তা'র ফলে তিনি অমর্য্যাদাগ্রস্ত না হন,

আর, এ ছাড়া যেখানে
যে-কোন প্রশ্নই আসুক না কেন,
তুমি মুখে যা'ই বল না কেন—
তোমার অন্তরে দ্বৈধীভাব দোলায়মান তখনও ;
তুমি মূর্খই হও, আর পণ্ডিতই হও,
ঐ নির্দ্ধারিত নির্দ্বন্দ্বের আওতায় যখন এলে,—
এটা নিঃসন্দেহ যে,
তুমি প্রবৃত্তির সমাধি হ'তে
মুক্তিলাভ করেছ তখন,
নয়তো, মনোবৈকল্য তখনও তোমার অন্তরে
আধিপত্য বিস্তার ক'রে রয়েছে—

তা' যেমনতরই হো'ক না কেন—
হয়, আহাম্মকী প্রীতি-ঔদার্য্যে
নয়, অজ্ঞ ইতর হীনম্মন্যতায়। ৪২০৬।
২৫।২।১৯৫২, রাত ১০টা

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
অনুধ্যায়িতা নিয়ে
ভাবতঃ ও কার্য্যতঃ জীবনকে
বৈধী চলনে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চল,—
তোমাতে যে-জীবন অর্পিত হ'য়েছে
তা' চরমেই উপভোগ ক'রতে পারবে,
আর, তোমার ঐ জীবন-নিঃসৃত জাতকও
সেই সম্ভাব্যতা লাভ ক'রবে। ৪২০৭।
২৬।২ ১৯৫২, সকাল ৬-৪৫

যা'রা বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
অনুধ্যায়িতাকে উপেক্ষা ক'রে
অবৈধ বিকেন্দ্রিক চলনে চলে,
শ্রেয়ানুশাসিত নিয়মনে নিজের জীবনকে
নিয়ন্ত্রিত করে না,
আহার-বিহার, চাল-চলন ইত্যাদিতে
সত্তানুপূরণী সার্থকতাকে
অবহেলাই ক'রে থাকে,
যা'দের প্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্ত
সমাহার-হারা অনুচর্য্যাতে ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান,—
তা'রা সত্তাসঙ্গত তাৎপর্য্যে
সুসঙ্গত বোধায়নী সামঞ্জস্যে দাঁড়িয়ে

সার্থক বিন্যাসে
বাধা ও ব্যতিক্রমকে এড়িয়ে
নিজের জীবনকে উপভোগ ক'রতে পারে না,
পূর্ণ জীবনের অধিকারী হয় কমই তা'রা,
তা'দের জাতকেও সেগুলি সংক্রামিত হ'য়ে
ঐ জাতক স্বাস্থ্য, জীবন, যশ ও বর্দ্ধনা হ'তে
ক্রম-তাৎপর্য্যে বঞ্চিতই হ'তে থাকে ;
দুর্ভাগ্য দৃপ্ত দম্ভে তা'দের জীবন ও বংশে
ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ক'রে চলে ;
তাই, তুমি যা'ই কর না কেন,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ সুকেন্দ্রিক চলন হ'তে
বিচলিত হ'য়ো না একটুও
জীবন-ঝঞ্ঝাতেও তৃপ্তি উপভোগ ক'রবে। ৪২০৮ ।
২৬।২।১৯৫২, সকাল ৮-৩০

তুমি ঈশ্বর-স্পর্শ লাভ ক'রেই থাক,
বা ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শনই লাভ ক'রে থাক,—
যদি সুকেন্দ্রিক একানুধ্যায়িতার সহিত
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ জীয়ন্ত কোন জীবনে
অনুরাগ-সন্দীপনায়
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
তোমার জীবন ও বোধি-বিন্যাস না হ'য়ে থাকে—
তত্ত্বতঃ, তথ্যতঃ ও ব্যক্তিতঃ,
অন্বয়ী অনুচর্য্যায়,
অবিসম্বাদ-তৎপরতায়,—
তোমার সমস্ত বোধগুলি
তাঁ'তে যদি সার্থক হ'য়ে

অন্বয়ে জমাট বেঁধে না উঠে থাকে—
পরতঃ ও অপরতঃ,
প্রশ্নহীন, দ্বিধাহীন আগ্রহ-দীপনায়
অকম্পিত, অচ্যুত, অবাধস্রোতা হ'য়ে
নিরন্তর সলীল গতিতে,
বাক্য, ব্যবহার, চাল-চলন ও চরিত্রের
সুসঙ্গত সার্থক প্রবোধনায়,—
কিংবা যে-কেন্দ্র হ'তে
বোধায়নী পরিক্রমায়
তুমি প্রবর্ত্তনা লাভ করেছ,
তাঁ'র প্রয়োজন যদি তোমার জীবনে
নিভে যেয়ে থাকে,—
তোমার ঈশ্বর-স্পর্শ,
ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মদর্শন
একটা বিভ্রান্ত আবোল-তাবোল ছন্নছাড়া কল্পনায়
বাক্-বিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়কো ;
তুমি তো ঠ'কেছই,
তোমার ঐ ছন্ন জ্ঞানদীপনা
ঠকাবেও অনেককে অবলীলাক্রমে ;
ফল কথা, ঠিক বুঝো,
যত যে-জ্ঞানই লাভ ক'রে থাক না কেন,
তা' সর্ব্বসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
ঐ কেন্দ্রকে সার্থক ক'রে তুলে যদি না থাকে—
অবাধ রাগদীপন-অনুচর্য্যায়,
বাস্তব সঙ্গতি নিয়ে,
সার্থক অধ্যবসায়ী তৎপরতায়,
সেই জীয়ন্ত ব্যক্তিত্বকে

জীবনে প্রস্ফুটিত ক'রে
নিঃসন্দেহ মীমাংসায়,—
তোমারও কিছুই হয়নি ;
তুমি এখনও সাবধান হও.
অনুরাগ-সম্বেগবুদ্ধ হ'য়ে
তদনুচর্য্যী তাপস চলনে চ'লতে থাক—
সব যা'-কিছুকে সুসঙ্গত ক'রে নিয়ে
ভাবে, কর্ম্মে ও বোধিদীপনার
সুসঙ্গত তালিমী তালে.
তুমিও সার্থক হবে,
চেতন-পরিক্রমায় তোমার জীবনও
সংস্থ হ'য়ে উঠবে,
আর, তোমার সাহচর্য্য
অনেককেই তৃপ্তি ও দীপ্তিতে
দেদীপ্যমান ক'রে তুলবে—
স্বস্তির সম্বুদ্ধ আবাহনে। ৪২০৯।
২৬।২।১৯৫২, সকাল ৯-৩০

যেমন সত্তাবিধৃত বোধসমন্বিত শারীর-যন্ত্রগুলির
পারস্পরিক সুসঙ্গত সহযোগী
অন্বয়ী চলন-তাৎপর্য্য হ'তে
সমগ্র শরীর সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হয়,
তেমনি সুকেন্দ্রিক বোধায়নী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে
সুসঙ্গত পারস্পরিক সহযোগিতায়
সার্থক সমবেত চেতনার সৃষ্টি হয়,
তা'ই-ই জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় চেতনা। ৪২১০।
২৮।২।১৯৫২, বিকাল ৪-৫০

যে-বুঝের
বাস্তবতার সাথে কোন পরিচয় নেই,—
আচার, অবস্থা ও অভিব্যক্তির সাথে
সঙ্গতি রেখে,
এমন-কি, যা' 'কী' বা 'কেন'
তা'র জবাবও দিতে পারে না—
যে-জবাব সার্থক হ'য়ে ওঠে
ঐ সৎ-সঙ্গতিকে অর্থান্বিত ক'রে,—
তা' কিন্তু বুঝ নয়,
অন্য কিছু হ'তে পারে। ৪২১১।
২৯।২।১৯৫২, বিকাল ৪-৫০

যে-প্রীতি
প্রিয় ও শ্রেয়ার্থ-অনুচর্য্যা হ'তে
বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলতে চায়,
প্রত্যাশাপীড়িত যে-প্রীতি—
প্রলোভনে, দানে বা আপাতক্রুদ্ধ ব্যবহারে
স্খলনশীল—
বণিকবৃত্তিসম্পন্ন—
কথার বাহানায় মনোজ্ঞ,
অব্যবস্থ ধারাবাহিকতাহীন,—
প্রিয়কে নিজের স্বার্থ ক'রে নিতে পারে না,—
বাত-কী-বাত প্রীতি-সৌজন্যে
দোষদৃষ্টিতেই সমাধি লাভ করে,—
তা' কিন্তু শাতনদুষ্ট। ৪২১২।
২৯।২।১৯৫২, বিকাল ৫টা

তুমি যতই অক্লান্ত পরিশ্রম কর,—
তোমার শরীর ক্লান্তিতে
যতই ধ্ব'সে যাক না কেন,
যা'র অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে আছ—
যতক্ষণ তোমার বাক্য, ব্যবহার ও চরিত্র
সুবিন্যাসে তৎপর
ও দক্ষতার সহিত তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'য়ে না চ'লছে,—
তুমি নিজেও সুখী হবে না,
অন্যকেও সুখী ক'রতে পারবে না,
সুখ ও সুখ্যাতির অভিনন্দনা
তোমার পক্ষে সুদূরপরাহত তখনও ;
যেমনই কর না কেন,
সন্ধিৎসু নজর নিয়ে
ব'লতে চ'লতে, ক'রতে
তাঁ'র মনোজ্ঞ হ'তে চেষ্টা কর,—
যত কৃতকার্য্য হবে
আত্মপ্রসাদও লাভ ক'রবে ততই। ৪২১৩।
১।৩।১৯৫২, বিকাল ৩-৫৫

যা'রা শ্রেয়রাগরঞ্জনায়
তদনুচর্য্যী নিয়মনে
তদর্থে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক'রে
ঐ শ্রেয়কেই
নিজের জীবন-স্বার্থ ক'রে তুলতে পারে না—
ভাবতঃ, কর্ম্মতঃ ও জ্ঞানতঃ
সর্ব্বতোভাবে—

তা'রা কোথায় কী ন্যায়,
অন্যায়ই বা কোথায় কোন্‌টা
তা'রই হিসাব রাখতে জানে না
বা পারে না,
বাক্‌ ও কর্ম্ম হৃদ্য হ'য়েও অহিতার্থক কোথায়—
আর, অপ্রীতিকর হ'য়েও বা
কোথায় তা' হিতব্যঞ্জক—
তা'র ধারণাই তা'দের কম,

ন্যায় সাধারণতঃ
লজ্জিত হ'য়ে থাকে তা'দের কাছে,
কারণ, তা'দের ন্যায়-অন্যায় ধারণা নিয়মিত হয়
তা'দের প্রবৃত্তির পরিপোষক যা'—
তা'রই মাপকাঠিতে,—

তাই, কোথাও বিকৃত ঔদার্য্যে
কোথাও পঙ্গু সঙ্কীর্ণতায়
প্রবৃত্তি-পরিষেবিতা নিয়ে
দিন গুজরাতে বাধ্য হয় তা'রা,

তা'দের প্রবৃত্তি-অভিভূত-চিত্ত-বিনোদনের
সমর্থনী যা'-কিছু করা বা কওয়াকেই
তা'রা ন্যায্য বা ন্যায় ব'লে মনে করে,—
তা'তে তা'দের সত্তার
সার্ব্বভৌম সম্পোষণী পরিচর্য্যার
কিছু হো'ক বা না হো'ক ;
তা'দের অন্তরস্থ বোধিমানব
হাভাতে হ'য়ে চলে চিরদিনই । ৪২১৪ ।
১।৩।১৯৫২, বিকাল ৩-৫৫

যা'দের জৈবী-ভিত্তি
বোধায়নী তাৎপর্য্য নিয়ে
শ্লথ ব্যক্তিত্বে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে,—
তা'দের আভিজাত্য-বোধ
সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ হয় না,
বৈশিষ্ট্যশ্রদ্ধও হয় তা'রা কমই,
তা'রা যখন যেমন ব্যক্তিত্বের আওতায় পড়ে
তা'তেই ঢলঢল হ'য়ে ওঠে.
কত করে—
তা'ও যেন প্রাণস্পর্শী হ'য়ে ওঠে না,
আবার, কিছুদিন পরে
কোন আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব
যদি তা'র উল্টো হয়,—
যা'র সঙ্গ ও সহবাসে
সে ঢলঢলে ছিল,
ঐ সেই তা'দেরই চক্ষে নারকীয় হ'য়ে ওঠে ;
জীবনে তা'দের ব্যক্তিত্ব ও বস্তুপরিচিতি
প্রত্যয়হীন, অন্ধ,
তাই, যা'ই যেমনই করুক না কেন,
যে-কোন ব্যক্তি বা বৃত্তির সহবাসে
আসুক না কেন,
রং তা'দের তেমনই ধ'রবে,
তা'তেই ব'লবে 'বেশ আছি'—
এ বড় সাংঘাতিক দুরদৃষ্ট ;
যদি তা'রা কখনও পরাৎপর, মুক্ত
কোন মূর্ত্ত ব্যক্তিত্বের স্পর্শ লাভ করে

হৃদয় দিয়ে—
তখন ঐ পাষাণ স্তর ভেদ ক'রে
হয়তো ঐ শ্লথ সঙ্গতি
আপ্রাণ আকুতি নিয়ে
দৃঢ়তায় সুসঙ্গতি লাভ ক'রে
স্বর্গস্পর্শী হ'তে পারে। ৪২১৫।
১।৩।১৯৫২, বিকাল ৪-৫

যদি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ কোন বিগতের
পূজা ক'রতেই চাও,
তা'হ'লে, অমনতর যদি কোন আগতকে পাও—
তাঁ'রই জীয়ন্ত বেদীমূলে
সেবা ও অর্চ্চনার অভিদীপনায়
অচ্যুত অনুরাগের সহিত তা' কর,
তাঁ'রই জীবনের ভিতর-দিয়ে
ঐ বিগত যিনি
অ-মৃত হ'য়ে উঠুন তোমার কাছে;
সার্থক বোধায়নী তাৎপর্য্যে
তপশ্চারী অনুচর্য্যায়
সার্থক হওয়া সম্ভবপর হ'য়ে উঠবে। ৪২১৬।
১।৩।১৯৫২, বিকাল ৪-১০

অনুরাগ যা'দের অচ্যুত শ্রেয়নিবদ্ধ নয়কো,
তা'রা স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে থাকে,
আবার, ব্যভিচারদুষ্ট লোকেরও অনুরাগ যদি
একান্ত শ্রেয়নিবদ্ধ হ'য়ে চলে,

তা'দেরও শ্রেয়লাভে সমর্থ হ'য়ে উঠতে দেখা যায়
প্রায়শঃ—
আত্মনিয়ন্ত্রণ-তৎপর হ'য়ে। ৪২১৭।
১।৩।১৯৫২, বিকাল ৪-১৫

যা'রা সত্যের মর্য্যাদা
অনুভব ক'রতে পারে না,—
'মিথ্যাবাদী' বা তদনুকল্পী দোষারোপ
অন্যের প্রতি ক'রতে
তা'রা কিছুমাত্র দ্বিধা মনে করে না,
আর, দেখতে পাওয়া যায়—
তা'রা যে-সব-দোষের আরোপ ক'রছে,
সে-সব দোষে তা'রা সিদ্ধবৃত্তিই হ'য়ে আছে ;
যা'রা সত্যের মর্য্যাদা জানে,—
অতটুকু দোষবাদও তা'দের অন্তরে
সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি ক'রতে পারে,
ঐ সাংঘাতিক অভিঘাতের ক্ষতিপূরণী কিছু
আছে কিনা ঐ দোষারোপকারীর জীবনে
তা' সন্দেহ। ৪২১৮।
১।৩।১৯৫২, রাত ৭-২৫

শ্রদ্ধোষিত আকুতি-অনুরঞ্জনায় নয়কো,
গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত মর্য্যাদা-প্রলোভনের জন্য
বা কোন অসদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হ'য়ে
দৃশ্যতঃ যে-কোন পদবীতে
যে-কেউ অধিরূঢ় হো'ক না কেন,
ঐ পদবীর মর্য্যাদামাফিক

নিরন্তর-আগ্রহ-অনুপ্রাণনায়
চরিত্রকে উপযুক্ত করবার
স্বতঃ-দায়িত্বশীল যোগ্যতাই
তা'দের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না প্রায়শঃ,
বরং ঐ পদবীকে লাঞ্ছিত ক'রতেই
দেখতে পাওয়া যায়,
লোকচক্ষুর সম্মুখে
ঐ মর্য্যাদাকে
একটা বিদ্‌ঘুটে আবছায়া নিয়েই
হাজির করে তা'রা;
তাই, ঐ ইতর গর্ব্বেপ্সু, মর্য্যাদাবুভুক্ষু যারা,—
তা'দিগকে, ওতে দাঁড়িয়ে
বাক্য, ব্যবহার, চিন্তা, চরিত্র ও চাল-চলনে
তা'র উপযুক্ততা অর্জ্জন ক'রে
ধারাবাহিকভাবে চ'লতে দেখা যায় না,
ফলে, নানারকম দোষের অবতারণা ক'রে
ঐ পদ বা পদবীকে
এড়িয়ে আসতে বাধ্য হয় তা'রা,
নয়তো, একটা জ্বালাময়ী যন্ত্রণায়
অব্যবস্থ দিশেহারা হ'য়ে চ'লতে থাকে;
প্রীতি-অধ্যুষিত শ্রেয়ানুপ্রাণনা
মানুষকে শ্রেয়ানুচর্য্যীই ক'রে তোলে,
সন্ধিৎসু স্বতঃ-দায়িত্বের ভিতর-দিয়ে
সব দেখেশুনে
নিজেকে সংহত ও সমাহিত
ক'রে তুলে থাকে তা'রা—
উপযুক্ত অনুচর্য্যার উদ্গতি-অনুবেদনায়,

উপযুক্ততার গর্ব্ব না থাকলেও
তা'দের ব্যক্তিত্বই
তা'দের উপযুক্ততা ঘোষণা ক'রে থাকে। ৪২১৯।

১।৩।১৯৫২, রাত ৮-৫

অন্ততঃ রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে
যখন তুমি প্রার্থনা কর,—
তা'র একটু আগে
সম্ভব হ'লে কিছুক্ষণ স্থির মনে
একজায়গায় উপবেশন কর,
আর, ভেবে দেখ—
সেদিন স্বস্থ যোগ্যতার সহিত
কোন্ বিষয়ে
কী কী কেমনতরভাবে নিষ্পন্ন করেছ,
আরো সুন্দরভাবে দক্ষতার সহিত
কিছু ক'রতে পারতে কিনা,
যদি মনে হয় পারতে
তা' মনে এঁচে রেখো—
সুবিধা পেলে সৌকর্য্যের সহিত হাতেকলমে
সেগুলিকে আরো সৌন্দর্য্যে
সুসম্পন্ন ক'রতে যা'তে পার;
সঙ্গে-সঙ্গে ভেবে দেখ—
কী কী ভুল করেছ,
সে ভুলগুলি কেন ক'রলে,
তা' না করার
কোন হাত ছিল কিনা তোমার,
হাত যদি নাই থেকে থাকে

কেনই বা রইল না তা',
কী ক'রলে তা' হাতে আনতে পারতে,
হাত যদি থেকেই থাকত—
সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন ক'রলে না কেন,
এমনি ক্'রে বিবেচনাপূর্ব্বক
যদি সেগুলিকে সংশোধন ক'রতে পার
ক্ষিপ্র তৎপরতার সহিত তা' ক'রো—
বোধায়নী বিবেচনায়
সুদক্ষ কুশলকৌশলী তৎপরতা নিয়ে,
ভবিষ্যতে যা'তে ভুল না ক'রতে হয়
সেদিকে নজর রেখে চ'লো ;
আরো ভেবে দেখ—
কী কী করা উচিত ছিল,
আর, তা'
কেমন ক'রে অবজ্ঞাত হ'য়েছে তোমার কাছে,
খেয়াল রাখনি তুমি,
বা সময়, সুবিধা, সুযোগ পেয়ে ওঠনি,
সেগুলিকেও তৎপরতার সহিত
সুসিদ্ধ মীমাংসায় এনে
দক্ষতার সহিত
সুনিয়মনে নিষ্পন্ন ক'রতে ত্রুটি ক'রো না,
কেমন ক'রে ত্রুটি ক'রবে না—
তা'র ফন্দীফিকির সমস্তই
তোমার বোধিমর্ম্মে গ্রথিত ক'রে রেখো,—
যা'তে ভ্রান্তিবশে অযথা ভারাক্রান্ত না হ'তে হয় ;
ঐ পর্য্যালোচনার চুম্বক-তাৎপর্য্য নিয়ে
প্রার্থনায় মনোনিবেশ কর,

জপতপে নিয়োজিত হও,
আর, ভুলভ্রান্তি যা-'কিছুকে
নিত্য নিয়মিতভাবে
অপনোদন ক'রে চ'লতে থাক—
সুব্যবস্থ শৃঙ্খলার সহিত ;
এমনতর অভ্যাসে চললে
কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাবে—
তোমার মন, মস্তিষ্ক, মেধাশক্তি ক্রমশঃই
উদ্বর্দ্ধনী পদবিক্ষেপে চ'লতে সুরু করেছে—
বাক্য, ব্যবহার, কর্ম্মানুপ্রেরণার
সুবিন্যাসী তাৎপর্য্যে । ৪২২০ ।

২।৩।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

কৃতি-প্রসিক্ত রাগরশ্মির ভিতর-দিয়ে
সম্যক-অনুচর্য্যী আচরণ-আলোচনায়
যে সুসঙ্গত বোধি রূপায়িত হ'য়ে
প্রতিটি অঙ্গের সংগঠন-তাৎপর্য্যে
সর্ব্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব-বিন্যাসে
সম্যক ধারণায়
বিশেষ বৈভব নিয়ে
অন্তঃকরণে বিকশিত হ'য়ে ওঠে—
বাস্তব সঙ্গতিতে,—
তা'ই-ই আরাধ্য-দর্শন,
সমাধিও সার্থক সেখানে,
আর, সমাধি মানেই হ'চ্ছে—
সম্যক ধারণা বা ধৃতি । ৪২২১ ।

২।৩।১৯৫২, বিকাল ৫টা

যা'রা শ্রেয়নিষ্ঠ নয়—
অচ্যুত ধারাবাহিক অনুচর্য্যানিরত হ'য়ে,
তা'দের ন্যায় বা ন্যায্যতার
ভিত্তিই নেইকো,

কোথায় কোন্‌টা ন্যায়,
কোথায় কোন্‌টা অন্যায়,
কোথায় অন্যায়ই বা ন্যায় হয় কী ক'রে,
ন্যায়ই বা কিসে কেমন ক'রে
কোথায় অন্যায় হ'য়ে ওঠে—

দেশকালপাত্র ও অবস্থার অনুক্রমিকতায়—
সেটা নির্দ্ধারণ করা
সুদূরপরাহত তাদের কাছে,
বিচার-বিবেচনাও
প্রবৃত্তি-অভিভূত স্বার্থের মানদণ্ডেই
নিরূপিত হয় তা'দের,
ভাল-মন্দও অমনতরই ;

তাই, অমনতর দুর্ভাগা হ'তে যেও না,
শ্রেয়কেই তোমার ভজন-অভিদীপনা
ক'রে তোল,
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, অর্থ-স্বার্থ, যা'-কিছু তোমার
ঐ মানদণ্ডেই পরিমাপিত হো'ক—
তদর্থে অর্থান্বিত হ'য়ে
ঐ স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে,
যথা তোমাকে অভ্যর্থনা ক'রে চ'লবে । ৪২২২ ।

২।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-১০

যা'রা জ্ঞান, ভক্তি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি
ঈশ্বর বা ব্রহ্মদর্শন ইত্যাদির কথা বলে,
অলৌকিক মূঢ় তাৎপর্য্যের বাহানায়
মদ-বিহ্বল জ্ঞানসন্দর্ভের ছড়াছড়ি ক'রে বেড়ায়,
কিন্তু ইষ্টনিষ্ঠা বা শ্রেয়কেন্দ্রিকতাই যা'দের
চ্যুতিবিহ্বল,
মত, মমতা ও প্রবৃত্তি-প্ররোচনার
বিরুদ্ধ সংঘাতেই যা'রা ছিন্নভিন্ন হ'য়ে ওঠে,
সমস্ত ব্যতিক্রমকে ধাক্কা দিয়ে
সরাসরি সুনিষ্ঠ শ্রেয়সম্বেগ
যা'দের অন্তরে আধিপত্য করে না,
আভিজাত্য' বা বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্বে
শক্ত কুশলকৌশলী তাৎপর্য্য নিয়ে
দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না যা'রা,
উৎসর্গীকৃত হৃদয়রাগ যা'দের
এতটুকু তীব্র দমকা হাওয়াতেই নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে,—
ঠিক জেনো,
ব্যক্তিত্বই তা'দের শ্লথ,
ভুয়ো-আড়ম্বরশীল,
ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,
আধ্যাত্মিক অনুভূতিই বল,
ঈশ্বর বা ব্রহ্মদর্শনই বল,
যা'-কিছুই বল না—
সরাসরিভাবে সবটাই তা'দের ভুয়ো ;
প্রগল্ভ ভাবকালীই তা'দের অন্তরে বসবাস করে,
যে-হাওয়া যখন জোরালো,

সেইদিকে গড়িয়ে থাকে তা'রা প্রায়শঃ—
তা' মমতার খাতিরেই হো'ক,
স্বার্থের খাতিরেই হো'ক
বা অর্থের খাতিরেই হো'ক ;
কাপট্যই যা'র অন্তরের আবেষ্টন—
ভণ্ড যা' তা'কেই সে শ্রেয় ব'লে পুজা ক'রে থাকে,
সে যেমন ঠ'কতে জানে,
ঠকায়ও তেমনি
তদনুপাতিক মানুষ যা'রা তা'দিগকে—
যা'দের বোধে বাস্তবতার সঙ্গতি নেই ;
সাবধানে চ'লো,
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠার প্রভাব এতই প্রবল,
শম-দম প্রহরী এতই চতুর,
এদের আওতায় যদি থাক,
তোমাকে দেখে শয়তানও কেঁপে উঠবে। ৪২২৩।
২।৩।১৯৫২, রাত ৮-৩০

শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে তোমার যদি কেউ থাকেন,
তাঁ'র প্রতি তোমার প্রীতি
যদি লেশমাত্রও থাকে,
তা' আবিলই হো'ক বা অনাবিলই হো'ক,
তাঁ'র অন্তরের বেদনা, অস্বস্থি
নিরাকরণযোগ্য উদ্বেগ,
ও তা'র কারণ যা' যা' কিছু—
যা' বোঝ বা জান
তোমার বিদ্যা, বুদ্ধি, বিবেচনা-মাফিক
দক্ষ নিয়মনে

তা' উৎখাত ক'রতে
প্রথমেই লেগে যাও
এমনতরভাবে—

যা'তে তা'র দ্বারা
ঐ শ্রেয় ও প্রেয় যিনি তোমার
তিনি জড়িত হ'য়ে না ওঠেন ;

ঐ বাস্তব-করণের ভিতর-দিয়ে
তোমার বীর্য্য, পরাক্রম
সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে উঠতে থাকবে—
বজ্রাঙ্গবলীর মত,

তোমার তপ, জপ, সাধনা, মন্ত্র ঐ পথেই
বোধদীপ্ত উদ্দীপনায়
তোমাকে সার্থক ক'রে তুলতে থাকবে,
নিষ্ঠাও আলোক বিতরণ ক'রে
তোমার উর্দ্ধ, অধঃ, সম্মুখ, পশ্চাৎ
সব-কিছুকেই আলোকিত ক'রে তুলবে,
হয়তো, উর্জ্জী-ভক্তি-প্রসাদও
তোমাকে অমৃতস্পর্শী ক'রে তুলতে পারে ;
আর, ও' যদি না ক'রতে পার—
অমনতর বুদ্ধিই যদি না জোয়ায়—
তুমি একটা ক্লীব ভাবুকতা নিয়ে
প্রলাপী ভাবমত্ততায়
নিজের দুর্ব্বল ব্যক্তিত্বের
প্রবল প্রবৃত্তির পূজা ক'রে চ'লেছ,

প্রথমও ওইই,

প্রতিষ্ঠা ওইই,
সার্থকতার সামগানও ওখানে। ৪২২৪।
২।৩।১৯৫২, রাত ৮-৫০

মানবিকতার মানদণ্ডই হ'চ্ছে
আভিজাত্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যানুপ্রাণতা। ৪২২৫।
২।৩।১৯৫২, রাত ৯টা

কেউ যদি তোমার প্রতি কখনও
রুষ্ট হ'য়ে ওঠেন—
তোমার ভুলচুক অন্যায়-অপরাধ
বা অমনোজ্ঞ ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হ'য়ে,—
যদি সম্ভব হয়
তুমি তাঁ'র প্রতি
এমনতর বাক্য, ব্যবহার ক'রতে যেও না
যা'র ফলে, তিনি
অন্তরে আরো আঘাত পান,
যদি অহিত না হয় এবং পার
বিনা বাক্যব্যয়ে স'রেও যেও না,
বরং এমনতর সৌজন্যপূর্ণ বাক্য ব্যবহার ক'রো—
যা'র ফলে, তিনি তৃপ্ত ও ফুল্ল না হ'য়েই পারেন না,
কারণ, মানুষ অন্তরে আঘাত পেলে
সে-আঘাত উত্তেজনার সহিত নিরুদ্ধ যদি হয়,
ভবিষ্যকালে শরীর ও মনে
তা' এমনতর বিকার সৃষ্টি ক'রে দিতে পারে
যা' তা'র জীবনের পক্ষে দুরূহ হ'য়ে উঠতে পারে,
আর, তা' তোমাকেই কেন্দ্র ক'রে;

তাই, তোমার করণীয়
বিহিত কুশল তাৎপর্য্যে
তা'কে প্রশমিত করা,
আর, এই প্রশমিত করার ফলে
প্রসাদও তোমার নিকট
সচ্ছল হ'য়ে এগুতে থাকবে,
তুমি তৃপ্তিও পাবে। ৪২২৬।
৩।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫৫

যেই হো'ক না কেন,
তা'র প্রতি যদি
শ্রদ্ধোষিত বা স্নেহলদীপ্ত
অন্তরাসী অনুচর্য্যাপরায়ণ না হও—
অচ্যুত অনাবিল অনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
বহুকাল অবধিও যদি
তা'র সংসর্গ ও সহবাতে কাটাও,
তুমি তা'কে
কিছুতেই বুঝতে বা বোধ ক'রতে পারবে না,
কারণ, মানুষ যদি শুধু আত্ম-অনুচর্য্যানিরত থাকে—
তবে, কা'রও লাখ সংসর্গেও তা'র কিছু হয় না
নিজের প্রবৃত্তি-সঞ্জাত ধারণারই পরিপুষ্টি ছাড়া,
সে কা'রও অন্তর-মর্য্যাদাকে উপলব্ধি ক'রতে পারে না,
কারণ, মানুষ চলেই সাধারণতঃ
তা'দের ধারণাকে সম্মুখে রেখে,
সেই ধৃতি যদি অন্যের স্পর্শ লাভ না করে,—
সেখানে বোধ বা বুঝ কিছুই আসে না। ৪২২৭
৫।৩।১৯৫২, বিকাল ৪-২৫

বোধ কর,
কিন্তু বিহ্বল হ'য়ো না,
ঐ বিহ্বলতা
বিনায়ন-তৎপরতাকে অবশ ক'রে তোলে। ৪২২৮।
৬।৩।১৯৫২, সকাল ৮-২৫

ভজনবিহীন ভক্তি
আর যোগ্যতাবিহীন শক্তি—
দুইই সমান। ৪২২৯।
৭।৩।১৯৫২, সকাল ৯টা

বেদনাবিদ্ধ, ক্লিষ্ট—
এমনতর যদি কেউ আসে তোমার কাছে,
সক্রিয় তৎপরতায়
বেগবতী বিশ্বস্ত বাক্যে
তা'কে আশ্বস্ত ক'রে তোল,
যা'তে সে তোমাকে অবলম্বন ক'রে
তোমার সৌকর্য্য-সন্দীপনায়
বেদনার নিরাকরণে
ঐ বেদনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে
সংস্থ হ'য়ে উঠতে পারে—
একটা আন্তরিক নির্ভরযোগ্য সহজ সম্বোধনায়;
আর, তোমার বোধায়নী কুশলকৌশলী তৎপরতায়,
যা' হ'তে ঐ বেদনা উদ্ভূত হ'য়েছে—
যত শীঘ্র সম্ভব
তা'র তিরোভাব যা'তে সংঘটিত হয়,
অন্তরাসী হ'য়ে হাতেকলমে

সুবিন্যাসী তাৎপর্য্যে
তা'র সমাধান কর—শ্রেয়-বীক্ষণায় ;
প্রসাদ-দীপ্ত ক'রে তোল তা'কে,
আত্মপ্রসাদে অভিদীপ্ত হও,
স্বর্গ সার্থক হ'য়ে উঠুক তোমাতে ;
প্রিয়র প্রীতিচর্য্যা,
বান্ধবের বন্ধুত্ব,
আশ্রয়ের আশ্রিতরক্ষণই ঐখানে। ৪২৩০ ।
৭।৩।১৯৫২, বিকাল ৫টা

তোমার বৈশিষ্ট্যপালী, বর্দ্ধনপ্রয়াসী
কল্যাণস্বার্থী, ইষ্টার্থপরায়ণ, সদনুচর্য্যী
শুভেচ্ছুদের ভিতর
বিজ্ঞ ও মুখ্য যিনি,
তিনিই তোমার শ্রেয় ;
অমনতর সুনিষ্ঠ শ্রেয় যিনি
ও শুভানুধ্যায়ী যা'রাই তোমার,
তাঁ'রা সকলেই তোমার শ্রদ্ধোষিত পরিচর্য্যার পাত্র—
বিহিত উপযুক্ততায়,
আর, এমনতর শ্রেয়ার্থপরায়ণতাই
মানুষের মাঙ্গলিক অনুপ্রেরক। ৪২৩১ ।
৮।৩।১৯৫২, সকাল ১০টা

তোমার শ্রেয়ানুচর্য্যী সিদ্ধান্ত
নিষ্পন্নতায় সাফল্যমণ্ডিত যতই ক'রতে পারবে,
জীবনের অবসাদকেও
ততই এড়িয়ে চ'লতে পারবে। ৪২৩২ ।
৯।৩।১৯৫২, সকাল ৮-২৭

তুমি যা'র স্বার্থ ও সম্পদ হ'য়ে উঠতে পারনি,
অথচ তোমার বাঁচার আপোষণী ভিত্তি
তা'কেই ক'রে রেখেছ,
নানারকম চালিয়াতি চক্রান্তে
তা'কে নিষ্পেষণ ক'রে
তোমার আত্মপুষ্টির ইন্ধন জোগাড় ক'রছ, সংগ্রহ ক'রছ
তা'কে নিঙ্‌ড়িয়ে,—
তা'র মানেই, তুমি যা'ই বল—
বাস্তবতায় সে কিন্তু তোমার কেউই নয়,
তাই, আপনার জনের বাহানায় তা'র শোষক হ'য়ে
আপাতঃ-ভোগলিপ্সায়
নিজের পায়ে তো কুড়োল মারছই,
তা' ছাড়া তা'কে
বা তা'কে ধ'রে যা'রা দাঁড়িয়ে আছে, চ'লছে—
তা'দেরও সর্ব্বনাশ ক'রে চ'লছ;
তোমার এই জলৌকাবৃত্তি
বিদ্রূপ-কটাক্ষে
তোমাকে এমনতরই বঞ্চিত ক'রবে একদিন
যে, অজচ্ছল আপসোসেও
ঐ অপলাপের হাত হ'তে
তোমার রেহাই পাওয়া
দুষ্করই হ'য়ে উঠবে। ৪২৩৩।
৯।৩।১৯৫২, সকাল ৮-৪৫

গর্ব্বেপ্সা
নিজের হামবড়াই প্রতিষ্ঠার জন্য
ক'রতে পারে না

এমনতর কাজ কমই আছে,
শুধু পারে না—
কাউকে ভালবেসে
অচ্যুত নিরন্তরতায়
নিজেকে তা'র স্বার্থসম্পদে অন্বিত ক'রে
আত্মোৎসর্গ ক'রতে,
শাতন ও স্বর্গের ভেদরেখা ওখানে। ৪২৩৪।
৯।৩।১৯৫২, সকাল ১০টা

উৎসমুখতা যেখানে যত নিষ্প্রভ,
বিজ্ঞতার ছদ্মবেশে অজ্ঞতাও
তেমনি গহীন সেখানে। ৪২৩৫।
৯।৩।১৯৫২, বেলা ১০-১৫

কোন কাজ তুমি ঠিক-ঠিকভাবে করছ কিনা;
তা'র নিদর্শনই হ'চ্ছে—
কুশল বোধি-তৎপরতায়
যে-সিদ্ধান্তকে নিষ্পাদনের জন্য
তুমি যে কর্ম্মপন্থা বা পদ্ধতি গ্রহণ ক'রেছ,—
তা'র উপকরণী প্রতিটি অংশ নিয়ে
সার্থক সুসঙ্গতি-তাৎপর্য্যে
সামগ্রিকভাবে সংহত ক'রে
সে-সিদ্ধান্তকে কত শীঘ্র কেমনতরভাবে
নিষ্পন্নতায় মূর্ত্ত ক'রে তুলছ—
তা'র প্রতিক্রিয় বিরুদ্ধ যা'
তা'কে সুষ্ঠুভাবে ব্যাহত ও নিরুদ্ধ ক'রে;

এমনতর নজর রেখে,
ক'রে চ'লে
তা'তে সুনিষ্পন্নতায় সার্থক হ'য়ে উঠবে যেমনতর,
তা'ই হ'চ্ছে তোমার ঠিকের মাত্রা। ৪২৩৬।
১০।৩।১৯৫২, সকাল ৯টা।

মানুষ তা'র আভিজাত্য ও জন্মবৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তি-প্রয়োজনের কাছে বিক্রয় ক'রে
যতক্ষণ তা'র ক্রীতদাস না হ'য়ে ওঠে,
ততক্ষণ তা'র সম্বর্দ্ধনী সত্তা-সম্পন্ন ব্যক্তিত্বকে
অপকৃষ্টতায় লোপাট ক'রে দিতে পারে না,
ঐ প্রবৃত্তি-প্রয়োজনকেই
তা'র জীবনের কাম্য ক'রে নিয়ে
সঙ্কীর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে না,
আর, যে নিজেকে
নিজের প্রবৃত্তির ক্রীতদাস ক'রে তুলতে পারে,
প্রবৃত্তির প্রসাদভোজী হ'য়ে
নিজেকে কৃতার্থ মনে করে,
নিজের সত্তা ও ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে
প্রবৃত্তিপ্রলুব্ধ পদাঘাতে বিদলিত ক'রে
বৈশিষ্ট্যকে বিমর্দ্দিত ক'রে
ইতর গর্ব্বেপ্সার ইন্ধন হ'য়ে
আত্মপ্রসাদ লাভ করে,—
সে এতটুকুও গর্ব্বেপ্সাপূরণী প্রবৃত্তি-প্ররোচনায়
নিজের পিতামাতা, পরিবার, সম্প্রদায়,
সমাজ ও রাষ্ট্রকে
অনায়াসে সহজায় বিক্রয় ক'রে

অন্যের ক্রীতদাস ক'রতে
দ্বিধাবোধ কমই ক'রে থাকে ;
তাই, অমনতর কলঙ্কিত ব্যক্তিত্বে
আস্থা ও নির্ভর করা
সর্ব্বনাশেরই সাদর সম্ভাষণ। ৪২৩৭।
১০।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৪৫

তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তি ও আচরণ যেমন
বোধসঙ্গতিও তেমনি হ'য়ে ওঠে,
জন্মবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আভিজাত্য
ঐ শ্রদ্ধা বা আসক্তি ও তদনুগ আচরণের ভিতর-দিয়ে
বোধ-সমাবেশ লাভ ক'রে
উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট হ'তে থাকে তেমনি,
অপকৃষ্ট হ'লেও তোমার অন্তর্নিহিত জৈবী-সংস্থিতিতে
যে-সম্ভাব্যতা অনুস্যূত হ'য়ে আছে,
তা' একদম-খতম নাও হ'তে পারে,
কিন্তু ঐ সম্ভাব্যতার সম্বেগ
তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তি ও আচরণানুপাতিক
বিন্যস্ত বা অবিন্যস্ত
বোধায়নী সমাবেশ সৃষ্টি ক'রে
তোমাকে উৎকর্ষে বা অপকর্ষে
নিয়ন্ত্রিত ক'রতে কসুর ক'রবে না ;
তাই, উন্নতি বা অবনতির পথ
তোমার শ্রদ্ধা বা আসক্তির পাত্র
ও তদনুবর্ত্তিতার উপর নির্ভর করে। ৪২৩৮।
১০।৩।১৯৫২, বেলা ১১টা

মানুষের দৃষ্টি ও দর্শন
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়েই পরিচালিত হ'য়ে থাকে,
অন্তঃকরণের ভালমন্দ-বিচারক্ষমতা ও দীর্ঘদৃষ্টি
অমনি ক'রেই বেড়ে ওঠে,
আবার, শ্রদ্ধার অভাবে তা' ক'মে যায় ;

তুমি উৎকর্ষাভিমুখী হ'য়ে চ'লতে থাক—
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ একে
শ্রদ্ধানিবদ্ধ হ'য়ে,—

তোমার দৃষ্টি, বোধ ও বিচার
উৎকর্ষের দিকেই বেড়ে উঠবে ক্রমশঃই,
আর, তা'র ব্যতিক্রমে
ঐ দৃষ্টি, বোধ ও বিচার অপকর্ষীই হ'য়ে উঠবে,
আচরণ ও বিবেচনা
তেমনি ঘোলাটে হ'তে থাকবে ;

ফল কথা, শ্রেয়-আশ্রয়ে ঊর্দ্ধমুখী হবে যত,
দৃষ্টিও সুদূরপ্রসারী হবে তত,
আর, যত নীচুতে নাববে—
দৃষ্টিও সঙ্কীর্ণ হবে তত ;

মানুষ যত মরণের দিকে এগুতে থাকে
দৃষ্টি, বোধ ও বিচার-ক্ষমতা
তেমনতরই লোপাট খেতে থাকে,
আর, যতই লোপাট খেতে থাকে,
পতন-সম্বেগও বেড়ে যায় তত—

যদি সে-মরণ একানুধ্যায়ী শ্রদ্ধোষিত আবর্ত্তনে
বিবর্ত্তিত হ'য়ে না ওঠে,
তাই, অধঃপাতের তল কোথায়—

নিতল হ'য়ে গেলেও
মানুষ তা' বুঝতে পারে না। ৪২৩৯।
১০।৩।১৯৫২, বেলা ১১-৫০

শ্রদ্ধার ভূমিতে
সুনিষ্ঠ অনুচর্য্যায় বিদ্যার ভিত্তিতে
শিক্ষা সার্থক হ'য়ে ওঠে,
নয়তো, শিক্ষা সঙ্গতিহারা ছন্ন বিক্ষেপে
বিভ্রান্তই ক'রে তোলে। ৪২৪০।
১১।৩।১৯৫২, সকাল ৭-৩৮

প্রীতি যেখানে অশ্রেয়-উপভোগলিপ্সু,
তা' প্রবৃত্তি-অভিভূতিরই বাহক,
আর, শ্রেয়লিপ্সু যেখানে
তা' আত্মোৎসর্গেরই বিনায়ক ;
শাতনী ঔদার্য্য-বাহানায়
প্রীতি যখন অশ্রেয়লিপ্সাকে সমর্থন ক'রে চলে,—
তা' প্রবৃত্তিরই সঙ্কীর্ণ অনুপ্রেরণা,
আত্মার সাত্ত্বিক অনুদীপনা নয়কো। ৪২৪১।
১১।৩।১৯৫২, সকাল ৮-৩৪

দীক্ষা
বিদ্যারই পবিত্রীকৃত অভিদীপনা
যা' মানুষকে স্বাধ্যায়ী অনুচর্য্যী ব্রতে
অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে—
সহ্য, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ী অনুবর্ত্তনায়

বোধায়নী অনুশীলনে
বিবর্ত্তনের পথে
বিবৃদ্ধিতে বিকাশবিভায় চলৎশীল ক'রে—
সুসঙ্গত দর্শন-পরিক্রমায়
সংশোধিত সুসংহত সম্বোধির অধিকারী ক'রে। ৪২৪২।
১১।৩।১৯৫২, সকাল ৮-৫৫

মানুষের অন্তরকে যদি জয় ক'রতে চাও,
তা'র অন্তরকে
কিছুতেই ক্ষোভান্বিত ক'রে তুলো না,
এমনতর নিন্দা বা প্রশংসার অবতারণা ক'রো না,—
যা'তে তা'র হৃদয় ব্যাহত হ'য়ে ওঠে,
তোমার প্রীতিসম্বুদ্ধ সুযৌক্তিক আলোচনা,
অনুচর্য্যা ও অনুবেদনা
যতই তা'কে তোমাতে
প্রীতি-সংযুক্ত ক'রে তুলতে পারবে,
তুমিও তা'কে পাবে,
সেও তোমাকে পাবে ততই ;
জয়-কথার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
আপনার করা ও আপনার হওয়া। ৪২৪৩।
১১।৩।১৯৫২, সকাল ৯-১৫

শ্রেয়নিষ্ঠ মহৎ যাঁ'রা—
তাঁ'দের দর্শন, ভাব ও কর্ম্মানুদীপনা
চিরদিনই পারস্পরিকভাবে
অনুচর্য্যী, অনুপোষণী ও অনুপূরণী হ'য়েই থাকে প্রায়শঃ,

তাই তাঁদের চিন্তাধারাও
অমনতর একই দাঁড়ায়। ৪২৪৪।
১১।৩।১৯৫২, সকাল ৯-১৬

যে যা'তে শ্রদ্ধানিবদ্ধ বা আসক্ত—
তা'র জীবনও উৎক্রমণ বা অপক্রমণশীল হয় তেমনি,
অচ্যুত শ্রদ্ধানিবদ্ধ নয় যা'রা
বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত, বিকৃত হ'য়ে
আত্মবিলয় করা ছাড়া
তা'দের আর পথ কোথায় ? ৪২৪৫।
১১।৩।১৯৫২, বেলা ১২টা

অশ্রদ্ধ ও অননুবর্ত্তী যা'রা
শ্রেয় বা মহৎ কেউ তাদিগকে ধ'রে থাকলেও
তা' তা'দের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে না—
যতক্ষণ না শাতনী তাড়নে
তা'রা আর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
বরং ঐ মহতের ক্ষমা বা অনুচর্য্যায়
তা'দের অসৎ-প্রবৃত্তিই স্পর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে,
একটা বিজ্ঞ খোলস নিয়ে
আত্মগোপন ক'রে চলে তা'রা,
তাই, উন্নত ও উন্নতিতে আকৃষ্ট হয় না। ৪২৪৬।
১১।৩।১৯৫২, দুপুর ১২-১৫

আলাপী হও—
স্বস্থ, মনোজ্ঞ সার্থক সমাধান নিয়ে,
কিন্তু প্রলাপী হ'তে যেও না। ৪২৪৭।
১১।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-২০

প্রকৃতি-অনুপাতিক ব্যভিচারকেও
দুই ভাগে ভাগ করা যায়;
যে-ব্যভিচারের ভিতর-দিয়ে
জীবন ও জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
বোধায়নী তাৎপর্য্যে বিকৃত হ'য়ে ওঠে—
তা' অবৈধ, অতিঘৃণ্য,
গণসমাজের পক্ষে অশেষ অহিতকর;
তা' বাদে, যা'তে তা' করে না—
তা' ঘৃণ্য হ'লেও অত্যন্ত অহিতকর নয়কো,
তাই, অতিজঘন্যও নয়,
আর, জঘন্য হ'লেও সমাজ ও রাষ্ট্রঘাতী নয়,—
তা'কে বরং শুদ্ধ করা যেতে পারে;
আর, যা'তে জৈবী-সংস্থিতি
অশ্রেয় ও বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
তা'কে নিরোধ না করা পাপ তো বটেই—
তা' ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত হিসাবে,
তা' ছাড়া, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজের পক্ষে
তা' বিষাক্ত অনাস্থষ্টি-বিশেষ—
যা' সমাজ ও রাষ্ট্রকে
ধ্বংসে দীর্ণ ক'রে তোলে। ৪২৪৮।
১২।৩।১৯৫২, সকাল ৮-৪২

যে পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ
অন্ততঃ অবৈধ ব্যভিচার—
যা'তে জীবন ও জাতকের জৈবী-সংস্থিতি
বিকৃত হ'য়ে ওঠে,
ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত সংহতিতে

তা'কে উপযুক্তভাবে নিরোধ না করে—
শাসনে, দলনে, দণ্ডে বা প্রবুদ্ধিসঞ্চারে,—
বিধিবজ্র রোষ-দম্ভে
তা'দের উপরে নিপতিত হ'য়ে
পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রকে
খান-খান ক'রে
অপলাপে অবলুপ্ত ক'রে দিয়ে থাকে,
তাই, ক্লীব ঔদার্য্যে বা ভীরু ঔদাসীন্যে
তা'কে যদি নিরোধ না কর,—
ঐ পাপ-আক্রান্ত যে
তা'র সাথে যে অনাক্রান্ত—
আজই হো'ক বা দু'দিন পরেই হো'ক—
কেউই রেহাই পাবে না কিন্তু ;
তোমাদের সৌরত বজ্র-দীপ্তি
অবিলম্বেই তা'কে
নিরাকৃত, প্রশমিত বা অবলুপ্ত ক'রে তুলুক,
নয়তো, রেহাই পাওয়া সুদূরপরাহত কিন্তু। ৪২৪৯।

১২।৩।১৯৫২, সকাল ৮-৫৫

দেওয়ায় বাড়ে মমতা,
নেওয়ায় বাড়ে লোভ,
চরিত্রও রঙ্গিল হ'য়ে উঠতে থাকে তেমনি—
তদনুপাতিক ;
আবার, শ্রেয়ার্থ-সন্ধিৎসা আনে মুক্তি—
তা' সব প্রবৃত্তিরই। ৪২৫০।

১২।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৫০

অস্তি-অনুস্যূত বোধি
প্রেরণা-সংঘাতে চেতনস্রোতা হ'য়ে উঠল,
ঐ চেতনাই অনুপ্রেরিত ক'রে তুলল অস্তিকে
বর্দ্ধনার পথে—আনন্দে,
সৎ-অনুস্যূত বোধি
চিৎ-অভিদীপ্ত হ'য়ে
আনন্দ-অভিযানে
জীবনপুষ্টি-সন্দীপনায়
উৎক্রমণে বিবর্ত্তিত হ'তে লাগল অমনি ক'রেই—
ব্যতিক্রমকে ব্যাহত ক'রে। ৪২৫১।
১২।৩।১৯৫২, রাত ৮-৪৫

যা' অস্তিকে সঙ্কীর্ণ করে,
মৃত্যুতে নিভিয়ে দিতে চায়,
তা'ই-ই অসৎ। ৪২৫২।
১২।৩।১৯৫২, রাত ৮-৫০

প্রিয়-প্রীণন-প্রেরণায়
সুখ-সন্দীপিত অন্তরে
অন্তরে-বাহিরে
কী ত্যাগ ক'রে কী ধ'রেছ বা হ'য়েছ,
তা'ই-ই তোমার প্রেমপরিচয়—
আর, ঐ হওয়াটাই হ'চ্ছে প্রাপ্তি। ৪২৫৩।
১২।৩।১৯৫২, রাত ৯টা

অন্তর-অনুস্যূত আকুঞ্চন-প্রসারণী সম্বেগ,
যা' লীলায়িত ভঙ্গিমায়

ছন্দে-ছন্দে বিকশিত হ'য়ে উঠে চ'লেছে—
সেই অবগমী তাৎপর্য্যই বোধি-উৎস। ৪২৫৪।
১২।৩।১৯৫২, রাত ৯-২০

তুমি তোমার প্রতি যা'র
মমতাদীপ্ত আচরণ, বাক্য, ব্যবহার
বা আপ্যায়নী অনুরোধে
সুখী না হ'য়ে তা'কে দোষারোপ ক'রবে,
বিরক্ত ক'রবে,
সন্দেহ ক'রবে,
সে ততই
তোমার বাক্য, ব্যবহার ও আচরণের সংঘাতে
আড়ষ্ট হ'তে থাকবে,
বিচ্ছিন্ন হ'তে চেষ্টা ক'রবে,
অপদস্থ হওয়ার ভয়ে
সে তোমাকে নন্দিত ক'রতেও সাহস পেয়ে উঠবে না;
আর, তোমার অমনতর করার মানেই হ'চ্ছে
তুমি তা'র স্বার্থ হ'তে চাও না,
তা'কে তোমার স্বার্থ ক'রে তুলতে চাও,
স্তাবক ক'রে তুলতে চাও,
তাঁবেদার ক'রে তুলতে চাও—
হীনম্মন্য স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী উন্মাদনায়,
তা'র ফলে, সে দূরেই স'রে যাবে;
তাই, কাউকে যদি আপনার ক'রতে চাও—
তোমার হৃদয়, বাক্য, ব্যবহারে
আগে তা'র আপন হ'য়ে ওঠ,
তা'তে স্বার্থান্বিত হও তুমি—
শুভ-সন্দীপনী অনুচর্য্যায়, বাক্যে, ব্যবহারে, আচারে,

আর, যত তা' হ'তে পারবে,—
সে তোমার স্বার্থ হ'য়ে উঠবে ততই,
সুখীও হবে—
যদি বিকৃত-হৃদয় না হয় সে,
আর, তুমি যে সুখসন্দীপ্ত হবেই—
তা'র আর কথা কী? ৪২৫৫।
১৩।৩।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

মনে ভেবো না—
তোমার দাম্ভিকতা বা ঔদ্ধত্য-চলনকে
সবাই ভয় করে,
যা'দের অন্তর মমতা-দুর্ব্বল,
বা যা'রা শক্তি ও সমৃদ্ধিতে দুর্ব্বল,
তা'রা তোমাকে আঘাত না ক'রতে হয়
এমনতর রকমে এড়িয়ে থাকতে চায়,
কিন্তু যা'রা তেমন নয়,—
তা'দের কাছে ঐ উদ্ধত আত্মম্ভরী ব্যবহার নিয়ে
দাঁড়িয়ে দেখো—
তা'রা তোমার ঐ ব্যবহারে
ভীত না হিংস্র হ'য়ে উঠছে তোমার প্রতি;
এই বুঝে
যদি ভালই চাও,
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত ক'রো তেমনি,
নয়তো, অশুভ কটাক্ষের হাত এড়ানো দুষ্কর কিন্তু;
মানুষের দরদী সত্তাপোষণী হবে যেমনি
তা'র উপাস্যও হবে তেমনি। ৪২৫৬।
১৩।৩।১৯৫২, বেলা ১২টা

উৎপীড়ন যখন মানুষকে আর্ত্ত ক'রে তোলে,
তখন সে আশ্রয় খোঁজে,
আশ্রিত হ'তে চায়,
আর, শাতনই হ'চ্ছে—
অবৈধ বা অশ্রেয় আচারের উৎপীড়নী অভিঘাত ;
আবার, অচতুর যা'রা
তা'রাই শাতন-দণ্ডের আওতায় পড়ে বেশী—
যদিও অচতুর বেষ্টনীতে প'ড়ে
চতুর ব্যক্তিকেও অনেক সময়
দুর্দ্দশাগ্রস্ত হ'তে দেখা যায়। ৪২৫৭।
১৩।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৩৫

অস্পৃশ্য যা'রা
তা'রাও শ্রেয়-অনুরাগ ও সদাচার-তপা হ'য়ে
স্পৃশ্য হ'তে পারে,
কিন্তু স্পৃশ্য যা'রা
অবৈধভাবে অস্পৃশ্যে আত্মবিক্রয় ক'রে
অস্পৃশ্য ও স্পৃশ্য উভয়েরই
উন্নতির হানি সৃষ্টি করে,—
তা'রাই অস্পৃশ্য বাস্তবতায়,
অবরুধ্য তা'রাই ;
কারণ, শ্রেয়ে শ্রদ্ধানিরত থাকাই হ'চ্ছে—
অপকর্ষীদের উন্নয়নী সম্বেগ,
তাই, স্পৃশ্য বা শ্রেয় হ'য়ে যা'রা
অবৈধ অশ্রেয় আচরণের দ্বারা
অস্পৃশ্যদের শ্রেয়-শ্রদ্ধাকে ব্যাহত ক'রে

তা'দের জীবনকে ঘোরতর তমসায়
নিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে,
স্পৃশ্য উৎকর্ষী হ'লেও
স্পৃশ্য উৎকর্ষী ও অস্পৃশ্য অপকর্ষী—
উভয়েরই শত্রু তা'রা,
বিধিনিঃসৃত গণদণ্ডই
তা'দের একমাত্র উদ্ধাতা,
ভয়ই তা'দের একমাত্র ত্রাতা। ৪২৫৮।

১৩।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬-৪৫

তোমার সুকেন্দ্রিক ইষ্টার্থপরায়ণ
কুশলকৌশলী বোধায়নী নিয়ন্ত্রণ
সৌকর্য্য-তৎপরতায়
শাতনী পরিক্রমাকে শায়েস্তা ক'রে
যতই ঈশ-বিভায়
আলোক-সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে—
সুসঙ্গত অনুচর্য্যায়,—
বোধিপ্রখর কূটদৃষ্টির কৌটিল্য-অনুশাসন
সুধী সার্থকতায়
ইষ্টার্থ-পরিবেদনায় সার্থক হ'য়ে উঠবে ততই—
পরিপ্রীণনী পরিচর্য্যায়;
আর, সাধু মানেই
সুসম্পন্ন বা সুষ্ঠু-নিষ্পাদন করে যে,
তুমিও অসৎকে নিয়ন্ত্রণ কর,
সাধুবাদে অভিষিক্ত হও। ৪২৫৯।

১৩।৩।১৯৫২, রাত ৯টা

যা'রা শরীরকে ভেঙ্গেচুরে
সত্তার উন্নতির প্রয়াসশীল,
তা'রা শরীরকেও হারায়,
সত্তাকেও হারায়,
তেমনি যা'রা সামাজিক কাঠামোকে ভেঙ্গেচুরে
গণোন্নয়নে প্রয়াসশীল—
তা'রা সামাজিক সংহতিকেও হারায়,
গণ-উন্নতিকেও বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে। ৪২৬০।
১৪।৩।১৯৫২, বেলা ১০

নির্দ্দোষই যদি হ'য়ে থাক তুমি,
অসৎ-প্রিয়তা যদি না থাকে তোমার,
শ্রেয়ার্থ-সম্বেগকেই যদি ভালবেসে থাক,
শ্রেয়ানুধ্যায়ী, একাগ্র
কূটচকিত বোধ-সমন্বিত হ'য়ে যদি চল—
যেখানে যেমন প্রয়োজন,—
তোমার ভয় কিছু নেই;
ঈশ্বর জীবনস্রোতা হ'য়ে
সবারই অন্তরে বসবাস করেন,
তিনি দয়াল। ৪২৬১।
১৪।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৫

আবার, শরীরী সত্তা
সক্রিয় সংযোগে যা' করে,
আর, ক'রে যা' পায়

তা'ই তা'র উপার্জ্জন,
আর, সত্তা শরীর-সংযোগে
যা' উপার্জ্জন করে,
তা'ও ঐ শরীরের মতনই তা'র সত্ত্ব। ৪২৬২।
১৪।৩।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

প্রাণন-সম্বেগ-সম্বোধ নিয়ে যে-সংস্থিতি
তা'ই সত্তা,
ঐ সম্বেগই হ'লো আত্মা,
আর, সত্তা-অনুস্যূত বোধি-সংঘাতই চিৎ,
ঐ চিৎ হ'তেই চিত্ত বা মন। ৪২৬৩।
১৫।৩।১৯৫২, সকাল ৭-৫০

কথায় বলে—
দাঁড়াতে জানলে স'রতে হয় না,
আর, ব'সতে জানলে উঠতে হয় না;
সব কাজেই কিন্তু তা'ই,
যা'ই কর—
লক্ষ্য ক'রে চ'লো—
তোমার করা, চলা বা বলায়
কা'রও অসুবিধা হ'চ্ছে কিনা,
আর, ক'রোও না তা',
বরং মানুষের অসুবিধাকে
যা'তে কমিয়ে দিতে পার
তা'ই ক'রো—
যেখানে যেমন প্রয়োজন—
শ্রেয় যা' তা'কে অব্যাহত রেখে,

তোমার বলা, চলা, করা
যেন মানুষের হৃদ্যই হ'য়ে উঠতে থাকে,
সঙ্গে-সঙ্গে তা' যেন
মানুষের সত্তাপোষণী হ'য়ে ওঠে—
স্বাভাবিক সহজ অনুরঞ্জনায় ;
তগ্‌লিব পোহাতে হবে কমই। ৪২৬৪।
১৫।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৩০

প্রকৃতির মধ্যে যা'-কিছু,
মায় গাছপালা ইত্যাদি সব যদি সমান হয়,
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগত-ক্রমে
যদি বিশেষত্ব না থাকে তা'র,
সব পশুপক্ষী যদি একই হয়,
অর্থাৎ, প্রত্যেকে যদি সমানই হয়,
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগত হিসাবে
কা'রও যদি বৈশিষ্ট্য না থাকে,
আর, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শ্রেয়-অশ্রেয় ব'লে
যদি কিছু না থাকে,
সব সমান বা একই হ'য়ে যায়,
তা' হ'লে, মানুষও সব সমান,
সব একই সর্ব্বতোভাবে
ব্যষ্টিগত ও গুচ্ছগত-ক্রমে,
বৈশিষ্ট্য তা'দেরও নাই ভাবতে পার,
শ্রেয়-অশ্রেয় ব'লে
এদের ভিতরে কিছু নেই—
তা'ও ভাবতে পার,

শ্রেয়-অনুচর্য্যায় শ্রেয়তে আত্মোন্নতি বা উৎকর্ষ
না হ'তে পারে—তা'ও ভাবতে পার,
অপকৃষ্টতে আত্মনিয়োগ ক'রলে
কা'রও যা কোন বৈশিষ্ট্যের
অশ্রেয়তে অপগতি না হ'তে পারে—
তা'ও ভাবতে পার,
আবার শ্রেয় যা'রা
তা'রা যদি অশ্রেয়কে ভজনা করে,
সেই অশ্রেয়-সংক্রমণে
পরিবেশ বিষাক্ত হ'য়ে নাও উঠতে পারে—
তা'ও ধ'রে নিতে পার ;
কিন্তু একটার মত আর একটা
দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায় কিনা—
তা'ও দেখতে পার,
যদি না পাওয়া যায়,
দুইয়েরই বৈশিষ্ট্য আছে—
ধ'রে নিতে হবে,
ব্যষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার ক'রতেই হবে,
আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন, অস্মিতা
বৈশিষ্ট্য-হিসাবে বিশেষ হ'য়ে আছে—
তা'ও বুঝতে হবে,
আবার, প্রত্যেক ব্যষ্টি যেমন বিভিন্নরূপে বিদ্যমান,
তা'দের প্রত্যেকের এই রূপ-অনুস্যূত বৈশিষ্ট্য
বিশেষ জীবনীয় উপকরণ-সংহতিতে সৃষ্ট,—
একজাতীয় প্রত্যেকটি ব্যষ্টি
অমনি ক'রেই বিশেষ রূপে রূপায়িত,
ঐ একজাতীয় বিশেষ রূপ ও বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন যা'রা

তা'দের প্রত্যেকটি বিভিন্নকে নিয়ে
বংশানুক্রমিক-ভাবে
এক-একটি গুচ্ছ প্রস্রোতা হ'য়ে চ'লেছে—
বিশেষ ধী নিয়ে,—
তা'ও দেখতে হবে কিন্তু,
তাই, প্রত্যেকের অনুচর্য্যাও ক'রতে হবে—
তা'র বৈশিষ্ট্যানুযায়ী,
তাহ'লে দাঁড়ালো
তুমি কা'রও সমান নও,
অন্যেও তোমার সমান নয়কো,
অথচ সবাইকে তোমার প্রয়োজন আছে,
সবাইয়েরও তোমার প্রয়োজন আছে—
বৈশিষ্ট্যানুপাতিক,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের কোন্‌টা কোন্ পথে শ্রেয়—
কী ব্যাপারে, কোথায়—
তা'ও বেছে নিতে হবে,
আবার, এও বুঝতে হবে
পুরুষের বৈশিষ্ট্য পুরুষের মত,
নারীর বৈশিষ্ট্য নারীর মত,
আর, এই বৈশিষ্ট্যের
কোন আপূরণী বৈশিষ্ট্যের সাথে
সঙ্গতির প্রয়োজন আছে কিনা—
প্রকৃতিগত আপোষণী অনুধ্যায়িতায়,—
তা'ও নিরূপণ ক'রে তেমনতর চ'লতে হবে,
অশ্রেয়কে শ্রেয়সঙ্গতিসম্পন্ন ক'রে তুলতেই হবে ;
শ্রেয়ে বিবর্দ্ধিত বা বিবর্ত্তিত হ'তে
আত্মবিন্যাস ক'রে

অন্তরে অশ্রেয় যা' আছে—
তা'র নিরসন ক'রে
শ্রেয়কে সংহত ক'রে তুলতে হবে,
কথাবার্ত্তা, চালচলন ও ব্যক্তিত্বে
তা'কে ফুটিয়ে তুলতে হবে,
তাহ'লে, পরিবেশ সে-সংক্রমণে
সঙ্কর্ষিত হ'য়ে উঠবে—
এ অতিনিশ্চয় ;
কি সত্তাপোষণী, কি সত্তাপরিধ্বংসী
তা'কে বেছে নিয়ে
শ্রেয়-অশ্রেয় নির্দ্ধারিত ক'রতে হবে,
অশ্রেয়কে শ্রেয়ে উন্নত ক'রে তুলতে হবে,
পরিধ্বংসী যা' তা'কে নিরোধ ক'রতে হবে,
শ্রেয়কে আরো ক'রে তুলতে হবে,
তা' যদি না কর,
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অব্যবস্থ ছন্নছাড়া হ'য়ে
আত্মবিলয় করা ছাড়া পথই থাকবে না—
তা' ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগতভাবে,—
এটা অতিনিশ্চয় কিন্তু। ৪২৬৫।
১৫।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

তা'রাই পঙ্কিল,
অস্পৃশ্য, অপবিত্র তা'রাই,
মহাপাতকী তা'রাই,
যা'রা শ্রেয় বা উৎকর্ষী বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যকে
অবদলিত ক'রে
প্রবৃত্তিলোলুপতায় অশ্রেয় বা অপকর্ষীর

অবৈধ, অশিষ্ট অনুচর্য্যা-পরায়ণ,
অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্টের জঘন্য শত্রু তা'রাই,
কারণ, উৎকৃষ্টের প্রতি অপকৃষ্টের
শ্রদ্ধাসম্বুদ্ধ অনুবর্ত্তনাই
অশ্রেয় ও অপকৃষ্টকে
শ্রেয়বর্দ্ধনায় অনুপ্রেরিত ক'রে তোলে,
শ্রেয়তপা ক'রে শ্রেয়-মর্য্যাদায়
উন্নত ক'রে তুলে থাকে,
ঐ অশ্রেয়-পরিচর্য্যা সেই শ্রদ্ধাতেই
সাংঘাতিক অপঘাত হানে,
আবার, ঐ অপঘাতই শ্রেয় বা উৎকর্ষী যা'রা
তা'দিগকে অপকর্ষী-অনুচর্য্যায়
সংক্রামিত ক'রে তোলে,
ফলে, উভয়েই
জাহান্নমের উপাসক হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
তাই, অমনতর প্রবৃত্তিসম্পন্ন যা'রা—
তা'রা নিরোধ্য তো বটেই,
তা' ছাড়া, দণ্ডের সাংঘাতিক আঘাত
যদি তা'দিগকে
ভীত, ত্রস্ত ও শঙ্কিত ক'রে না তোলে,—
ঐ বিকৃত সংক্রমণকে নিরোধ ক'রে
মানুষের শ্রেয়-পন্থাকে সজীব ক'রে তোলা
আকাশকুসুমবৎই হ'য়ে থাকে ;
দস্তুর অট্ট-ব্যাদানী করাল আঘাত হ'তে
যদি বাঁচতে চাও,
বা বাঁচাতে চাও,
তবে সাবধান !

কূটকৌশলী সুচতুর চকিত নিরোধে
ঐ ভাঙ্গনকে ভেঙ্গে ফেল—
অপকৃষ্টদের স্নেহল শ্রেয়-অনুচর্য্যায়,
অল্পেই নিস্তার পেতে পার। ৪২৬৬।
১৫।৩।১৯৫২, রাত ১০-৩০

ক'রে কিছু হয় না—
যখনই এই জাতীয় দার্শনিকতায় উপনীত হ'য়েছ,
তা'র মানেই হ'চ্ছে—
হয়তো ধুঁকে থাকবে ঢের,
করেছ কমই তা'র তুলনায়,
চাহিদা ছিল অজস্র তোমার,
কিন্তু যা' ক'রতে গিয়েছ—
যেমন ক'রে তা' নিষ্পন্ন হয়
তেমনতর সুসঙ্গত বৈধী রকমে
তা'কে নিষ্পন্ন ক'রতে পারনি,
হয়ওনি তা'ই,
প্রাজ্ঞও হ'য়ে উঠতে পারনি,
কর্ম্ম-সন্ন্যাস সংগঠিত হয়নি তোমাতে,
অজ্ঞ কর্ম্মনিরত হ'য়ে
বিজ্ঞতার চলনে চ'লেছ,
তাই, তোমার জীবনে
অজ্ঞ দার্শনিকতার প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে ;
যা' করবে তা' কর বিধিমাফিক,
তা' সুসঙ্গত বিহিত নিষ্পাদনে নিষ্পন্ন কর,
তা' যদি অল্পও হয়,
তা'তেও ঢের যোগ্যতার জেল্লা বেড়ে যাবে,

ঐ করাই তোমার ব্যক্তিত্বকে
অমনতরই হওয়াবে,
আর, ঐ হওয়াটাই পাওয়া ;
তখন বুঝবে, না ক'রে হয় না,
আর, হ'লেও মানুষ পায় না,
কারণ, সে-হওয়া ব্যক্তিত্বকে
অনুগ্রথিত ক'রে তুলতে পারে না। ৪২৬৭।
১৬।৩।১৯৫২, বেলা ১১-৩০

যা'রা নষ্টের পথে চ'লেছে,
নিজেকে ব্যাপৃত ক'রে ফেলেছে,
যে-কোন উপায়েই হো'ক—
যে বা যা'রা তা'দিগকে
শ্রেয়ানুবর্ত্তী, শ্রেয়ানুচর্য্যী ক'রে তুলতে পারে—
অচ্যুত শ্রদ্ধাভিষিক্ত সম্বেগী ক'রে,—
তা'রাই ধন্য ;
ঈশ্বরের প্রসাদ তা'দের মস্তকে
স্বতঃই বর্ষিত হ'য়ে থাকে। ৪২৬৮।
১৬।৩।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

আদর্শের দাঁড়ায়
ধর্ম্মের ভিত্তিতে
বৈশিষ্ট্যের কাঠামোর
সদাচারী চলন
পূর্ত্তনৈতিক চলন
কৌটিল্য-চলন
জাতীয়তার চলন

সৎ-সন্দীপনী অসৎ-নিরোধী অনুচর্য্যা ইত্যাদি
নিখুঁত উপস্থিতবুদ্ধির অভ্যস্ততায়
জীবনবৃদ্ধিদ নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে
পারস্পরিক অন্বিত সার্থকতায়
ঐ ধর্ম্মাদর্শে সার্থক হ'য়ে যতই ওঠে—
প্রতিটি ব্যষ্টিজীবনে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে,—
জাতিও ততই জীয়ন্ত চলনে চ'লতে থাকে। ৪২৬৯।
১৬।৩।১৯৫২, রাত্ত ৮টা

তুমি যা'ই কর না কেন,
তোমার মস্তিষ্কে সবই মজুত থাকে—
সক্রিয় আলেখ্য-লেখায়,
উপযুক্ত সময়ে প্রতিক্রিয়ায়
তদনুপাতিকই প্রেরণা জোগায় ;
অন্যায়ই কর, অত্যাচারই কর,
অবিবেকী অসহায়ের প্রতি ব্যভিচারই কর,
এমন-কি, আক্রান্ত না হ'য়ে
একটা ছোট পিপীলিকাকেও যদি
অসহায়ভাবে হত্যা কর,
তুমি ঐ অবস্থায় নিপতিত হ'লে
প্রতিক্রিয়ায় তোমাকেও অমনতরই ক'রে তুলবে ;
সহায়ক প্রবোধনায় অনুকম্পার আবেগ নিয়ে
তোমাকে ঐ অবস্থা থেকে বাঁচাবার
সাহায্য ও প্রেরণাই জুটবে না তোমার,
তুমি হয়তো অমনতরভাবেই বিধ্বস্ত হবে,
নিকেশ পাবে,

এমনতর বোধি জুটবে না

যা'র প্রতিক্রিয় দর্শন-তাৎপর্য্যে

সেই পথে সক্রিয় হ'য়ে তুমি রেহাই পেতে পার;

তাই, তোমার চলনাগুলিকে

সুযুক্ত ইস্টার্থপরায়ণতার ভিতর-দিয়ে

এখন থেকে এমনতর নিয়ন্ত্রণ ক'রতে চেষ্টা কর,

যা'তে প্রতিটি কর্ম্মের সংযোগসূত্র

মস্তিষ্কে এমনতর রেখাপাত করে,

সেই প্রতিক্রিয়ায় এমনতর প্রেরণা পাও,

যা'র ফলে, তুমি আপদ-মুক্ত হ'য়ে উঠতে পার,

নয়তো, যেভাবে ঠ'কে এসেছ, ঠ'কতে বসেছ,

তা' হ'তে রেহাই পাওয়া দুষ্করই হ'য়ে উঠবে—

যদি অন্তরে অমনতর সম্পদ না থাকে;

ভাল করা মানে

ভাল হওয়া আর ভাল পাওয়া,

ঐ ভাল বা মন্দ আবার

পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হ'তে

কসুর ক'রবে কমই। ৪২৭০।

১৮।৩।১৯৫২, বিকাল ৪টা

ভাবভঙ্গী ও ব্যবহারের ভিতর-দিয়েই

অন্তঃকরণ অভিব্যক্ত হ'য়ে ওঠে,

আর, উদ্দেশ্যানুরাগ কতখানি শ্রেয়মুখীন—

প্রীতিপ্রদীপ্ত,—

কথায়-কাজে মিলন-তাৎপর্য্যই তা'র নিশানা,

তাই, কেউ যদি তোমার স্বার্থই হ'য়ে থাকে—

তা' ভাবভঙ্গী ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
কথায়-কাজে সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
অন্তরাসী অভিদীপনায়
স্বতঃই ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে,
আর, এর যেখানে যেমনতর খাঁকতি
বা অস্বাভাবিক অভিব্যক্তি,—
অন্তঃকরণে গলদ বা ভাবসঙ্গতির অভাবও
তেমনতরই সেখানে;
একমুখীন অকপট অন্তরাসপ্রবণ হও—
অভিব্যক্তিকে অষ্টপাশমুক্ত ক'রে,—
তোমার অন্তর বিহিত তাৎপর্য্য নিয়েই
ফুটন্ত হ'য়ে উঠবে। ৪২৭১।
১৮৷৩৷১৯৫২, সন্ধ্যা ৫-৫০

ভক্তির ভিতর জ্ঞান স্বতঃ-অনুস্যূত,
আর, সে-জ্ঞান
অনুভূতির ভিতর-দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে,
ভক্তি অনুভবাত্মক ব'লে তা' বোধপ্রবল,
বাস্তব উপভোগ থাকে তা'র সাথে,
তাই, ভক্তের কাছে ঈশ্বর রসস্বরূপ;
কিন্তু যুক্তিজাল-সমাকীর্ণ অনুমানকে ভিত্তি ক'রে
যে-জ্ঞান
তা' অনুভবাত্মক হ'য়ে ওঠে না,
তাই, তেমনতর দার্শনিকতার ভিতরে
বাস্তবতার সাথে সমঞ্জস চলন
দেখতে পাওয়া যায় কমই। ৪২৭২।
১৯৷৩৷১৯৫২, সন্ধ্যা ৭টা

তোমরা যেখানে বিকেন্দ্রিক আছ—
স্বকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠ;
যেখানে অনাচারী হ'য়ে আছ—
সদাচারপরায়ণ হও,
যেখানে বিচ্ছিন্ন আছ—
সংহত হ'য়ে ওঠ—
স্বস্থ পারস্পরিক সহযোগিতায়,
যেখানে অল্প আছ—
বহুত হ'য়ে ওঠ সেখানে,
যেখানে দুর্ব্বল আছ—
যোগ্য ও সবল হ'য়ে উঠতে থাক,
যা'রা দরিদ্র আছে তোমাদের ভিতর
সম্পদশালী ক'রে তোল তা'দিগকে,
সংহত হও,
প্রবুদ্ধ হও,
পরাক্রমী হ'য়ে ওঠ,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ পুরুষোত্তমে
অচ্যুত অনুচর্য্যা ও অনুরাগ-প্রবণ হ'য়ে ওঠ,
তোমাদের যা'-কিছুকে
শ্রেয়ানুধ্যায়ী ও শ্রেয়-চলনশীল ক'রে তোল,
আয়ু, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি,
তোমাদিগকে নন্দিত ক'রে তুলুক। ৪২৭৩।
২০।৩।১৯৫২, সকাল ৭-৫৫

বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ যিনি,
প্রেরিত-পুরুষোত্তম যিনি,
অবতার-পুরুষ যিনি,
প্রাজ্ঞ সহজ মানুষ যিনি,

ভক্তিবিধৌত অচ্যুত অনুরাগনিষ্ঠ যিনি—
তাঁ'র অনুচর্য্যায়, অনুবর্ত্তিতায়,
সঙ্গ, সেবা ও সাহচর্য্যে
তাঁ'কে আশ্রয় ক'রে
তদনুবদ্ধ সশ্রদ্ধ অচ্যুত অনুরাগ-উদ্দীপনার ভিতর-দিয়ে
আমরা তাঁ'র অন্তর্নিহিত অনুভবের
বোধস্পর্শ পেয়ে
আমাদের বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়ে
সুসঙ্গত তাৎপর্য্যে
সেগুলিকে আমাদের অন্তরে
উদ্দীপিত ক'রে তুলতে পারি;
বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞপ্তিগুলি—
যা' আমাদের মস্তিষ্কে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে,
ঐ বোধবিকিরণের ভিতর-দিয়ে
সেগুলি সংহত হ'য়ে উঠে
উপচয়ী অনুচর্য্যায় ক্রিয়াশীল হ'য়ে
একটা সার্থক সঙ্গতিতে
উপনীত হ'য়ে উঠতে পারে,
যা'র ফলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব
তা'র সমস্ত চালচলন, আচার-ব্যবহার
ও বাক্যে প্রদীপ্ত হ'য়ে
ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমান হ'য়ে ওঠে;
এমন-কি, তাঁ'র প্রতি যাঁ'রা
সহজ শুশ্রূষু অনুচর্য্যা-পরায়ণ—
সক্রিয় অনুবর্ত্তিতা নিয়ে,
তাঁ'কে নিজের স্বার্থ ক'রে
তদনুগ সেবায় দক্ষ হ'য়ে-উঠেছেন,

ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছেন,
তাঁ'দের স্পর্শেও
আমাদের বোধ স্পর্শলাভ ক'রে
ঐ প্রদীপেই প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে ;
তখন শুধু যুক্তির অবতারণায়
স্পর্শহারা বিবেক-বিচারণা নিয়ে
নির্জ্জীব যুক্তিবাদেই
অবশ হ'য়ে থাকতে হয় না,
আমাদের বোধে আসে তখন জীবন,
আসে তখন দীপনা,
আসে তখন ভক্তির হৃদ্য পরিচর্য্যা,
আলোকলসিত ছন্দায়িত বিকিরণা,
জীবন ক্রমপর্যায়ে
অমনি ক'রেই সার্থক হ'য়ে ওঠে আমাদের—
তাঁ'দের চরণ-চলন-স্পর্শে। ৪২৭৪।
২০।৩।১৯৫২, বেলা ১০-৫০

তুমি কতখানি দক্ষ কুশলকৌশলী বোধিসম্পন্ন—
হৃদ্য আচার, ব্যবহার ও বাক্-চতুর,—
তখনই ভাল ক'রে বোঝা যায়—
তোমার শ্রেয় ও প্রেয় ব'লে যদি কেউ থাকেন,
সপরিবেশ তাঁ'র শুশ্রূষু অনুচর্য্যায়
উপচয়ী নন্দনায়
তুমি কতখানি তৎপর হ'য়ে উঠেছ—
তা'ই দিয়ে,—
তিনি তাঁ'র পরিবেশ নিয়ে
কতখানি তৃপ্ত হ'লেন তোমাকে দিয়ে

তা'ই তা'র কষ্টিপাথর;
চরিত্রের বোধিকুশল তাৎপর্য্যে
বাক্-ব্যবহারে কতখানি অভ্যস্ত হ'য়ে উঠেছ,
তোমার চরিত্রগত হ'য়ে উঠেছে তা',
তিনি-সহ তাঁ'র আবহাওয়ায় তুমি কেমনতর,—
তা'ই দিয়েই নিরূপিত হয় তা',
নতুবা, একক যেখানে যা'ই কর না কেন,
লোকে তোমাকে যা'ই বলুক না কেন,
তোমার স্বভাব বা চারিত্রিক নমুনা
সেখানে পাওয়া যাবে কমই,
তুমি হাত নেড়ে হয়তো বাজীমাৎ ক'রতে পার,—
তোমার গর্ব্বেপ্সু ক্ষুধার বিচারণা
হয়তো নানা এৎফাঁকে
লোককে ধাপ্‌কি দিয়ে ভোলাতে পারে,—
কিন্তু তুমি কী
তা'র প্রমাণ তোমার চরিত্র,
স্বভাব,
আর, তা'র বিকাশ কতখানি
তা'র পরখ হ'চ্ছে—
ঐ অচ্যুত শুশ্রূষা-সম্পন্ন
শ্রেয়-অনুচর্য্যায় নিরত
ঐকান্তিক সমঞ্জস আবেগ
ও সক্রিয় তৎস্বার্থী অনুদীপনা,
যা'র ভিতর-দিয়ে সপরিবেশ তিনি
সম্বুদ্ধ, দীপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠেন—
উপচয়ী নন্দনায়। ৪২৭৫।
২০।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৫

গুণ ও অনুচর্য্যার আলেয়া দেখিয়ে
কেউ যদি তোমাকে
কোন জঘন্য বৃত্তিতে বা কর্ম্মে প্রলুব্ধ করে
বা নিয়োজিত করে বা করতে চায়,—
তখনই বুঝে নিও,
ঐ গুণ বা অনুচর্য্যার অভিব্যক্তি যা'
তা' আলেয়ার ইন্দ্রজাল ছাড়া কিছুই নয়কো,
মোটামুটি সে অসৎই ;
তবে মনে রেখো—
কোন সৎ-সন্দীপনী
বা অসৎ-নিরোধী কর্ম্মে নিয়োজন
জঘন্যও নয়, অসৎও নয়। ৪২৭৬।
২০।৩।১৯৫২, বিকাল ৫-৪৫

শ্রেয়-অনুচর্য্যা ও শ্রেয়চলনকে উপেক্ষা ক'রে
অপকৃষ্ট, ইতর সংশ্রয়েই যা'রা আসক্ত,
তা'দের জৈবী-সংস্থিতিই সন্দেহের—
বিকৃত ব'লেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে,
দুর্ম্মদ দুর্ম্মতিগ্রস্ত তা'রাই,
শ্রেয়ানুচর্য্যাকে তা'রা
কঠোর ও ব্যক্তিত্বের অপলাপী ব'লেই
মনে করে। ৪২৭৭।
২০।৩।১৯৫২, রাত ৭-১০

কৃতজ্ঞতা যা'দের স্বভাবসম্বদ্ধ—
যাচিতভাবেই হো'ক,
অযাচিতভাবেই হো'ক,

কেউ যদি তা'দের এতটুকু করে,
তা' তা'রা ভুলতে পারে না,
স্বতঃ-স্বাভাবিক আকর্ষণে
তা'দের আপদ-বিপদে
চক্ষুষ্মান দৃষ্টিতে সুপ্রস্তুত হ'য়ে থাকে—
অনুচর্য্যার আকূতি নিয়ে,
আর, ঐ উপকারক যদি কোন অপরাধও করে,
কৃতজ্ঞতার অনুকম্পায়
সে-অপরাধকেও স্বভাবতঃই তা'রা
অবজ্ঞা ক'রে থাকে—
যতক্ষণ তা' শ্রেয়ার্থ-পরিপোষণে
অন্তরায় সৃষ্টি না করে ;
স্বভাবে যা'দের এই কৃতজ্ঞতা আছে,
তদনুচারী অনেক গুণও
তা'দের ভিতরে প্রদীপ্ত থেকেই থাকে,
জীবন-মর্য্যাদা তা'দের এমনতরই। ৪২৭৮।
২০।৩।১৯৫২, রাত ৭-৩৫

তুমি তোমার শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী যোগ্যতার
সাবলীল অর্জ্জনের ভিতর-দিয়ে
নিজের সত্তাসম্বর্দ্ধনার উপকরণ যা'-কিছু
সংগ্রহ ক'রে
তোমার সাধ্যমতন
পরিবেশের আপূরণে স্বতঃ হ'য়ে
শ্রেয়ানুগ ভোগবিলাসের জন্য
যতটুকু নেহাৎ প্রয়োজন—
জীবন-চলনাকে সহজ ও দক্ষ ক'রে তুলতে,—

তা'ই-ই ক'রে চ'লো,
নয়তো, ঐ ভোগবিলাসের দ্বারা অভিভূত হ'য়ে
হয়তো তোমাকে তোমার সামর্থ্যকে খুইয়ে
শ্রেয়ার্থসন্দীপী পরপোষণে নিষ্ক্রিয়
পরভুক বা পরশোষক হ'য়ে
ধিক্কারজনক জীবন বহন ক'রতে হ'তে পারে ;
যা'ই কর আর তা'ই কর—
অতটুকু বিবেচনাকে জলাঞ্জলি দিও না,
বিনাশকে
নৃশংসভাবে আমন্ত্রণ ক'রতে যেও না। ৪২৭৯।
২১।৩।১৯৫২, সন্ধ্যা ৬টা

ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী গণ-চর্য্যী তাপস !
তোমার গর্ব্বেপ্সা-প্রণোদিত ক্ষমতালিপ্সার অনুপ্রেরণায়
রাষ্ট্রীয় শাসন-সংস্থায়
অযথা প্রবেশবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিতে যেও না,
তোমার জীবন-অভিযানই যেন হ'য়ে ওঠে—
গণ-সংহতি, গণ-নিয়মন ও গণবর্দ্ধনা,—
যা'র ভিতর-দিয়ে মানুষকে
যোগ্যতায় অধিরূঢ় ক'রে
অর্জ্জনপটু ক'রে
স্বাস্থ্য ও জীবনের পরিচর্য্যায়
তা'দিগকে আয়ু, স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনায়
সহজ ক'রে তুলতে পার
সম্পাদের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
শ্রেয়রাগ-অনুদীপনায় উদ্বুদ্ধ ক'রে

সুকেন্দ্রিক তাৎপর্য্যে
অন্তর-বাহিরে
সম্পদের অধিকারী ক'রে তুলতে পার—
সদনুচর্য্যা, অসৎ-নিরোধ ও পরাক্রমে
প্রবুদ্ধ ক'রে তা'দিগকে,—

তা'দের সব-কিছুকে
ঈশ্বরে বা প্রিয়-পুরুষোত্তমে
সুসঙ্গত, সার্থক অভিদীপনায়
অমৃতসিক্ত ক'রে তুলতে পার,
শ্রেয়ানুগ পন্থায় জনন নিয়ন্ত্রণ ক'রে
সুষ্ঠু জৈবী-সংস্থিতিসম্পন্ন জাতকের
প্রাদুর্ভাব ক'রে তুলতে পার ;
যদি কখনও এমনতর প্রয়োজন আসে
যখন তোমরা শাসন-সংস্থায় প্রবেশ ক'রলে—
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যানুগ জীবন-যাপনের ব্যাহতিকে
নিরোধ ক'রে
গণ-নিয়মন-সৌষ্ঠব-সৌকর্য্যে
তা'দিগকে শ্রেয়ের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
সম্ভাব্য ও আগন্তুক বিধ্বস্তি ও আপদ হ'তে
নিস্তার দিতে পার,
নিরাপত্তায় সুদৃঢ় করে
সৌষ্ঠব-সম্বর্দ্ধনায়
প্রতিটি জীবনকে
জীয়ন্ত জলুসের অধিকারী ক'রে তুলতে পার,
আর, তা' যদি
অপরিহার্য্য হ'য়ে থাকে তোমাদের কাছে,
তখন বিবেচনা ক'রে দেখো,

আর, সমীচীন যদি মনে কর,—
একমাত্র তখনই
শাসন-সংস্থার দায়িত্ব গ্রহণ ক'রতে পার। ৪২৮০।
২১।৩।১৯৫২, রাত ৮-৩৫

পুরুষ যদি নিজের কুল বা বংশ অপেক্ষা
বরেণ্য-উচ্চকুল-সম্ভূত
কন্যাকে গ্রহণ করে,
তা'র জৈবী-ভিত্তি যেমনতর ছিদ্রল হ'য়ে ওঠে,—
নারী যদি তেমনি পিতৃকুল অপেক্ষা
নিম্নকুল-জাত পুরুষকে গ্রহণ করে,
তা'র জীবন-ভিত্তিও অমনতরই
ছিদ্রল হ'য়ে উঠে
জাতক-জীবনকেও অমনতরই ক'রে তোলে,
তা'র ফলে, বোধায়নী সংস্থিতিও
স্নেহল-সূত্র হারিয়ে
অপকৃষ্টতায় অদম্য, অব্যবস্থ, আদর্শহারা হ'য়ে
অসার্থক প্রবৃত্তির পূজারী হ'য়ে জীবন কাটায়,
সঙ্গে-সঙ্গে গণজীবনকেও
প্রবৃত্তি-সঞ্জাত লুব্ধ সংবেদনে
সংক্রামিত ক'রে
নিম্নাকর্ষণে বিমূঢ় ক'রে ফেলতে ত্রুটি করে না। ৪২৮১।
২২।৩।১৯৫২, বেলা ১০-২৫

গ্রন্থিনিবদ্ধ অভিভূত আকাঙ্ক্ষা
যা' সত্তাপোষণী জীবনীয় হ'য়ে ওঠেনি—
সুকেন্দ্রিক সমাহারে সুসঙ্গতি নিয়ে,

তাই-ই বৃত্তি বা প্রবৃত্তি,—
তা' ভালই হো'ক আর মন্দই হো'ক। ৪২৮২।
২২।৩।১৯৫২, রাত ৯-১৫

মনে রেখো—
ঈশ্বর সৃষ্টিও করেন না,
ধ্বংসও করেন না,
তোমারই আদিম প্রকৃতি
ঈশ্বরে অনুস্যূত থেকে
সেই মূর্চ্ছনায়
নানারকম মূর্ত্তনার ভিতর-দিয়ে
বিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে
এই পরিণতি লাভ ক'রেছে,
যে-পরিণামের ফল—
এই বিদ্যমান তুমি,
আর, এই বিবর্ত্তন সংঘটিত হ'য়েছে
তোমার চাহিদামাফিক সুসঙ্গত বিন্যাসে
বিন্যাসিত হ'তে হ'তে—
যেমনতর চ'লেছ তেমনি ক'রে,
আর, সত্তানুস্যূত জীবন হ'য়ে
সেই মূর্চ্ছনা তোমারই এই জীবনে
বোধিতাৎপর্য্য-অনুক্রমায়
সংক্রামিত হ'য়ে চ'লেছে ;
যেমন তোমার জীবন আছে,
জীবনে আকাঙ্ক্ষা আছে,
সেই আকাঙ্ক্ষার অনুপ্রেরণায় যেমন চ'লছ,
যেমন ক'রছ,

হ'চ্ছ যেমন—
প্রাপ্তিও তোমার তেমনতর সংঘটিত হ'য়ে উঠছে,
অর্থাৎ, এই হওয়াটাই
তোমার স্বতে পর্য্যবসিত হ'য়ে
নিজত্বকে অভিদীপিত ক'রে তুলেছে,
তেমনি তোমার ঐ আকাঙ্ক্ষা
সক্রিয় সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
যেমনতর চলনে চলৎশীল হ'য়ে চ'লবে,—

করার ভিতর-দিয়ে
হওয়ার উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
আয়ত্ত ক'রে তা'কে
সত্তায় সংগ্রথিত ক'রে
তুমি হবেও তেমনি,
পাবেও তেমনি ;

ফৈল কথা, তোমার দোষগুণ, হওয়া-পাওয়া
ভালমন্দ যা'-কিছু
তা'র জন্য দায়ী তুমি,
ঈশ্বরের প্রাণন-দীপনা জীয়ন্ত জলুসে
তা'তেই অনুস্যূত হ'য়ে থাকে,

সুকেন্দ্রিক তৎপরতায়
ঈশ্বর-অনুধ্যায়ী হ'য়ে চল—
প্রেরিত জীবন-বেদীকে আশ্রয় ক'রে,—
তোমার প্রাপ্তিও ঈশ্বরীয় হ'য়ে উঠবে,

বৃত্তি বা প্রবৃত্তির উপাসনা ক'রে চল,—
তোমার আকাঙ্ক্ষা-মাফিক
সংসৃষ্ট হ'য়ে উঠবে তুমি স্বতঃই,

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"। ৪২৮৩।

২৩৷৩৷১৯৫২, সকাল ৯-৩৫

কোন সত্তা-সংস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্ভাব্যতা যেমন,—
তা'কে তদনুপাতিকই
পুষ্ট ও প্রবর্দ্ধিত ক'রতে পারা যায়,
ঐ সম্ভাব্যতার সঙ্গে সঙ্গতি না রেখে
তা'র জন্য যা'ই কিছু কর,—
তা' তা'র কাজে লাগবে না ;
আবার, এই সম্ভাব্যতা নির্ভর করে সেখানে তেমনি
যেখানে আত্মপোষণবর্দ্ধনী সম্বেগ যেমনতর,—
যা' পরিবেশ হ'তে আত্মপোষণবর্দ্ধন-অনুপাতিক
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
নিজেকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত ক'রে তুলতে পারে—
ঐ নিজের বৈশিষ্ট্যের সাথে
যে উপকরণের যেমন ঐক্য আছে
তা'কে গ্রহণ ক'রে ;
এমনি ক'রে বৈশিষ্ট্য
বিশেষ উপকরণ সংগ্রহ ক'রে
বর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে—
বংশানুক্রমিকতার ভিতর-দিয়ে চলন-পরিক্রমায়
বিশেষ সংস্কৃতি আহরণ ক'রে,
কিন্তু ওর ব্যত্যয় যেখানে—
সেখানে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে
সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,
বর্দ্ধিতও হ'তে পারে না,—

এই হ'চ্ছে স্বভাবের সাবলীল পরিক্রমা ;
এই যদি ঠিক হয়,
তা'হলে ভেবে দেখ—
বৈশিষ্ট্যপালী পোষণের ভিতর-দিয়ে
একটি সত্তানুস্যূত চিৎকণার
বৃহৎ-বর্দ্ধনার সম্ভাবনা কতখানি,
আবার, এর ব্যতিক্রমে
তা' কতখানি ক্ষুণ্ণ হ'তে পরে। ৪২৮৪।
২৩।৩।১৯৫২, রাত ৭টা

কুলসংস্কৃতি ও কুলবৈশিষ্ট্যকে
যদি নষ্ট কর,
তা'হলে, তোমাকে সহজ সুসঙ্গত
বিবর্ত্তনী বোধায়নী বিদ্যা হ'তে
বঞ্চিত হ'তেই হবে—
যা' বৈশিষ্ট্যকে শিষ্ট ও সমুন্নত ক'রে তোলে ;
আবার, বর্ণভেদ ও বর্ণাশ্রমকে যদি নষ্ট ক'রে ফেল,—
শিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতি-হারা হ'য়ে
বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমে
ছিন্নভিন্নতায় সংহতিহারা হ'তে হবে,
তা' বাদে, সুপ্রজনন ব্যাহত হ'য়ে
প্রতিলোমজ অশিষ্ট জনন-প্রাদুর্ভাব-বিপদ এড়ান
দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে,
সুসঙ্গত প্রতিভাপন্ন ব্যক্তিত্ব দিন-দিনই
অপলাপে আত্মবিলয় ক'রতে থাকবে,
আর, বৈশিষ্ট্য-ব্যতিক্রমী বৃত্তির আহুতি হ'য়ে
বেকারের সংঘাত এড়িয়ে চলাও

দুরূহ হ'য়ে উঠবে তোমাদের পক্ষে,
সঙ্গে-সঙ্গে কুলসংস্কৃতিও
অশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ইন্ধন হ'য়ে
আত্মবিলয় না ক'রেই পারবে না,
সুসঙ্গত বোধায়নী তাৎপর্য্যশীল উৎক্রমণী গতি
অপক্রমেই চলন্ত হ'তে বাধ্য হবে;
আবার, রাষ্ট্রের আদর্শ যদি
ভাগবত ধর্ম্ম না হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ ভাগবত পুরুষ
যদি তার কেন্দ্র না হয়ে ওঠেন,—
মানুষের জীবন ও বর্দ্ধনা
সদাচারী কৃষ্টিকে হারিয়ে
বিক্ষুব্ধ ব্যতিক্রমে নাজেহাল হ'য়ে
প্রবৃত্তিচারী হ'য়ে
সংহতিহারা দলবহুল প্রতিক্রিয়ায়
অনাচারী অশিষ্ট অপঘাতের সৃষ্টি ক'রে
জাহান্নমের পথ মর্ম্মরখচিত ক'রে তুলবে,
আর, ভাগবত ধর্ম্ম মানেই হ'চ্ছে—
জীবনবৃদ্ধিদ যে-ধর্ম্মাচরণে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হ'য়ে
যে-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হো'ক না কেন
প্রতিটি ব্যষ্টি সুসঙ্গত তাৎপর্য্যের সহিত
পারস্পরিক সহযোগিতায়
সম্বর্দ্ধনার দিকে এগিয়ে চলে—
সত্তাকে সঙ্গতিশীল বিস্তার ও বিবর্দ্ধনে
জীয়ন্ত রেখে। ৪২৮৫।

২৪।৩।১৯৫২, রাত ৮-৩০